চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 31 July, 2020 ■ আগরতলা, ৩১ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ১৬ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

লকডাউনের আদ্য শ্রাদ্ধ

বাজারগুলিতে বিকিকিনি জমজমাট, পথে নামল গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ খোয়াই/ গন্ডাছড়া, ৩০ জুলাই।। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে লকডাউনের মধ্যে বাজারহাট জমজমাট ছিল। বহু বাজারে সিংহভাগ দোকানপাট খোলা ছিল। রাজধানী আগরতলা শহরের বড় বাজারগুলিতে লোক সমাগম লক্ষ্য করা গিয়েছে। এই পবিস্থিতিতে প্রশাসনের কোন পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি। যদিও মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল এক তৃতিয়াংশ দোকানপাট খোলা রাখা হবে। কিন্তু, বাজারগুলিতে দেখা গিয়েছে সিংহভাগ দোকান খোলা। তাতে করে যে লক্ষে লকডাউন তার উদ্দেশ্য কতটা সফল হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েই যাচ্ছে।

যাত্রীবাহী টমটম, অটো, রিক্সা এবং দ্বি-চাকার যান চলাচল করতে দেখা যায়। মহারাজগঞ্জ বাজার তিন ভাগের একবার দোকান খোলা থাকার নির্দেশ থাকলেও বাজারে মাছ, মাংস, সবজি, গ্রোসারি সমস্ত পাইকারি এবং খুচরা দোকান খোলা ছিল। লকডাউনে দোকান খোলা রাখার বিষয়ে ব্যবসায়ীদের জিজ্ঞাসা করলে কোন কোন ব্যবসায়ী জানান লকডাউন যে পুনরায় ঘোষণা হয়েছে সে বিষয়ে অবগত নয়।

খোয়াই মহকুমায় জনগণ বনাম প্রশাসনের লড়াই বেশ জমে উঠেছে। একদিকে প্রশাসনের খাম খেয়ালিপনা অন্যদিকে খোয়াইয়ের সচেতন নাগরিক এবং ব্যবসায়ী মহল। এমতাবস্থায় দিশেহারা জনসাধারণ আজ প্রায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেন। আর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ রাজ্যে নতুন আক্রান্ত ২১৯, সুস্থ ২৮৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২১৯ জন। সরকারী তথ্য মোতাবেক জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ৭২২৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। এদিকে, এদিন রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ২৮৪ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন করোনা রোগী।

তার মধ্যে সবচেয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার। এই জেলার মোট ৯২ জন নতুন করে হয়েছেন। এছাড়া খোয়াইয়ের ৯ জন, উত্তর জেলার ২৪ জন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ দ্বাদশের ফলাফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল আগামীকাল প্রকাশ করা হবে। প্রসঙ্গত, পর্ষদ পরিচালিত দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা ২ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ সূচি নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ২৩ মার্চের পর অসমাপ্ত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছিল। করোনা-র প্রকোপে লকডাউন লাগু হওয়ায় ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পুনরায় ৫ জুন থেকে ১১ জুন অসমাপ্ত পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু, করোনা-র প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় স্থগিত করা হয়েছিল। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত হলেন সোমেন মিত্র

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি.স.)।। অকালেই প্রয়াত হলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র। বুধবার গভীর রাত ১.৩০ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে আমহার্স স্ট্রিটের 'ছোড়দা'-র বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। হাসপাতাল সূত্রের খবর, পুরনো পেসমেকার বদল করার জন্য নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন সোমেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাসপাতালে ভর্তি সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লী, ৩০ জুলাই।। হাসপাতালে ভর্তি হলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গান্ধী। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিল্লির গঙ্গা রাম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি। রুটিন চেক আপ এবং পরীক্ষার জন্য সনিয়া হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালের পরিচালন পর্ষদের চেয়ারম্যান ডাক্তার ডিএস রানা বলেছেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার আগরতলায় জগন্নাথ মন্দিরে ঝোলন যাত্রা উৎসব। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত চিত্র সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। ত্রিপুরায় করোনা এবার সংবাদ মাধ্যমেও থাবা বসিয়েছে। জনৈক চিত্র সাংবাদিক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁকে হোম আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। করোনা যুদ্ধে সামনে থেকে লড়াইয়ে শামিল সাংবাদিকও অবশেষে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন নিজে।

ত্রিপুরায় ক্রমশ করোনা-র প্রকোপ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। প্রতিদিন আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। সম্প্রতি অ্যান্টিজেন টেস্ট শুরু হওয়ায় করোনা আক্রান্তের অধিক মাত্রায় সন্ধান মিলছে। বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা হচ্ছে। তাতে, লক্ষণ নজরে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

আজ (বৃহস্পতিবার) ত্রিপুরায় প্রথম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্তদের মানসিক অবস্থা যাচাইয়ে কাউন্সেলিং শুরু রাজ্যে

আগরতলা, ৩০ জুলাই (হিঃসঃ)।। ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তদের মানসিক অবস্থা যাচাইয়ে কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা করেছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন। করোনার সাথে যুদ্ধে তাঁদের আত্মবিশ্বাস জাগানো খুবই জরুরি বলে মনে করছে মিশন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরামর্শদাতারা ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত সার্ভেইলেন্স আধিকারিকদের সাথে মিলে নজর রাখেন এবং রোগীদের বিবরণ সংগ্রহ করেন। বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের পর পরামর্শদাতারা টেলি-সাইকিয়াট্রিক কাউন্সেলিং পদ্ধতির মাধ্যমে কথা বলেন।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক উদয়ন মজুমদার বলেন, আমরা সকল জেলার সমস্ত সার্ভেইলেন্স আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করছি। তারা করোনা আক্রান্ত রোগীদের নাম এবং যোগাযোগের নম্বর সরবরাহ করছেন। আমাদের পরামর্শদাতারা সংখ্যায় ১০ জন সারা ত্রিপুরায় তাদের সাথে যোগাযোগ করছেন এবং তারা কোন রকম হতাশ ভুগছেন কিনা তা জেনে নিচ্ছেন। উদয়ন মজুমদারের কথায়, যদি কোনও সমস্যা না থাকে তবে করোনার জন্য আতঙ্কিত না হতে পরামর্শ দেন এবং ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সম্পুর্ন সুস্থ হয়ে উঠবেন আশ্বস্থ করেন।

তিনি বলেন, যদি কোনও সমস্যা থাকে তবে রোগীদের নির্ধারিত উপায়ে কাউন্সেলিং করা হয় এবং তাতে সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যায়। উদয়নের কথায়, আমরা অনেক রোগীর কাছ থেকে ভাল সাড়া পাচ্ছি। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরার অধীনে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় আমরা ওই অভিযান শুরু হয়েছে। তার দাবি, সারা ত্রিপুরায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে প্রতিদিন ৪০ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কনটেইমেন্ট জোনে তিন যুবকের প্রবেশ ধুন্ধুমার কান্ড ভগবাননগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। উনকোটি জেলার কৈলাশহর এর ভগবাননগরে পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে বুধবার গভীর রাতে তিন যুবক কনটেইনমেন্ট এলাকায় প্রবেশ করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে কর্তব্যরত পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা ওই তিন যুবককে কনটেইনমেন্ট এলাকায় প্রবেশ করতে বাধা দেয়। পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে ওই তিন যুবক বাইক নিয়ে কনটেইনমেন্ট এলাকায় প্রবেশ করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কনটেইনমেন্ট এলাকায় অবস্থানরত লোকজনরা ওই তিন যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। তাদের বিরুদ্ধে কৈলাশহর থানায় সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। কনটেইনমেন্ট এলাকায় প্রবেশ করার নিয়ম কানুন অমান্য করে এবং পুলিশের বাধা অতিক্রম করে কেন তারা ওই এলাকায় প্রবেশ করেছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

তারা কোন বদ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ওই এলাকায় প্রবেশ করেছিল তা খতিয়ে দেখে আয়না লোক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ওইসব এলাকায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৌদির লাঠির আঘাতে প্রাণ হারালেন দেবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। আমতলী থানা এলাকার মহেশখলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডে বৌদি হাতে খুন হলেন দেবর। নিহতের নাম হীরালাল বর্মন। অভিযুক্তের নাম জ্যোৎস্না বর্মন। এ ব্যাপারে আমতলী থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, হীরালাল বর্মন নামে ঐ ব্যক্তির সঙ্গে তার বৌদি বুধবার বিকেলে বচসায় লিপ্ত হয়। এক সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। জ্যোৎস্না বর্মন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে দেবরের মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করেন। তাতে ঘটনা স্থলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে হীরালাল বর্মন। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। অবস্থা সংকট জনক হওয়ায় সেখানে থেকে তাকে জিবিতে স্থানান্তর করা হয়। শেষ রক্ষা করা যায়নি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্টে সহকারী সরকারী আইনজীবীর জামিন নামঞ্জুর, টিআই প্যারেডের নির্দেশ

মহিলা চিকিৎসককে থুতু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। কোভিড কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসককে থুতু দেওয়ার ঘটনায় গ্রেফতার হতে পারেন আশংকায় ভুগছেন সহকারী সরকারি আইনজীবী কর্নজিত দে। করোনা মুক্ত হয়ে কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ছুটি পাওয়ার পর বাড়ি ফিরে যেতে পারেননি তিনি। ফলে, চিকিৎসককে থুতু দেওয়ার ঘটনায় গ্রেফতারি এড়াতে আজ তিনি ত্রিপুরা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্ত তার আইনজীবী আদালতে কোন রকম প্রামান্য দলিল দেখাতে পারেননি। তাই, আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেনি ত্রিপুরা হাইকোর্ট। তার বদলে আগামী ৫ আগস্ট পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করে কেইস ডায়েরি আদালতে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অরিন্দম লোধ। শুধু তাই নয়, ২৪ ঘন্টার মধ্যে টি আই প্যারেডে অভিযুক্তকে শনাক্ত করার ব্যবস্থা করতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সাথে সিআরপিসি ১৬৪ ধারায় অভিযোগকারী চিকিতকের জবানবন্দী রেকর্ড করতে বলা হয়েছে। কর্নজিত দে বর্তমানে সিপার্দে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে রয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার শিশু সহ করোনা আক্রান্ত পাঁচ জন্মদাত্রী এবং এক গর্ভবতী মহিলাকে ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ভগৎ সিং কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভরতির জন্য নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানে ভরতি অন্য করোনা আক্রান্তরা তাতে আপত্তি জানান। খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন পশ্চিম জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সংগীত চক্রবর্তী। কিন্তু, রোগীরা তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দেন। এ-বিষয়ে ডা. সংগীতা জানিয়েছিলেন, সদ্যজাত সন্তান নিয়ে জন্মদাত্রীরা এবং পিপিই কিট পরে স্বাস্থ্য কর্মীরা ৫ ঘণ্টা ধরে বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু তাদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না। এমন কি, তাঁকে লক্ষ্য করে থুতু ফেলা হয়েছে এবং এক যুবক উপর থেকে জল ফেলেছে। তিনি বলেন, অবশেষে কোনও উপায় না পেয়ে ওই করোনা আক্রান্তদের জিবির কোভিড ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে আটক আরও ৭২ জন আজ আসছেন রাজ্যে

আগরতলা, ৩০ জুলাই (হিঃসঃ)।। করোনা-প্রকোপে বাংলাদেশে আটকে থাকা আরও ৭২ জন ত্রিপুরার নাগরিককে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট (আইসিপি) দিয়ে তাঁরা রাজ্যে ফিরবেন। আগের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকের নমুনা সংগ্রহ করে সকলকে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে রাখা হবে। ল্যান্ডপোর্ট অথরিটির আগরতলা ম্যানেজার দেবাশিস নন্দি এ-বিষয়ে জানান, ত্রিপুরার নাগরিকদের দেশে গ্রহণ করার পাশাপাশি করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, চতুর্থ দফায় বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরার নাগরিকদের ফেরত আনার ব্যবস্থা হয়েছে। করোনা প্রকোপে আইসিপি দিয়ে ভারতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ফলে বিশেষ অনুমতি নিয়ে ত্রিপুরা-র নাগরিক-দের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। ইতিপূর্বে বাংলাদেশে আটকে থাকা ১০৬ জন ত্রিপুরার নাগরিক গত ২৮ মে রাজ্যে ফিরে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১০ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাদের সংস্পর্শে গিয়ে আগরতলা আইসিপিতে ৬ জন বিএসএফ এবং একজন চিকিৎসক সহ ৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দফায় ২৮৮ জন ত্রিপুরার নাগরিকদের বাংলাদেশ থেকে ফেরত আনার ব্যবস্থা করেছিল বিদেশ মন্ত্রক। তাদের মধ্যে ১৮ জুন দুই শিশু সহ ১২২ জন ত্রিপুরার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধুমাছড়ায় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার, হত্যার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। ধলাই জেলার পদ্ম কুমার পাড়ার নিখোঁজ স্ত্রীর পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হলেও নিখোঁজ স্বামীর এখনো পর্যন্ত কোনো হদিস মেলেনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে স্ত্রীকে হত্যা করে স্বামী পালিয়ে গেছে।

তবে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এ বিষয়ে তদন্ত কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। কেননা পুলিশ এখনো পর্যন্ত মৃতার স্বামীর কোনো হদিস পায়নি। তাকে পাওয়া গেলেই এই ঘটনার আসল রহস্য উদঘাটন হবে বলে পুলিশ মনে করছে। উল্লেখ্য গত ১৮ জুলাই ধুমাছড়া থানা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চড়িলামে গৃহবূকে পিটিয়ে হত্যার চেষ্টা, গ্রেপ্তার নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ জুলাই।। বৃহস্পতিবার সকালে বিশালগড় থানাদিন চড়িলাম ব্লকের অন্তর্গত উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের হাপাজিয়া মুড়া গ্রামে এক গৃহবধূকে প্রাণে মারার চেষ্টা করে, এমনই অভিযোগ এনে বিশালগড় মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় হাপাজিয়া মোরা এলাকার দিদার হোসেন পিতা কাশেম মিয়া বিয়ে করেন সোনামুড়া মহাকুমা রাঙ্গামাটি এলাকার সাকিব মিয়ার মেয়ে রুবি বেগমকে। সামাজিকভাবে রবি এবং দিদারের বিয়ে হয় । রুবি বেগম এর একটি ছেলে সন্তানের জন্ম হয়। সংসারের চলে রুবির উপর অকথ্য অত্যাচার। বিয়ের পর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা সমীক্ষায় বাধা ঃ ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের সাথে কথা বললেন দক্ষিণের ডিএম ও এসপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩০ জুলাই।। শান্তিরবাজার মহকুমার যেইসকল জায়গায় করোনা সার্ভে টিম বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে সেইসকল এলাকা পরিদর্শনে যান দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক। বিগত তিনদিনযাবৎ করোনাা সার্ভে টিম শান্তিরবাজারের বিভিন্ন এডিসি এলাকায় গিয়ে এলাকার লোকজনের দ্বারা বাধাপ্রাপ্তহয়। এই খবব. পেয়ে আজ এই সকল এলাকার লোকজনদের সচেতন করতে যান দক্ষিন জেলার জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধন। আজকে উনার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার জালসিং মিনা, স্থানীয় বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ অন্য আধিকারিকরা। উনারা সকল গ্রামেগিয়ে এই সার্ভের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলকে জানান। সকল আধিকারিকরা এলাকার লোকজনদের এই সার্ভের কাজে সহযোগিতার হাতবারিয়ে দেবার

বৃহস্পতিবার দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলেছেন। ছবি নিজস্ব।

বিশেষ আহব্বান জানান।

এদিকে, লকডাউনের চতুর্থদিনে শান্তির বাজারে ব্যাপকহারে লোকসমাগমঘটে। করুনাভাইরাস দমনে রাজ্যসরকার নানান প্রচেষ্টা চালিয়েযাচ্ছে। এই ভাইরাস দমনের লক্ষ্যে সমগ্র রাজ্য জুরে লকডাউনের ঘোষনা করা হয়েছে। প্রথম তিনদিন শান্তির বাজারের লোকজন স্বতস্ফূর্তভাব এই লকডাউনকে মান্যতা দিয়েছেন। আজ লকডাউনের আজ চতুর্থ দিনে শান্তির বাজারে বেতিক্রমীচিত্র লক্ষ্যকরাযায়। আজ শান্তির বাজার সাপ্তাহিক বাজারবার। এই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মদ বিক্রি করার সময় হাতেনাতে ধৃত চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। গোমতীজেলার উদয়পুরের পিত্রায় চাকরি হারিয়ে ১০৩২৩ এর এক শিক্ষক দেশী মদ বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছেন। পুলিশ ওই শিক্ষককে দেশী মদ বিক্রি করার সময় হাতেনাতে আটক করেছে। তাকে আটক করে থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে যথারীতি মামলাও গৃহীত হয়েছে।

জানা গেছে গত ৩১ শে মার্চ চাকরি হারানোর পর থেকে কর্মসংস্থানের বিকল্প পথ খোলা ছিলো না। পরিবার প্রতিপালন করতে বাধ্য হয়ে ওই চাকরিচ্যুত শিক্ষক দেশি মদ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। থানায় গিয়ে ওই চাকুরিচ্যুত শিক্ষক একই বয়ান লিপিবদ্ধ করেছে। চাকরিচ্যুত শিক্ষকের দেশী মদ বিক্রি করার ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও চাকরিচ্যুত। এদের মধ্যে অনেকেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যাত্রাপুরে প্রতিবেশী দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতর আহত চারজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। সিপাহীজলা জেলার যাত্রাপুর থানা এলাকার দক্ষিণ মহেশপুরের কইয়া টিলায় সবজি চাষকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষে ৪ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। তাদেরকে প্রথমে নিদয়া প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাদেরকে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে যাত্রাপুর থানায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। আক্রান্ত পরিবারের তরফ থেকে অভিযুক্ত চার জনের নাম ধাম পুলিশকে জানানো হয়েছে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে যাত্রাপুর থানার পুলিশ অভিযুক্ত চারজনকেই গ্রেপ্তার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করে তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। যাত্রাপুর থানার ওসি জানিয়েছেন ঘটনার খবর পাওয়ার সাথে সাথে পুলিশ এবং তার বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পুলিশ ও আনসার বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

খবর পাওয়ার সাথে সাথে পুলিশ ও তার বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে না গেলে আরো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন থানার ওসি। তিনি আরো জানান আহতদের মধ্যে এলাকার পঞ্চায়েত মেম্বারের স্বামী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লুধুয়ায় সংঘবদ্ধ হামলায় গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৮৮ ▫ ৩১ জুলাই ২০২০ ইং ▫ ১৫ শ্রাবণ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বৈরী তৎপরতা

রাজ্যে আবার সেই রক্তঝরা দিনের আবির্ভাব কি ঘটিতে চলিয়াছে? তলে তলে রাজ্যের পাহাড় বনে অস্ত্রের ঝলকানি ও চাঁদার জুলুম সর্বোপরি বাংলাদেশের গোপন ঘাঁটিতে অস্ত্র প্রশিক্ষণের খবর রাজ্যবাসীর উদ্বেগ ও উৎকন্ঠা বাড়াইতেছে। এডিসি ভোটের কথা মাথায় রাখিয়াই এখন বন্দুকধারীদের দিয়া জয় ছিনাইয়া নিবার পায়তারা কষিতেছে একশ্রেণীর নেতারা। প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়াছে, সীমান্তবর্তী পাহাড়ি জনপদগুলিতে বৈরী আনাগোনা বাড়িতেছে। চলিতেছে চাঁদার জুলুম। পুলিশ স্বউদ্যোগে মামলা নিয়াছে। সম্প্রতি চাম্পাহাওয়র থানার পুলিশের হাতে আটক বৈরী সহযোগিকে জিজ্ঞাসাবাদের সূত্র ধরিয়া চাম্পাহাওয়র থানার পুলিশ রইস্যাবাড়ীর মানকুমার পাড়ার বাসিন্দা ওষুধ ব্যবসায়ী নবীন ত্রিপুরাকে গ্রেপ্তার করে। তাহাকে গ্রেপ্তার করায় আরও অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠিয়া আসে। দেখা যায়, বিগত দুই তিন মাসে গন্ডাছড়া হইতে প্রায় জনাদশেক উপজাতি যুবক সীমান্ত পার হইয়া বাংলাদেশে বৈরী শিবিরে নাম লিখাইয়াছে। অথচ পুলিশের গোয়েন্দা শাখা, বিএসএফ একেবারেই ঘুমে। খবরে ইহাও স্পষ্ট হইয়াছে যে, রইস্যাবাড়ীর উন্মুক্ত সীমান্ত এখন নিরাপদ বৈরী করিডর। এর মধ্যেই চাঁদা আদায়ও অব্যহাত। চাঁদার জুলুমে রইস্যাবাড়ীর ব্যবসায়ীদের রীতিমতো নাজেহাল অবস্থা। পুলিশ তাহাদের গ্রেপ্তার করিতে পারিতেছে না। কারণ, বৈরীরা বাংলাদেশে পালাইয়া যায়।

এডিসি নির্বাচনের মুখে ত্রিপুরায় অশান্তির আগুন জ্বালাইবার নীলনক্সা যে নেওয়া হইয়াছে বিভিন্ন ঘটনায় তাহা স্পষ্ট হইতেছে। ত্রিপুরা বৈরী মুক্ত একথা এখন জোর দিয়া বলিবার সুযোগ নাই। তলে তলে বৈরীরা শক্তি সঞ্চয়ে ব্যস্ত। প্রশাসন কার্য্যত ঘুমে। পাহাড়ি জনপদে পুলিশও কঠোর হইতে পারে না। অনেকটাই চাচা আপন প্রাণ বাঁচার মতো অবস্থা। এইভাবে গ্রাম পাহাড়ে আইনের শাসন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম। ত্রিপুরায় অতীতের সেই অন্ধকার দিনগুলি তো ভুলিবার নহে। গোটা রাজ্যই এক সময় বৈরীদের কাছে নতজানু হইয়া পড়ে। একের পর এক মানুষ খুন হয়। অপহরণ হামলা, গৃহদাহ বাদ ছিল না কিছুই। একেবারে অরাজক অবস্থা আর কি। প্রতিনিয়ত মানুষ খুন করিয়া বৈরীরা উল্লাস করিত। সেই রক্তাক্ত ইতিহাস ভুলিয়া গেলে চলিবে না। উপজাতি বৈরীদের নিয়া ত্রিপুরায় এক সময় জব্বর রাজনীতির খেলা চলিত। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই তো রাজ্যে উপজাতি বৈরীরা তান্ডব চালায়। মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী তখন বলিয়াছিলেন আমি যদি উপজাতি হইতাম তাহা হইলে উগ্রপন্থী হইতাম। একটি সাংবিধানিক পদে বসিয়া এমন দেশ বিরোধী মন্তব্য করিয়াও পার পাইয়া গেলেন নৃপেন চক্রবর্তী। রাজনীতির স্বার্থে এক সময় উগ্রপন্থীদের লালন করিত কোনও কোনও রাজনৈতিক দল। উগ্রপন্থী রাজনীতির যুপকাষ্ঠে তো প্রাণ দিতে হইল বাম সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিনহাকে। তিনি বৈরীদের গুলিতে প্রাণ হারান। এরাজ্যের কত মানুষ যে উগ্রপন্থীদের হাতে প্রাণ দিতে হইয়াছে তাহা বলা মুশকিল। একসময় উগ্রপন্থীরা গণহারে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। সিপিএম তাহাদের অনেককেই দলে নিয়া নেয়। কিন্তু, উগ্রপন্থার বিষবৃক্ষ উপড়াইয়া ফেলিবার উদ্যোগ তেমন ছিল না। রাজ্যের উন্নয়ন, শিক্ষা সবই গোল্লায় গিয়াছিল। পাহাড়ি জনপদে চলছিল উগ্রপন্থীদের সমান্তরাল শাসন। বৈরী তান্ডবের কারণে বহু পরিবার ভিটেমাটি ছাড়িয়া শরণার্থীদের জীবন বাছিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সেই অন্ধকার যুগকে আবার আমন্ত্রণ জানানোর চেষ্টা খুব সন্তর্পনে চলিতেছে। শান্তির ত্রিপুরায় আবার অশান্তির আগুন লাগানোর চেষ্টা যেকোনও মূল্যে প্রতিহত করিতে হইবে। কথায় আছে পাঁচা শামুকেও পা কাটে। আজ ছোট ছোট বৈরী দলই এক সময় অনেক বেশী শক্তি নিয়া আগাইতে পারে। উত্তর পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য বৈরী দলের সঙ্গেও ত্রিপুরার বৈরীদের অতীতেও জোর যোগাযোগ ছিল। আবার সেই যোগাযোগ নাই এমন কথা তো জোর দিয়া বলা যাইবে না। শান্তির ত্রিপুরাকে বাঁচাইতে রাজ্য প্রশাসনকে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হইবে। অঙ্কুরেরই যদি বিষ বৃক্ষ উপড়াইয়া ফেলা না যায় তাহা হইলে আবার সেই ভয়াবহ পরিণতি ডাকিয়া আনিতে পারে।

এবার করোনায় বলি আরপিএফ জওয়ান

কলকাতা,৩০ জুলাই (হি স): যত সময় বাড়ছে ততোই বাড়ছে করোনা হানা। করোনা আতঙ্কে রাতের ঘুম ওড়ার জোগাড় শহরবাসীর। করোনায় আক্রান্ত হয়ে বৃহস্পতিবার মৃত্যু হল পূর্ব রেলের আরপিএফ জওয়ানের।

আরপিএফ সূত্রে, খবর শিয়ালদহ মেন পোস্টে কাজ করতেন ওই আরপিএফ জওয়ান। গত ২৫ জুলাই জ্বর এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যা দেখা দেওয়ায় শিয়ালদহের বি আর সিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। এরপর লালারসের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। ২৮ জুলাই রিপোর্ট এলে দেখা যায় করোনা সংক্রমণ হয়েছে তাঁর। এরপরেই তাঁকে হাওড়া রেলওয়ে অর্থোপেডিক হাসপাতালে রেফার করেন চিকিৎসকরা। সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। বৃহস্পতিবার ওই হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তাঁর।

বীরপাড়ায় লক্ষাধিক টাকার কাঠ বাজেয়াপ্ত

বীরপাড়া, ৩০ জুলাই (হি. স.) : গাড়ি সহ লক্ষাধিক টাকার কাঠ বাজেয়াপ্ত করল বনদফতর। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ার বন্ধ চা বাগান ঢেকলাপাড়ার আপার লাইন এলাকার ঘটনা।

বনদফতর সূত্রে খবর, এদিন বেলা বারোটা নাগাদ চোরা কারবারিরা একটি ছোটো মালবাহী গাড়িতে করে সেগুন গাছের গুঁড়ি পাচারের চেষ্টা চালাচ্ছিল। ঠিক সে সময় হানা দেয় বনদফতরের জলপাইগুড়ি ডিভিশনের বানারহাট রেঞ্জের কর্মীরা। তাদের দেখে কাঠ সহ গাড়ি রেখে পালায় চোরা কারবারিরা। বনদপ্তর সূত্রে আরও খবর, আগেই রেতি বনাঞ্চলের সেগুন গাছগুলি কেটে ঢেকলাপাড়া চা বাগান এলাকায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সেগুলি পাচার করার সময় বনকর্মীরা গাড়িটিকে আটকানোর চেষ্টা করলে পাচারকারিরা গাড়ি সহ গাছের গুঁড়িগুলি রেখেই পালিয়ে যায়।

বেবি বাম্প নিয়ে প্রকাশ্যে রাজ - ঘরনী শুভশ্রী

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি স): চারদিকে যখন করোনা আতঙ্কে ভুগছে মানুষ তখনই সকলকে খুশির খবর দেয় রাজ ঘরনী শুভশ্রী। মা হতে চলেছেন অভিনেত্রী শুভশ্রী। আর এবার বেবি বাম্প নিয়ে প্রকাশ্যে এলেন শুভশ্রী। বৃহস্পতিবার ইনস্টাগ্রামে ফটো পোস্ট অভিনেত্রীর।

১১ মে, সোমবার সকালে ট্যুইট করে অভিনেত্রী শুভশ্রী জানালেন তিনি অন্তঃসত্ত্বা। সন্তান আসার সুখবর জানানোর জন্যে শুভশ্রী এবং রাজ চক্রবর্তী বেছে নিলেন তাঁদের দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীর দিনটিই। সকাল ১০টা নাগাদ ট্যুইট করে শুভশ্রী জানান তিনি অন্তঃসত্ত্বা। আর এদিন বেবি বাম্প নিয়ে প্রকাশ্যে এলেন অভিনেত্রী।

নবজাগৃতির অগ্রগণ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শান্তনু রায়

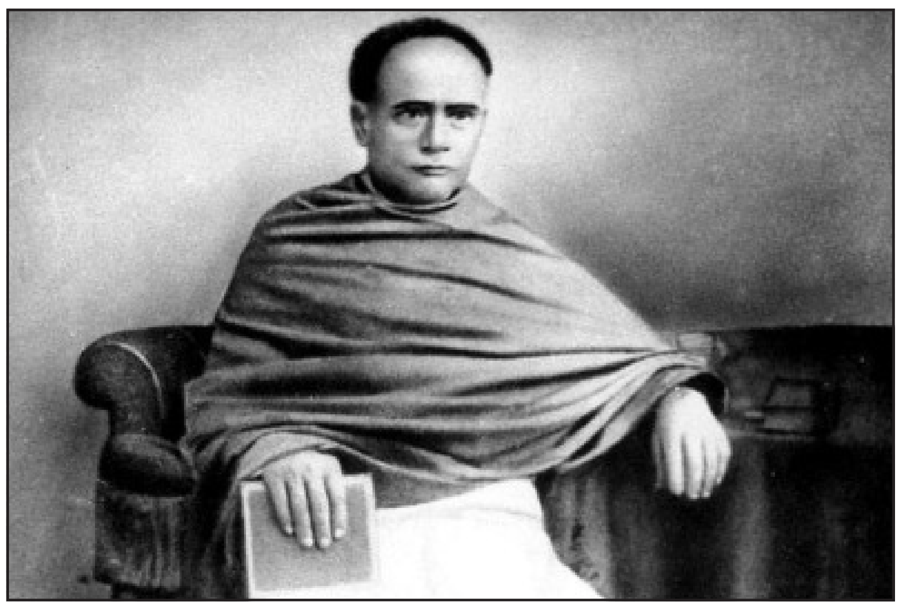

মারণব্যাধি করোনার অতিমারি সংক্রমণে বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত। মানব সভ্যতাও এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। আমাদের দেশ ও রাজ্যের অবস্থাও ক্রমে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। সকলেই এখন সন্ত্রস্ত উদ্বিগ্ন-আগতদিনে অবস্থা আর কতটা মারাত্মক হবে, কবে কাটাবে এ কালান্তক পর্ব, ভ্যাকসিনই বা কবে বাজারে আসবে এবিধ ভাবনায়। এরই মাঝে উপস্থিত আরও একটি ২৯ জুলাই-এক ইতিহাস পুরুষের তিরোধান দিবস। তিনি হলেন ঊনবিংশ শতকে বাংলার নবজাগণের অন্যতম পুরোধা এবং নারীর অধিকার অর্জনের লড়াইয়ের নিরলস যোদ্ধা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর নিজেও মহামারির সম্মুখীন হয়েছিলেন একদা এবং সে দুর্যোগে আর্তের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিয়েছিলেন। প্রায় দেড়শ বছর আগে বর্ধমান শহরে মহামারি ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে বিদ্যাসাগরের ভূমিকার কথা জানা যায় তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্র বি্যদারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগর চরিত ও অন্যান্য গ্রন্থ ও সমসাময়িক নথি থেকে।

জানা যায় যে ১৮৬৯ সালে কর্মসূত্রি বর্ধমানে প্যারীচাঁদ মিত্রের বাড়ির কাছে রসিক কৃষ্ণ মল্লিকের বাড়িতে ভাড়া থাকাকালীন আশপাশের মুসলমান পল্লির জ্বরে আক্রান্ত দরিদ্র মানুষদের চিকিৎসার জন্য ওই ভাড়াবাড়িতেই একটি ঔষধালয় খোলেন চালানোর দায়িত্ব পেয়েছেলিন প্যারীচাঁদের ভ্রাতৃস্পত্র গঙ্গানায়ান মিত্র। ক্রমে সেই চিকিৎসালয়ে রোগীর সখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। রোগীদের ওষুধপত্রের সঙ্গে দুধ, সাবু ও সুরুয়ার জন্য অর্থসাহায্য করা হত। তাদের বস্ত্রদানের জন্যই বিদ্যাসাগর প্রায় ২০০০ টাকা ব্যয় করে ছিলেন। বিদ্যাসাগর যিনি দয়ারসাগরও বটে, মনে করতেন যে ধনী দরিদ্র সকলেইর এক ধরনের চিকিৎসা পাওয়া উচিত। সে কারণে কুইনাই। দুর্মুল্য হলেও তাই দেওয়া হত সকলকে। এভাবে প্রায় দু'বছর তিনি বর্ধমানে মহামারি আক্রান্ত সাধারণ মানুষের সেবায় ব্রতী ছিলেন।

আবার কার্মাটোরে বসবাসকালীন শুরু করেছিলেন গ্রামবাসীদের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা। সেখানেও নিজ অর্থে বিতরণ করতেন যাবতীয় ওষুধ ও পথ্য।

অনেকের মতে, ১৮৩৩-এর সেপ্টেম্বরে সুদূর ব্রিস্টলে মহাত্মা রামমোহনের তিরোধানে ভারতে তাঁর অসমাপ্ত সমাজ সংস্কারের কর্মযজ্ঞ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায় ও দায়িত্ব যেন সবার অলক্ষ্যে সেদিনই নির্দিষ্টি ও ন্যস্ত হয়ে গিয়েছিল ভাবীকালের নারীর অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সর্বোচ্চম যোদ্ধা, তের বছরের ঈশ্বরচন্দ্রে উপর। শৈশব থেকেই যাঁর মাতৃভক্ত হৃদয়ে নারীজাতির প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির স্থায়ী আসন গড়ে উঠেছিল।

প্রসঙ্গত কলকাতায় এক প্রাকঅপরাহ্ণে ক্লান্ত সারাদিন অভুক্ত অর্থিক্লিষ্ট ঠাকুরদাসকে মুড়িমুড়কির দোকানের মালিক এক বিধবা স্ত্রীলোকের পেট ভরে ফলার করানো ও ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতির ঘটনা শ্রবণে তাঁর কিশোর মনে প্রতিক্রিয়া ---'পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া আমার অন্তকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল স্ত্রী জাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল।

বিদ্যাসাগরের উপলব্ধিতে ছিল যে অশিক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে পরিনির্ভরশীলতার কারণেই মেয়েরা সমাজে এক পশ্চাৎপদ গোষ্ঠী হয়ে থাকায় পুরুষ ন্যায্য অধিকার থেকে তাঁদের বঞ্চিত করতে সহস করে। ১৮৪১-৫০ সালে ড্রিস্ক ওয়াটার বেথুনের সহযোগী বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে জেলায় জেলায় মেয়েদের স্কুল স্থাপনে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

আবার কুলীনপ্রথার দোহাই দিয়ে হিন্দু পুরুষের একাধিক বিবাহ করার প্রবণতা রোধ করতে বহুবিবাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণে আইন প্রণয়নের দাবিতেও সক্রিয় হয়েছিলেন যাতে বৈবাহিক জীবনে মেয়েরাও সমানাধিকার ভোগ করতে পারে। বড়লাট এলগিনর রাজি না হওয়ায় এ ব্যাপারে আইন প্রণয়নের প্রয়াস সফল না হলেও তাঁর উদ্যোগেই বহুবিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন কলকাতার তৎকালীন নাগরিক সমাজে ক্রমে বিস্তার লাভ করে।

তবে সতীদাহ প্রথা বিলোপে সমাজে নবোদ্ভুত সমস্যার সমাধানে অল্পবয়স্কা বিধবাদের পুনর্বার বিবাহের অধিকার অর্জন সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগরের জীবণের পণ ছিল। তাঁর একক প্রচেষ্টার ফলেই ১৮৫৬ সালের ২৬ শে জুলাই এব্যাপারে এক আইন পাশ হলে একে বাস্তবে রূপ দিতে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে প্রথম বিধবা বিবাহ হয় কলকাতার রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপধ্যায়ের বাড়িতে ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর, রামধন তর্কবাদীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা কালীমতী দেবীর মধ্যে।

বিধবাবিবাহ প্রচলনের ব্যাপারে তৎকালীন সমাজপতি এবং তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের একাংশের বিরোধিতায় নিজের সম্মান এবং সামাজিক অবস্থান এমনকী নিজের জীবনের ঝুঁকি এবং নিজের অর্থ ও শ্রমব্যয় করেও সমাজের কিছু লোকের শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তবু নির্দ্বিধায় এগিয়ে গেলেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বিদ্যাসাগরকে এ ব্যাপারে তাঁর নিজের পরিবারের সদস্যদের থেকেই বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল বিশেষত তাঁর নিজের ছেলে নারায়ণের বিধবাকে বিয়ে নিয়ে। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় যখন তাঁর ছেলে নারাণের বিধবাকে বিয়ে নিয়ে নিজের পরিবারের আপত্তি ও আত্মীয়স্বজন কর্তৃক একঘরে হওয়ার চাপের মুখেও অচঞ্চল তিনি বলেছিলেন---'বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রথম সৎকর্ম। এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতার আর কোনো সৎকর্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকরেও পরাম্মুখ নহি। ...... সে বিবেচনায়, কুটুম্ব বিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা।'

এই বিধবা বিবাহ আয়োজন করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত ও বারবার প্রতারিত হয়েছেন। আক্ষেপে একদা সুহৃদ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঋণ সময়মতো পরিশোধ করতে অপরিগতায় তাঁকে লিখেছিলেন—আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ জানিলে আমি কখনো বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। একজন পুরুষ হয়েও তৎকালীন যুগের নারীদের দুর্গতি এবং সামাজিক কুপ্রথাজনিত অত্যাচার নিরসনে তাঁর দুর্দমনীয় একক প্রচেষ্টা ও দৃপ্ত বলিষ্ঠ ভূমিকার সাফল্য নিশ্চিতভাবে চিরস্মরণীয়, তৎকালীন নারীসমাজও তাঁদের অধিকার ও সম্মান অর্জনের ও রক্ষার এই ক্লান্তিহীন যোদ্ধাকে চিনতে ভুল করেনি।

সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন---'যখন তিনি (বিদ্যাসাগর) পদব্রজে পথে যাইতেন, অনেক স্ত্রীলোক একদৃষিচতে তাঁহাকে অবলোকন করিত। কারণ এতাবৎ দীর্ঘকালের ভারতবর্ষে অনেক ধনী ও গুণী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু হতভাহিনী বিধবা স্ত্রীলোকদের প্রতি কেহ কখন বিদ্যাসাগরের মতো দয়া প্রকাশ করেন নাই'। শোনা যায, একসময়ে গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে যারা অসচেন , তাঁদের মধ্যে অনেকে দক্ষিণ কলকাতায় কালীঘাটের কালীদর্শন করে উত্তর কলকাতায় বিদ্যাসাগরকে দর্শন করতে যেতেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগতির পুরোধা এই মানুষটিরও নিজের শেষজীবন অতীব মানসিক যন্ত্রণার হতাশার মাঝে একাকীত্বে কেটেছে।

কবি মানকুমারী বসু লিখছেন—১৪ই শ্রাবণ ১২৯৮—"আমি বেলা ৭টার সময়ে নিমতলার ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া যে হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিলাম তাহা ভাষায় বলিতে পারি না। দেখিলাম মানবজগতের এক প্রদীপ্ত সূর্য খসিয়া পড়িয়াছে......... বাংলার উচ্চ গৌরব ফুরাইয়াছে। দেখলাম অগতির গতি.........অনাথের বন্ধু আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় একজনমের মতো আমাদিগকে ফাঁকি দিয়াছেন"।

আগেরদিন ১৮৯১ এর ২৯ শে জুলাই বাংলা ১৩ই শ্রবণ। কলকাতার বাদুড়বাগান এলাকার এক বাড়িতে বিছানায় শায়িত রোগে যন্ত্রণায় কাতর উচ্চ অর্ধউন্মিলীত সপ্ততিপর বিদ্যাসাগ, নিজ ভাবনায় দৃঢ় যিনি অভিমানে বাইশ বছর আগেই স্বগ্রাম পরিবার, আত্মীয়পরিজন ছেড়ে চলে এসেছিলেন। শান্তির আশায় বেশ কিছুদিন কার্মাটোরে বাসের পর অগের মাসে মারণ কর্কট রোগে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বাদুড়বাগানের বাড়িতে ফিরেছেন, মাঝে কয়েকদিনের জন্য ফরাসডাঙায়। রোগের একটু বাড়াবাড়িতে ফরাসডাঙায় থাকা নিরাপদ না বোধ করায় তাঁকে বাদুড়বানের বাড়িতেই নিয়ে আসা হয়েছে।

১৮ই আষাঢ় থেকে কলুটোলার আব্দুল হাকিমের অধীনে চিকিৎসায় একটু উপশম হলেও দু'দিন পরে হিক্কা সঙ্গে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল।

২১শে আষাঢ় জ্বর একটু কমলেও হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল এবং আবার হিক্কা আরম্ভ হল। এরপরে হিক্কা বন্ধ হলেও প্রলাপ বকা চলল দু-তিন দিন।

২৪ শে আষাঢ় ডাক্তার বীরালাল বাবু ও ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু পরীক্ষার পর ২৫ শে ম্যাকোনেল এ ব্যাধি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় অসাধ্য অভিমত প্রকাশ করায় ২৬ শে থেকে ডাক্তার শালজার তত্ত্বাবধানে আবার চিকিৎসা আরম্ভ হল । তিনি বলেন, পাকস্থলীতে টিউমার পাওয়া গেছে। শালজার চিকিৎসায় প্রাথমিকভাবে উপশম হলেও পরে অবস্থার ক্রমশ অবনতি হতে লাগল।

১৩ই শ্রাবণ, ইংরেজি ২৯শে জুলাই, বিকেল থেকে জ্বর বৃদ্ধি পেতে থাকল। অর্ধচৈতন্য বিদ্যাসাগর দেওয়ালে টাঙানো মায়ের ছবির সামনে শায়িত, তাঁর দু'চোখ থেকে অঝোরে জলের ধারা। নাড়ির গতি ও শ্বাস গতি বৃদ্ধি পেতে লাগল রাত ন'টা থেকে। সবাই বুঝতে পারছিলেন শেষমুহূর্তে দূরে নেই। অবশেষে জুলাইয়ের মধ্যরাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা, একাত্তর বছর আগে বীরসিংহের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ভূমিষ্ঠ এই মহাপ্রাণের জীবনদীপ নির্বাপিত হল।

রাত আড়াইটে নাগদ শেষ নিঃশ্বাস পড়ার পূর্ব মুহূর্তে বিপত্নীক এই মৃত্যুপথযাত্রী একবার চোখ মেলে দেখেছিলেন পায়ে কাছে বসা প্রায় উনিশ বছর আগে ত্যাজ্যকৃত পুত্র নারায়ণকে।

সমাজ সংস্কারে নিজ ভাবনাচিন্তা ও কর্ম পদ্ধতিতে অবিচল আস্থাবান তিনি অভিমানে বাইশ বছর আগেই চিরতরে পরিত্যাগ করে চলে এসেছিলেন স্বগ্রাম, পরিবার, আত্মীয়পরিজন। যোগাযোগ থাকলেও আর কখনো ফিরে যাননি। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যে দুটি বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল তা হল---'দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ,তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব'।

বিনায় ঘোষের কথায় —জীবনে ধর্ম বা ঈশ্বর নিয়ে বিদ্যাসাগর বিশেষ চিন্তা করেননি......মানুষ ও সমাজই ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বর'।

তবু দুর্ভাগ্য ও পরিতাপের হলেও এ সত্য যে এর পরেও দ্বিশতজন্মশতবর্ষের প্রাক্কালে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে তাঁর মূর্তিভাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় প্রেক্ষিত বিচারে অমনোযোগী ধারণায় কটাক্ষ ওঠে 'প্রাইমার রচনার মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কৃতি পণ্ডিতেরা সেকালের বাংলায় ইংরেজেদের সহযোগিতায় ইউরোপীয় আধুনিকতা ও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের নৈতিকতার মিশেল করে এক আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর জন্ম দেওয়ার বা দেড়শতাধিক বছর পূর্বে প্রণীত 'বর্ণপরিচয়ে'র নীতিগল্পমালায় চরিত্রগুলির নাম নির্বাচনে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা না থাকার কারণে।

আবার বিদ্যাসাগর অধ্যক্ষ থাকাকালীন সিপাহী বিদ্রোহের সময় সংস্কৃত কলেজে কোম্পানির সৈন্যসামন্ত শিবির করে থাকার অসম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয় একুশ শতকের 'আধুনিক শিক্ষিত' বাংলারি একাংশও। হ্যাঁ পাঁচ দশক আগেও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নামে আরেকদল পণ্ডিতদের 'পুনর্মূল্যায়ন' তত্ত্বানুসার তাঁর মূর্তির গলা কাটা হয়েছিল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অন্য নীলকণ্ঠের সন্ধানে

অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সহস্র বছরব্যাপী মানবসভ্যতার সর্বকনিষ্ঠ উত্তরাধিকারী আমরা। কত যে মহামারি যুদ্ধ দুর্যোগ পেরিয়ে তবেই এই অস্তিত্বরক্ষা, ইয়ত্তা নেই। প্রস্তাবযুগ থেকে আজ অব্দি, বিজ্ঞান -ধর্ম-মহাকাব্য-দর্শন প্রভৃতির বিপুল বিস্ময়ে স্থবির জঙ্গল আমাদের হৃদযন্ত্র। বর্তমানেও এক অন্য মানবেতিহাস নির্মাণের দরজায় টোকা দিচ্ছে সময়। ভবিষ্যৎ একে চেতনাস্তরের কোন আসন দেবে, এখনই বলা যাচ্ছে না, কেননা প্রবহমানতার কোন বিন্দুতে আমরা দাঁড়িয়ে কেউ জানে না। এখন শহরতলি নয়, শুধু গ্রামেগঞ্জে ঘরে ঘরে অন্যমুখ সব-মুখোশের আড়ালে, স্যানিটাইজেশনের বর্মতলে। বড় বিপদের দিন যে সমাগত। পৃথিবীব্যাপী যেন ছড়িয়ে পড়েছে নয়া গরলকণিকার স্ফুলিঙ্গ। অথচ কিছুদিন আগেই তো আদিবাসী মেয়ের দল হেসেখেলে কাঠ কুড়োতে গেছিল বনে, গৃহিণী দেখিয়েছিল সন্ধ্যাপ্রদীপ, বাজিয়েছিল মঙ্গলকামী শাঁক, পাড়ার দাওয়ার বসে আড্ডা দিয়েছিল কত লোকজনে---সকলেই আজ আশঙ্কায় ও আতঙ্কে গৃহবন্দি। এই যে আমাদের শহর কলকাতা, যতই হোক কংক্রিট পাথরের বহুতল নির্মিত তাতেও যে একটি টবে দুলেছিল কয়েকটি তুলসী চারা , সে কথাও কি বিস্মরণের। অথচ নভেল করোনার দাপটে সব বদলে গেছে বিগত কয়েকটা মাসে। সমস্ত ব্যবস্থার শতধাচ্ছিন্ন শামিয়ানা লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে। এখন কে গ্রহণ করবে এই একুশ শতকীয় বিষ, অমৃত সন্ধানে ব্রতী বিজ্ঞানীদেরকে হবে নীলকণ্ঠ? কোন পরমেশ্বরের পদযুগল বক্ষে ধারণ করব আমরা আজ?

পরিত্রাতা হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কেউ স্বীকার করেন, কেউ করেন না। কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে ধর্ম যে একটি গভীর সাদৃশ্যকল্পে একীভূত হয়ে গেছে বহুদিন, একথা অনস্বীকার্য। হোক না, 'হিন্দু' একটি পার্সিয়ান শব্দ---একটি অন্য ভৌগোলিক জাতিসত্তার আধার। হোক না 'ইন্ডিয়া' বা 'ইন্ডিয়ান' একটি গ্রিক কিংবা ল্যাটিন শব্দগত অভিযোজন। তবুও 'ভারত' নামের যে ভৌগোলিক পরিসরে আমাদের আত্ম পরিচয় তাতে জাতীয়তাবাদের নিরিখে হিন্দুত্ববাদের গুরত্বকে অস্বীকার করা যায় না। হিন্দুত্ববাদের যদি [illegible] তবে ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যেরও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। তবে অপরাজিতা পুষ্পার্ঘ নিবেদিত নীলকণ্ঠের উৎস সন্ধানে গেলে যে হিন্দুত্বের সাক্ষাৎ মেলে সেই মহাবিশ্বরূপের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কিন্তু আখলাখ থেকে পালঘর কোনো কিছুরই মিল পাওয়া যায় না। একটি জনজাতির আদিম জীবনরীতি থেকে সভ্যতম জীবনে পৌঁছনোর উন্মেষপর্ব হল হিন্দুত্ব, যার আবহগাত্রে খোদিত আছে সত্যপতযাত্রী একটি অতিপ্রাকৃত অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনের পারস্পরিক স্মৃতিচিহ্ন। ভৌগোলিক প্রতিস্পর্ধা থেকে ঐতিহাসিক অভিযোজন—এই তো আমাদের শিকড়গাথা। বেদের ৩৩ কোটি অর্থাৎ ৩৩ প্রতারের (১২ আদিত্য, ৮ বসু, ১১ রুদ্র ও অন্য দুই বিশ্বদেব ও মরুৎ ঃ থেকে পুরাণের ৩৩ কোটি অর্থাৎ ৩৩০ মিলিয়নের আবর্তে অন্তর্নিহিত আছে একটি অকল্পনীয় ঐতিহ্য। আর সেই ধারাবাহিকতার প্রজ্ঞায় অন্তর্ধান করলে, যে প্রাচীন জ্ঞানবৃক্ষের অক্ষর ধামে আপতিত হওয়া যায়, সেখানে নীলকণ্ঠের পরিচয় শুধুমাত্র গরল সেবনকারী কোনো ব্যঘ্রচর্ম পরিহিত ভস্ম আবরণভূষিত জটাজুটধারী সাধারণ রক্ষাকর্তার নয়, বরম দেবাদিদেব, পিনাকপাণি, ঈশ্বরদের ঈশ্বর মহেশ্বর সর্বশক্তিমানের।

খ্রিস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উচ্চ মেসোপটেমিয়ায় মিতান্নিরাজ প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ আজকের ভারতবর্ষ থেকে প্রায় ৫ হাজার কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে তুর্কিদেশের বোগজকই অঞ্চল। তৎকালে 'হুরিয়ান' নামের একটি ধর্ম ছিল আপন অস্তিত্বে অবিচল। আজও গেলে খুঁজে পাওয়া যায়। ইয়াজিলিকিয়া নামের একটি প্রস্তর নির্মিত অরণ্য। সেখানে আছে প্রায় ৬৬টি দেবদেবীর প্রস্তর গঠন আর তাদেরই কেন্দ্রস্থলে আছে দুটি বৃহৎ মূর্তি ধরে নেওয়াই যায়, সেই দুটি দেবতাই সর্বোচ্চ অবস্থানের। একজনের নাম টেশাব (অর্থাৎ ঝড় প্রলয়ের দেবতা, যিনি বৃষপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান এবং হস্তে ত্রিশলাকা অস্ত্র। অন্যজন হেপাট (বা হেবাট) যিনি টেশাবের সহধর্মিনী, সিংহবাহিনী, সঙ্গে আছে পুত্র শরুমা। আর এইখানেই যেন আমাদের শিব-পার্বতী-কার্তিক এশিয়া মাইনর থেকে মেসোপটেমিয়া হয়ে ভারতবর্ষের অভিপ্রয়াণ করেন, অন্তরালে থেকে যায় এক রহস্যময়ী ইতিহাসগাঁথা ভুললে হবে না যে, পুরাশাস্ত্র, ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তি অর্চনা তিনটির মধ্যে সূক্ষ্ম কিন্তু ভিন্ন মন্সতর অনুকম্পিত হয়। বিশেষ করে ভারতে, নীরদবাবুর মতে, যেখানে গিয়ে সব মিলে গেল বলে প্রতিভাত হতে শুরু করে ঠিক সেখানেই ধর্মবিশ্বাস এসে পুরাশাস্ত্রকে অস্বীকার করে এবং ভক্তি অর্চনা পরিত্যাগ করে পুরাশাস্ত্র এবং ধর্মবিশ্বাস দুটোকেই। প্রকৃতিপ্রস্তাবে, বাস্তব জীবনের অভিঘাতেই নির্মিত হয় ইতিহাস, এটাই যথার্থতা। কিন্তু যখন ইতিহাসরক্ষার মতো কোনো ধ্যানধারণার উদ্ভব হয়নি, তখন সেটাই পুরাশাস্ত্রে নানা গল্পকথার আঙ্গিকে নিজেকে বিস্তার করেছে। শ্রুতিই যদি ইতিহাসপ্রবাহের অনুশাসন হয়, তবে সেটাও যে স্মৃতির রূপকল্পে ভিন্ন মানসিক অভিব্যক্তির ধারা কিঞ্চিৎ বহন করবেই। এটি জটিলতম চক্রের গোলকধাঁধায় সত্যকে মূর্তিশিল্পের অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে কখনো একেশ্বরবাদী, কখনো বহুরূপে বিদ্যামান অদ্বৈতবাদী আবার কখনো বহুশ্বরবাদের সুতিকাগৃহে ঘরপাক খেতে হয় অল্পবিস্তর। মহাভারত যোড়শমহাজনপদের লড়াই নাকি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কল্পনা-কোনটাকে মানুষ আশ্রয় করবে সেটা মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ইতিহাসচেতনার ভিত্তিভূমিকার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। একইভাবে, ইরান (যার অর্থ আর্যভূমি) দেশে রয়ে যাওয়া আর্যদের সঙ্গে পরবর্তীকালে ইন্দো-আর্যদের সঙ্গে পরবর্তীকালে ইন্দো আর্যদের যে বিরোধমূলক ইতিহাসস্বীকার আখ্যান তাকে সাধারণজন, ভারতবাষীয় শিবের উত্থানগাথার প্রাকার হিসেবে দেখবে নাকি আহুরা মাজদা'র অভ্যুত্থানে বহুত্ববাদের বিনাশে দেব অসুরের পুরাগল্প হিসেবে দেখবে, সেই স্বাতন্ত্রেও নির্ভর করে অনেককিছুই। কিন্তু বাস্তবতার সুখযাপন হল এটাই যে এশিয়া মাইনর বা হিটেটিটি থেকে বৈদিক রুদ্রদেবের ধারণাকল্পে সম্পূর্ণ বিষয়টা কোথাও না কোথাও গিয়ে এক এবং অন্যতম সত্যেরই উদ্‌যাপন করে ফেলে ক্রমে ধীরে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার টিবিএসই ওয়েবসাইট উদ্বোধনে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

করোনা-সুযোগে অতিসক্রিয় অসাধুচক্র, মাত্রাতিরিক্ত দ্রব্যমূল্য ! দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কথা বিবেচনা করে ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ প্রদীপের

শিলচর (অসম), ৩০ জুলাই (হি.স.) : বর্তমান করোনা অতিমারির সুযোগে অতি-সক্রিয় হয়ে উঠেছে অসাধু ব্যবসায়ী চক্র। মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রব্যমূল্য। ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন গরিব অসহায় মানুষ। তাই গরিব লোকজনদের কথা বিবেচনা করে ওই সমস্যা সমাধানে বিহিত ব্যবস্থা নিতে কাছাড়ের জেলাশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আকসা-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়। এক প্রেস বার্তায় এই খবর দিয়ে দত্তরায় জানান, বর্তমান করোনা অতিমারির ফলে সামগ্রিক পরিস্থিতি বেসামাল হয়ে উঠেছে। দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ইতিমধ্যে ১৪ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। একদিকে করোনার সঙ্গে লড়াই করছেন সাধারণ মানুষ, আন্যদিকে আর্থিক সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন অসহায় লোকজন। তার উপর বর্তমানে প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দামও বেড়েছে প্রচুর। গরিব ও নিম্নবিত্তের মানুষ বাজারে গিয়ে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধিতে নাজেহাল হচ্ছেন। এছাড়া একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী এমনিতেই সুযোগ বুঝে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই করোনা পরিস্থিতির সুযোগে তথাকথিত কলোবাজারিরা বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়ে যেন লুটপাট শুরু করেছে। এছাড়া করোনা ভাইরাসের উপর দায় চাপিয়ে পরিবহণের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। যদিও দিব্যি এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ট্রেন-ট্রাক সবকিছু ছুটে চলেছে। ফলে জোগানের সংকট থাকার কথা নয়। আনলক পর্বে উৎপাদন শুরু হয়েছে কৃষিকাজও। তা হলে বাজারে জিনিসপত্রের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে কেন? আসলে অনেকেই নানাভাবে পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছেন, সবজির বাজারে আগুন, প্রতি কিলো পটল ৪০ টাকা, ঝিঙে ৫০ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৪০ টাকা, বেগুন ৩০ টাকা, টম্যাটো ৮০ থেকে ১০০ টাকা, কাঁচালঙ্কা ১৫০ টাকা প্রতি কিলো। আলু তো কবেই ক্ষেত থেকে তুলে হিমঘরে মজুত রাখা হয়েছে, এবার ফলনও খারাপ হয়নি। তা হলে সেই আলুর দাম কেন এত বৃদ্ধি পেল? প্রশ্ন করেছেন প্রদীপবাবু।

তিনি জেলাশাসককে জানান, হিমঘরগুলিতে প্রচুর আলু মজুত থাকা সত্ত্বেও ৩৫ থেকে ৪০ টাকার নীচে আলু মিলছে না। তার পেছনে রয়েছে একশ্রেণির ব্যবসায়ীর ষড়যন্ত্র। হিমঘর থেকে খুচরো বাজার হয়ে সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছনো পর্যন্ত এই মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু সবজি কেন, মাছ-মাংসের দামেও অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়েছে। তিনি লিখেছেন, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ, টাস্কফোর্স রয়েছে। তবুও কোনওকিছুর লাগাম নেই। সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন মূল্যবৃদ্ধির চাপে পিষ্ট হচ্ছেন। লকডাউনের প্রথমদিকে যোগানের সংকট দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। তবুও যারা মুনাফা লুটার জন্য জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কেন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না প্রশাসন।

আকসা-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায় এ ব্যাপারে কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এই কীর্তি জল্লি হাইলাকান্দিতে জেলাশাসক থাকাকালীন যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। হাইলাকান্দিতে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে একনিষ্ঠভাবে কাজ করায় বরাক উপত্যকার জনগণের ভরসা রয়েছে লাগামছাড়া জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে বিহিত ব্যবস্থা নেবেন তিনি। কিন্তু জনগণের আশাভরসা হতাশায় পরিণত হয়েছে। প্রদীপবাবু প্রশ্ন তুলে বলেন, কোথায় টাস্কফোর্স, কোথায় তদন্ত কমিটি? এদের সক্রিয় রাখার জন্য ডিসি মহোদয় কেন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিচ্ছেন না? তাই প্রদীপ দত্তরায় সাধারণ মানুষের দুর্দশার কথা বিবেচনা করে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলাশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

কাছাড়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ, আক্রান্ত ২৯ জন পুলিশ কর্মী, উদ্বিগ্ন প্রশাসন

শিলচর (অসম), ৩০ জুলাই (হি.স.) : করোনার করাল গ্রাসে পড়েছে দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকা। প্রতিদিন ঊর্ধগামী হচ্ছে কোভিড আক্রান্তের গ্রাফ। কাছাড় জেলার পরিস্থিতি প্রায় নিয়ন্ত্রণহীন বলেও মনে করছেন অনেকে। কেননা, সাধারণ নাগরিকদের পাশাপাশি এখন পর্যন্ত কাছাড় পুলিশের বিভিন্ন স্তরের ২৯ জন কর্মী করোনার কবলে পড়েছেন। গতকাল একদিনে জেলার ৬ জন ফায়ার ব্রিগেড কর্মীর শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে।

কাছাড়ের পুলিশ সুপার বানোয়াড়লাল মিনা জানিয়েছেন, এতজন পুলিশ কর্মী এবং ফায়ার ব্রিগেড কর্মচারী পজিটিভ হওয়ার বিষয়টা কিছু হলেও ভাবনার ব্যাপার। তবে পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিহিত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। এদিকে আজ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত প্রথম তালিকায় কাছাড়ে ২৫ জন করোনায় সংক্রমিত বলে ধরা পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে উত্তর কৃষ্ণপুরের ছয়জন। তাদের মধ্যে চারজনই শিশু। কারও বয়স ৩ বছর, কারও ৮ থেকে ৯। শিলচর ডাকঘরেও তিনজন আক্রান্ত হয়েছেন বলে তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। তিনজন আক্রান্ত হয়েছেন জানিগঞ্জের বাসিন্দা। আথালবস্তির দুই, মেহেরপুর সিডি হোমের দুই বাসিন্দার ওপর থাবা বসিয়েছে কোভিড-১৯। তাঁদের মধ্যে একজন পুরুষ এবং অন্যজন মহিলা। মহিলাটি আবার অন্তঃসত্ত্বা। খুব শীঘ্র তাঁর প্রসবযন্ত্রণা হতে পারে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে।

বুধবার পর্যন্ত বরাক উপত্যকায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২,৫৩৬। সক্রিয় কোভিড রোগী ১,০০৮ জন। এর সঙ্গে এখন পর্যন্ত করোনা মুক্ত হয়েছেন ১,৫২৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের। বুধবার বরাকের তিন জেলায় আক্রান্ত হয়েছিলেন মোট ১১২ জন। তাঁদের মধ্যে কাছাড়ে ৮২ জন, হাইলাকান্দিতে ১৭ জন এবং করিমগঞ্জে ১৩ জন। ডিসচার্জ করা হয়েছে ৬১ জনকে। তাঁরা কাছাড়ের ২৪, হাইলাকান্দির ৩১ জন এবং করিমগঞ্জের ৬ জন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, অভিযোগ খুনের

সাগর, ৩০ জুলাই (হি. স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর থানার অন্তর্গত ঘোরামারা দ্বীপের হাটখোলা এলাকায় এক বিজেপি কর্মী তথা স্থানীয় বুথ সম্পাদক গৌতম পাত্রের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়।

বৃহস্পতিবার সকালে উদ্ধার হয় গৌতমের ঝুলন্ত মৃতদেহ। এলাকার বিজেপি নেতাদের দাবি বাড়ি থেকে তুলে এনে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে গৌতমের দেহ। যদিও বিজেপির এই অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন স্থানীয় বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা। পুলিশ ও স্থানীয় ত্রের খবর, গত কয়েকদিন আগে স্থানীয় এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে গৌতমের বিরুদ্ধে। সেই কারনে এলাকায় শালিশি সভা বসানো হয়েছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। বিজেপির দাবি ঘোড়ামারা দ্বিপে আমপান নিয়ে দুর্নীতির প্রতিবাদে যে আন্দোলন চলছে তার প্রথম সারিতে রয়েছে গৌতম। কিছুদিন আগে এ বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও ও করেছিল বিজেপি। সেখানেও গৌতম নেতৃত্ব দিয়েছিল। সেই কারনে পরিকল্পিত ভাবে গৌতমকে বদনাম করা হয়। সেই কারনে খুন ও করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব।

দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস বলেন, “ পরিকল্পনা করেই খুন করা হয়েছে আমাদের দলের সক্রিয় কর্মীকে। এর পিছনে তৃণমূলের হাত রয়েছে। আমরা এ বিষয়ে সঠিক তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি”। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করে সাগরের বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা বলেন, “ সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। এই ঘটনায় তৃণমূলের কোন হাত নেই। তৃণমূলকে বদনাম করার জন্যই বিজেপি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে”। এদিন সকালে সাগর থানার পুলিশ যখন ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে মৃতদেহ উদ্ধার করতে যান তখন এলাকার বিজেপি কর্মীরা বাধা দেয়। পুলিশ মৃদু লাঠি চার্জ করে দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। বৃহস্পতিবার বিকেলে গৌতম পাত্রকে খুনের প্রতিবাদে সাগর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সাহস দেখিয়েছে মোদী সরকার নয়া শিক্ষানীতিকে স্বাগত জানিয়ে বললেন শশী থারুর

তিরুবন্তপুরম, ৩০ জুলাই (হি. স.): সাহস দেখিয়েছে মোদী সরকার, নয়া শিক্ষানীতিকে স্বাগত জানিয়ে টুইটারে একথা বললেন তিরুবন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। বৃহস্পতিবার তিনি টুইটারে লেখেন, আমি খুশি যে মোদী সরকার অবশেষে সেই সাহসটা দেখিয়েছে, যতই সেটা করতে ছ”বছর সময় লাগুক না কেন।” একইসঙ্গে একাধিক প্রশ্নচিহ্নও তুললেন।

বৃহস্পতিবার একাধিক টুইটবার্তায় ইউপিএ-২ জমানায় মানবসম্পদ ও উন্নয়নের রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ”মানবসম্পদ ও উন্নয়ন মন্ত্রকে আমার সময় থেকেই ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিকে সংশোধন করে একবিংশ শতাব্দীতে আনার পক্ষে তদ্বির করেছিলাম।

আমি খুশি যে মোদী সরকার অবশেষে সেই সাহসটা দেখিয়েছে, যতই সেটা করতে ছ”বছর সময় লাগুক না কেন।”

অপর একটি টুইটবার্তায় কংগ্রেস সাংসদ বলেন, ‘রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্কের ঘোষিত নয়া শিক্ষানীতির যতটা আমরা দেখেছি, তাকে স্বাগত জানানোর যথেষ্ট পরিসর আছে।

আমরা কয়েকজন যে সুপারিশ করেছিলাম, তার অনেকগুলিই নেওয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।’ তবে কী কারণে সেই শিক্ষানীতি আগে সংসদে পেশ করা হয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস সাংসদ। থারুরের বক্তব্য, উদ্যোগ ভাল হলেও মূল বিষয়টি হল সেগুলির প্রণয়ন। আর সেখানেই খামতি থেকে যায়। তিনি বলেন, ”যেমন শিক্ষায় জিডিপির ছ”শতাংশ বরাদ্দের সিদ্ধান্ত প্রথম নেওয়া হয়েছিল ১৯৪৮ সালে।

প্রতিটি সরকার সেই লক্ষ্যমাত্রা নেয় এবং যা নিজের অর্থ মন্ত্রকের বিরুদ্ধে হয়ে যায়।

গত ছ”বছরে শিক্ষাখাতে মোদী সরকারের বরাদ্দ ক্রমশ নিম্নমুখী হয়েছে, তাহলে তা কীভাবে ৬ শতাংশে পৌঁছাবে?”

একইসঙ্গে নয়া শিক্ষানীতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে থারুর বলেন, ”সার্বিকভাবে, আমার উদ্বেগ হল, নয়া শিক্ষানীতিতে কেন্দ্রীয়করণের জোরালো প্রবণতা, কম সম্ভাবনার সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখা গিয়েছে এবং না বলা একটা কথা ফুটে উঠেছে যে অধিকাংশ বিষয় পূরণ করতে পারবে বেসরকারি ক্ষেত্র। যা (শিক্ষার) খরচ বাড়াবে এবং অনেক সুযোগ গরিবদের সামর্থ্যের বাইরে চলে যাবে।”

এখন থানায় যেতে ভয় পান না মানুষ, অভিযোগ পেলেই ব্যবস্থা নেয় পুলিশ, দাবি মুখ্যমন্ত্রী সনোয়ালের

মাজুলি (অসম), ৩০ জুলাই (হি.স.) : বিগত সাড়ে চার বছরে অসম পুলিশে কর্মসংস্কৃতির নয়া বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। জনতা এখন নির্ভয়ে থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে রাজ্যের থানাগুলিতে পুলিশের কাছে যেতে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন। আজ সেই পরিবেশ নেই। এখন পুলিশ ও সাধারণ নাগরিকের মধ্যে সেই ভীতি কেটে সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলেই এই পরিবেশ গড়ে উঠেছে। বক্তা মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। বৃহস্পতিবার তাঁর নির্বাচন ক্ষেত্র মাজুলির গড়মুড় থানার নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ।

সাংসদ প্রদান বরুয়া, দুই বিধায়ক বিমল বরা ও ডা. রণোজ পেগু, রাজ্যের পুলিশ-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত, মাজুলি গ্রামরক্ষী বাহিনীর সভাপতি, অসম পুলিশের গৃহ নির্মাণ পরিষদের চেয়ারম্যান অরবিন্দ কলিতা, জেলাশাসক বিক্রম কৈরি, পুলিশ সুপার অপর্ণ নটরাজন প্রমুখকে পাশে নিয়ে লালফিতা কেটে, প্রদীপ প্রজ্বলন করে মৈত্রী’ প্রকল্পের অধীনে নবনির্মিত থানা ভবনের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রদত্ত ভাষণে রাজ্য পুলিশের ভূয়সী প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকাল থানায় কোনও অভিযোগ দাখিল হলে সঙ্গে সঙ্গে তৎপরতার সঙ্গে বিধি বলে মামল রুজু করে তদন্তে নেমে ক্ষীপ্রতার সঙ্গে ব্যবস্থা নেন পুলিশের কর্মকর্তারা। গত কয়েক বছরে তাঁর আমলে পুলিশ ও আদালতের মধ্যে যথেষ্ট কর্মসম্পর্ক উন্নত হয়েছে। ফাস্টট্র্যাক কোর্টের মাধ্যমে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে দোষীদের শাস্তির প্রক্রিয়া এখন সম্ভব হয়েছে। সেজন্য পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রেখে পুলিশকেও সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে জনসাধারণের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, গত ২০১৬ সাল, যেদিন থেকে তাঁর দল রাজ্যের ক্ষমতায় এসেছে, সেদিন থেকে জনসাধারণের জীবন-সম্পত্তি সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদানে অসম পুলিশ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। পুলিশকে আরও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে হলে তাঁদের সেই পরিবেশও দিতে হবে। তাই মৈত্রী’ প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের জরাজীর্ণ থানাবাড়িগুলিকে আধুনিকীকরণ করছে সরকার। বলেন, গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত ডিজিপি সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্মার্ট-পুলিশ গঠনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন সাকার করতে ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার বেশ কয়েকটি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ফুয়াদ হালিমের চিকিৎসায় তিন সদস্যের চিকিৎসকদের দল গঠন

কলকাতা, ৩০জুলাই (হি. স.): প্রবল জ্বর এবং শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ হাসিম আবদুল হালিমের পুত্র ফুয়াদ হালিম। যদিও বেশ কিছু দিন আগেই তিনি নিজের ফেসবুকে করোনা আক্রান্ত হননি বলে জানিয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই দুবার করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে তাঁর। সেই রিপোর্ট এসে নেগেটিভ। তবে শ্বাস কষ্ট না কমায় ফের একবার আজকে বৃহস্পতিবার তাঁর নমুনা পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর,ফুসফুসে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছে তাঁর। তাই বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাঁকে। তাঁর উন্নত চিকিৎসার জন্য তিন সদস্যের মেডিকেল বোর্ড তৈরি করা হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে, আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা ভালো নেই। জ্বর এবং শ্বাসকষ্ট থাকায় তাঁর দু”বেলা খেতে অসুবিধা হচ্ছে। শরীরে অক্সিজেনের মাত্রাও কমতে শুরু করেছে। কোরোনা ভাইরাসের সংক্রমণের সময় তিনি বিনা পয়সায় নিয়মিত দুস্থদের চিকিৎসা করেছেন। মাত্র ৫০ টাকায় অসুস্থ রোগীদের ডায়ালিসিস করেছেন নিজস্ব হাসপাতালে সিপিআইএমের চিকিৎসক সংগঠনের এই নেতা।

দেশের ১৬ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৬৪.৪ শতাংশের বেশি

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি. স.): দেশে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হার বেড়ে চলেছে। এপ্রিলে যেখানে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ছিল ৭.৫৮ শতাংশ সেখানে জুন মাসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪.৪ শতাংশের বেশি। বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি রাজেশ ভূষণ একথা জানিয়েছেন।

এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন দেশের ১৬ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সুস্থ হয়ে ওঠার গড় জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি। এরমধ্যে রয়েছে দিল্লি। যেখানে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৮৮ শতাংশ, লাদাখ ৮০ শতাংশ, হরিয়ানা ৭৮ শতাংশ, অসম ৭৬ শতাংশ, তেলেঙ্গানা ৭৪ শতাংশ, তামিলনাড়ু ৭৪ শতাংশ, গুজরাট ৭৩ শতাংশ, রাজস্থান ৭০ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশ ৬৯ শতাংশ, গোয়া ৬৮ শতাংশ। গোটা দেশে করোনা মৃতের হার কমে দাঁড়িয়েছে ২. ২১ শতাংশে।হার্ড ইমিউনিটি কখনওই বিকল্প রণনীতি হতে পারে না।গোটা বিশ্বের নিরিখে করোনায় সবথেকে কম মৃত্যু হয়েছে ভারতে। দেশের ২৪ রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মৃতের হার জাতীয় গড়ের থেকেও কম। অসম, কেরল, ছত্রিশগড়, হিমাচল প্রদেশ, বিহার, গোয়া, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা মৃতের হার এক শতাংশেরও কম।

কাছাড়ে বাজেয়াপ্ত মণিপুরগামী ওষুধ বোঝাই গাড়িতে আটশো কার্টুন মদ, ধৃত এক

শিলচর (অসম), ৩০ জুলাই (হি.স.) : মণিপুরগামী ওষুধ বোঝাই ট্রাক থেকে ৮০০ কার্টুন বিদেশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মদের কার্টুন বাজেয়াপ্ত করেছে কাছাড়ের জিরিঘাট ফাঁড়ির পুলিশ। ট্রাকে মুলত ওষুধের চালান ছিল। কিন্তু বাইরের দিকে কয়েকটি ওষুধের কার্টুনের সারি রেখে ভিতরে মদের কার্টুন পাচার করছিল অসাধু ব্যবসায়ী।

জিরিঘাট ফাঁড়ি ইনচার্জ প্রণব কুমার ডেকা জানান, অসম-মণিপুর সীমান্তবর্তী জিরিঘাট চেকগেটে রুটিন মাফিক তালাশি চালাচ্ছিলেন তাঁরা। সে সময় গুয়াহাটি থেকে আগত এএস ০১ কিউ ৬৯৩৩ নম্বরের লরিটিকে সন্দেহের বশে তার কাগজপত্র যাচাই করেন। চালকের কাছে মজুত ছিল ওষুধের চালান। তা দেখিয়ে গেট পার করার চেষ্টা করেছিল চালক।

এত ওষুধ দেখে তালাশিকারী পুলিশ দলের সন্দেহ হয়। লরিতে উঠে তালাশি করে দেখেন উপরে এক স্তর ওষুধের কার্টুনের নীচে অসংখ্য বিদেশি মদের কার্টুন। হিসাব করে তাঁরা উদ্ধার করেন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোট ৮০০ কার্টুন মদ। ইনচার্জ প্রণব কুমার ডেকা আরও জানান, লরিটি মণিপুর যাচ্ছিল। পুলিশ অফিসার জানান, মদের কার্টুন সহ লরি চালক বসন্ত সিংহকে আটক করা হয়েছে। খবর দেওয়া হয়েছে আবগারি দফতরকেও।

উত্তরপ্রদেশ ও কেরলে রাজ্যসভার একটি করে আসনে নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি. স.): উত্তর প্রদেশ এবং কেরলে রাজ্যসভার একটি করে আসনের জন্য নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এই দুই আসনে থাকা সাংসদদের অকালপ্রয়াণ এর ফলে আসন দুটি খালি হয়ে গিয়েছে। তাই নির্বাচন করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই দুটি আসনের জন্য আগামী ২৪ আগস্ট ভোটগ্রহণ হবে বলে জানা গিয়েছে।নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে উত্তরপ্রদেশের সাংসদ বেনি প্রসাদ বড়মার অকাল প্রয়াণে কারণে আসনটি খালি হয়ে যায়। তার কার্যকাল ২০২২ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ছিল।

অন্যদিকে, কেরলে সংসদ বীরেন্দ্র কুমারের প্রয়াণে র ফলে আসন খালি হয়ে যায়। তার কার্যকাল ২০২২ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ছিল। ওই দুই আসনে কে জিতল তার ফলাফল ওইদিনই জানা যাবে।ওইদিনই অন্ধ্রপ্রদেশের বিধান পরিষদের একটি আসনের জন্য উপনির্বাচন হবে।

ফের বেহালায় ৮ ঘণ্টা বাড়িতে পড়ে বৃদ্ধার মৃতদেহ

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি স): ফের কলকাতায় অমানবিকতার অভিযোগ। দীর্ঘ আট ঘন্টা বাড়িতে পড়ে রইল বৃদ্ধার মৃতদেহ। করোনা আতঙ্কে সাহায্যে এগিয়ে এল না কেউ। বৃহস্পতিবার এই ঘটনার সাক্ষী থাকল বেহালা। দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। যত সময় বাড়ছে ততোই বাড়ছে করোনা আতঙ্ক। করোনা আতঙ্কে বর্তমানে মানুষ হয়ে গেছে অত্যন্ত স্বার্থপর। সেই ঘটনাই আরও একবার প্রমাণ করল বেহালা। দীর্ঘ আট ঘন্টা ধরে বেহালায় বাড়িতে পড়ে রয়েছে এক বৃদ্ধার মৃতদেহ। স্থানীয়দের অভিযোগ ওই বৃদ্ধা করোনা আক্রান্ত কিনা তা কেউ জানে না। আর তাই সেই আতঙ্কে কেউ তাকে সাহায্য করতে এগোয়নি। দীর্ঘ আট ঘন্টা পড়ে থাকার পর পরবর্তীকালে প্রশাসনের তরফে সৎকারের ব্যবস্থা করা হয় ওই বৃদ্ধার।

দেশের মোট আক্রান্তের ৮০ শতাংশই রয়েছে ৫০ টি জেলায়, জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি. স.): ভারতের গোষ্ঠী সংক্রমনের তথ্য ফের অস্বীকার করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি রাজেশ ভূষণ। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে নবান্নে দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্র সচিব আলাপান বন্দ্যপাধ্যায় দাবি করেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু ক্ষেত্রে গোষ্ঠী সংক্রমণ হয়েছে। এর আগে কেরল ও গুটি কতক রাজ্য একই দাবি করেছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজেশ ভূষণ জানিয়ে দিয়েছেন ভারতে গোষ্ঠী সংক্রমণ এখনও হয়নি।তিনি আরো জানিয়েছেন গোটা দেশে ৭৩৯ জেলার মধ্যে কেবলমাত্র ৫০ টি জেলয় দেশের মোট করোনা আক্রান্তের ৮০ শতাংশ রয়েছে। এখানে লোকাল ট্রান্সমিশন দেখা গিয়েছে। এর মধ্যেও করোনা আক্রান্তের উৎস ৭২ ঘন্টার মধ্যে খুঁজে বের করা হয়েছে। গোটা দেশে বসবাসকারী ১৩৮ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে কেবলমাত্র পঞ্চাশটি জেলায় দেশের আক্রান্তের ৮০ শতাংশ রয়েছে। এছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি জেলায় ও শহরে করোনা ছড়িয়ে পড়েছে। এটাকে এখনো গোষ্ঠী সংক্রমণ হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না।এই প্রসঙ্গে অযথা বিতর্ক না বাড়িয়ে প্রশাসনের পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা চলতে পারে।

আত্মঘাতী জনপ্রিয় মারাঠি অভিনেতা আশুতোষ বাকরে

মুম্বাই, ৩০ জুলাই (হি. স.) : ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ মিলল জনপ্রিয় মারাঠি অভিনেতা আশুতোষ বাকরে। মহারাষ্ট্রে নানাদেদ শহরে নিজের ফ্ল্যাটেই আত্মঘাতী হন তিনি। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে মানসিক অবসাদের কারণেই এমনটা করেছেন ৩২ বছর বয়সী এই অভিনেতা। বৃহস্পতিবার দেহ ময়ানতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই শোকস্তব্ধ মারাঠি ফিল্ম জগত।

জানা যাচ্ছে, বুধবার রাতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে নিজের ঘরে আত্মঘাতী হন অভিনেতা। পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়, আশুতোষকে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর বাবাই প্রথম দেখতে পান। এরপর খবর দিলে পুলিশের এসে দেহটি নিচে নামায়। যদিও কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়নি। তবে এটা নিছকই আত্মহত্যা নাকি পরিকল্পিত খুন সেটা তদন্ত করে দেখছে স্থানীয় পুলিশ।

নতুন শিক্ষানীতিকে স্বাগত জানালেন উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি. স.): নতুন শিক্ষানীতিকে স্বাগত জানালেন উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। ভাল শিক্ষাকে সুগম করে তোলার জন্য এই নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। এর ভিত্তি ভারতীয় হলেও আন্তর্জাতিক মানবতাবাদের জন্যে একান্ত ভাবে প্রাসঙ্গিক বলে জানিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিবৃতি জারি করে উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু জানিয়েছেন, নতুন শিক্ষানীতি কার্যকর করার যে পদক্ষেপ সরকার নিয়েছে তা স্বাগত যোগ্য।শিশু এবং যুবাদের মধ্যে ভাল শিক্ষাকে নিয়ে যাবার সুগম ব্যবস্থা করার এক ভালো পদক্ষেপ বলা চলে। নতুন শিক্ষানীতি মূলত বিদ্যার্থী কেন্দ্রিক। যেখানে শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে দেখা হয়েছে।আগামী দিনে এর মাধ্যমে ভারত একটি জীবন্ত জ্ঞানের সমাজ রূপে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে। এর ভিত্তি ভারতীয় সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পাশাপাশি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা পদ্ধতিকেও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। দেশের বৈচিত্রকে সম্মান দিয়ে এখানে মাতৃভাষা উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ তৈরি হবে পড়ুয়াদের মধ্যে।নতুন শিক্ষানীতিতে মানবীয় এবং নৈতিক মূল্যবোধ রয়েছে। যেখানে আগামী দিনে একজন পড়ুয়া প্রবুদ্ধ নাগরিক হিসেবে উঠে আসবে।

দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সরব চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি. স.): দেশের আর্থিক ব্যবস্থার বেহাল দশা নিয়ে কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দা সরব হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম।দেশের অর্থনীতি নিয়ে ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কেন্দ্র সেটা কবে মানবে ক্ষমতাসীন দল বিজেপি বলে জানিয়েছেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মেনে নেওয়া উচিত যে তার ব্যবস্থাপনায় অর্থব্যবস্থাকে স্বাভাবিক রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে দাবি করেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার নিজের টুইট বার্তায় পি চিদম্বরম লিখেছেন, দেশের আর্থিক সংকট ঘনীভূত আকার ধারণ করেছে সেটা কবে মানবে শাসক দল বিজেপি। এই ব্যর্থতার দায় কবে স্বীকার করবেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের সর্ববৃহৎ টেলিকম সংস্থা দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে। এই টেলিকম সংস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার কোন উদ্যোগ প্রশাসনের নেই। একইভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত বিমানসংস্থার ক্ষতির মুখে দাঁড়িয়ে তা নিয়েও চিন্তিত নয় কেন্দ্র। সরকার কবে এর থেকে প্রতিকারের পথ বের করবে।বিগত এক বছরে কয়েক লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এরমধ্যে দেশের সর্ববৃহৎ টেলিকম সংস্থা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত বিমানসংস্থার বেহাল দশার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়বে।কর্মহীন মানুষদের নিয়ে কি কখনও ভাবতে সরকার।যদি না হয় তো আত্মনির্ভর ভারতের সংজ্ঞাটা কি।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

ডায়াবেটিসে তুলসি পাতা উপকারিতা

তুলসি পাতার রসে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা নানা রোগ সারাতে দারুণ কাজ করে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুসারে তুলসি পাতা খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নতি ঘটে, সেই সঙ্গে নানা ধরনের সংক্রামণ হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। সেই কারণেই নিয়মিত তুলসি পাতা খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সুগারের সবথেকে বড় শত্রু। আর এই উপাদানটি বিপুল পরিমাণে রয়েছে তুলসি পাতায়। যদি প্রতিদিন সকালে খালি পেটে কয়েকটি তুলসি পাতা চেবানো যায়, তাহলে রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত কমতে শুরু করে। তবে এক সঙ্গে অনেক তুলসি পাতা খেয়ে নিলে কিন্তু হঠাৎ করে শর্করার মাত্রা কমে গিয়ে অন্য বিপদ হতে পারে। তাই সামান্য করে তুলসি পাতা খাওয়া উচিত।

শরীরে অ্যান্টি স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা স্বাভাবিক রাখতে তুলসি পাতা দারুণ কাজে দেয়। ফলে স্ট্রেস লেভেল কমতে শুরু করে। তুলসি পাতায় প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-স্ট্রেস এজেন্ট রয়েছে, যা রক্ত চলাচল বাড়িয়ে দেয়। ফলে শরীরে উপস্থিত নানা ক্ষতিকর উপাদানের শক্তি কমাতে থাকে, সেই সঙ্গে কমতে শুরু করে মানসিক চাপও।

হার্টের কর্মক্ষমতা বাড়ায় ইউজেনল নামে বিশেষ এখ ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে তুলসি পাতায়, যা রক্তচাপ এবং কোলেস্টরলের মাত্রাকে স্বাভাবিক রাখে এই দু'টি জিনিস নিয়ন্ত্রণে থাকলে হার্টের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। আপনি যদি কোনও রকম হার্টের রোগে ভুগে থাকেন তাহলে রোজ সকালে খালি পেচে কয়েকটি তুলসি বাতা বিবিয়ে খান। দেখবেন অল্প দিনেই সুস্থ হয়ে উঠবেন।ফুসফুসের ক্ষমতা বাড়ায়। কিছু গবেষণা থেকে জানা যায় তুলসি পাতায় উপস্থি ক্যাম্পেইনে, ইগোয়েনাল এবং সিনেওল নামক উপাদান, ফুসফুস সংক্রান্ত রোগের প্রকোপ কমানোর পাশাপাশি লাং-এর কর্মক্ষমতা বাড়তে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্রঙ্কাইটিসের মতো রোগের চিকিৎসাতেও তুলসি পাতা দারুণ ভাবে সাহায্য করে থাকে।

ক্যান্সার রোগকে দূরে রাখে। প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি কার্সিনোজেনিক প্রপাটিজ এবং অ্যান্টি-অক্সডেন্ট থাকায় তুলসি পাতা খেলে ক্যান্সার রোগও দূরে পালায়। একাধিক গবেষণা অনুসারে রোজ যদি তুলসি পাতা চিবিয়ে খাওয়া যায়, তাহলে ব্রেস্ট এবং ওরাল ক্যান্সারের সম্ভাবনা কমতে শুরু করে। ফলে নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আসঙ্কা কমে যায়। দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হয়। নান রকম ছোট বড় চোখের সমস্যা দূর করতে তুলসি পাতার কোনও বিকল্প নেই। ভিটামিন-এ'র ঘাটতির কারণে যে যে চোখের রোগ হয়, সেগুলির প্রকোপ কমাতে দারুণ কাজে আসে তুলসি পাতা কারণ তুলসি পাতায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিল এ রয়েছে।

জলপাই ফলের স্বাস্থ্যের উপকারিতা

জলপাই তার নানাবিধ স্বাস্থ্য উপকারিতার জন্য সুপরিচিত এবং এটি রান্নায় ও সৌন্দর্য কাজে ব্যবহার করা হয় ব্যাপকভাবে। কিন্তু জলপাই পাতা উপেক্ষিত থেকে গেছে। প্রাচীন মিশরে ওষুধ হিসেবে প্রথমব্যবহার করা হয় জলপাইপাতা এবং জলপাই পাতা ছিল স্বর্গীয় শক্তির প্রতীক. ১৮০০ শতকের গোড়ার দিকে জলপাই পাতার রস জ্বর কমাতে ব্যবহার করা হত। ১৮০০ শতকের মধ্যভাগে ম্যালেরিয়া নিরাময়ে চায়ের সাথে ব্যবহার করা হত এই রস। ১৯০০ শতকের প্রথম দিকে এর অ্যান্টিফাঙ্গাল, অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টিভাইরাল উপাদানের জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করে। বিভিন্ন গবেষণায় জলপাই পাতার ওষধি গুণাগুণ প্রমাণিত হয়েছে। জলপাই পাতায় অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, অ্যান্টি ইনফ্লামেটবি, অ্যান্টি ফাঙ্গাল, ও অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল উপাদান থাকে। এই ৪টি কারণে জলপাইপাতার রস আপনার ত্বককে স্বাস্থ্যকর তরুণ ও সুন্দর করে। জলপাই পাতার স্বাস্থ্য উপকারিতাগুলো হচ্ছে— সর্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ত্বককে রক্ষা করে যদি

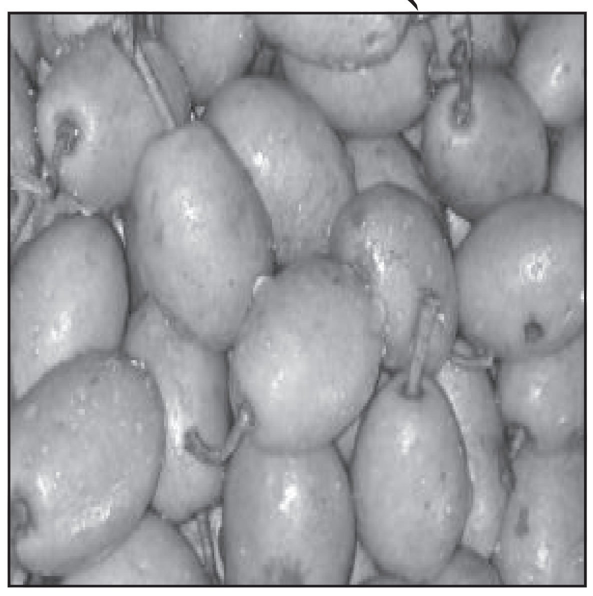

আপনাকে দীর্ঘক্ষণ সূর্যরশ্মির সংস্পর্শে থাকতে হয় তাহলে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে আপনার ত্বক স্থিতিস্থাপকতা হারায় এবং ত্বকের পুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে জলপাই পাতার নির্যাসে ওলিউরোপেইন নামক উপাদান থাকে। এটি ত্বকের পুরো হয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করে এবং মেলানিনের উৎপাদনকে ধীরগতির করে। ক্যান্সাররোধক হিসেবে কাজ করে— গবেষণায় দেখা গেছে যে জলপাই পাতার র ক্যান্সার কোষের প্রজননকে ধীর গতির করার মাধ্যমে ত্বকের টিউমারের বৃদ্ধি কমতে সাহায্য করে। অন্য একটি গবেষণায় দাবি করা হয়েছে যে জলপাই পাতার রস ব্রেস্ট ক্যান্সার কার্যকারিতা কমাতে পারে। অ্যান্টি এজিং উপাদান আছে যেহেতু জলপাই পাতার রস ক্যান্সার কোষের প্রজননকে ধীর গতির করার মাধ্যমে ত্বকের টিউমারের বৃদ্ধি কমতে সাহায্য করে। অন্য একটি গবেষণায় দাবি করা হয়েছে যে জলপাই পাতার রস ব্রেস্ট ক্যান্সার কোষের কার্যকারিতা কমাতে পারে। অ্যান্টি এজিং উপাদান আছে যেহেতু জলপাই পাতার রস ত্বক পুরো হয়ে যাওয়া ও ত্বকের ইলাস্টিসিটি নষ্ট হওয়া রোধ করতে পারে সেহেতু ত্বকের অকালবার্ধক্য প্রতিরোধে ও বলিরেখা দূর করতেও াত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখে জলপাই পাতার রস। কারণ এতে উচ্চমাত্রার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। ক্ষত ভালো করে ২০১১ সালে মেডিসিনাল প্ল্যান্ট নামক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানা যায় যে জলপাই পাতার নির্যাস সাধারণ অয়েন্টমেন্টের চেয়ে দ্রুত ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে. কারণ এতে উচ্চমাত্রার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। ছোট কোন কাটা ছেঁড়া ও ফুসকুড়ির মধ্যে জলপাই পাতার নির্যাস দিলে দ্রুত ভালো হয়ে যায়। চুলের জন্য উপকারি— জলপাই এর রসের মতোই জলপাই পাতার রস ও চুলকে মসৃণ এবং উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে। এই রস চুলের গোড়ার ফলিকলের মধ্যে প্রবেশ করে চুলকে আর্দ্র দীপ্তিময় করতে সাহায্য করে। রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে— রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে বলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জলপাই পাতার রস ব্যবহার হয়ে আসছে। এটি শুধু কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমকেই স্বাস্থ্যকর রাখতে সাহায্য করে না বরং সাধারণ ঠান্ডা ও জ্বরের উপসর্গ কমতেও সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে বয়স জনিত রোগ যেমন--- ডিমেনশিয়া ও আলজেইমার্স এর উপসর্গ কমতে সাহায্য করে জলপাই পাতার নির্যাস। আর্থ্রাইটিসের প্রাকৃতিক প্রতিকার হিসেবে কাজ করে জলপাই পাতার রস। এছাড়াও জলপাই পাতার নির্যাস রক্তচাপ কমায় ও খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমতে সাহায্য করে এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। জলপাই পাতা সংগ্রহ করে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে ১৫০ বা তার নীচের তাপে বেক করে নিন। তারপর এগুলোকে গুঁড়ো করে ছেঁকে রাখুন। এক কাপ গরম জলে ১ টেবিলচামচ শুকনা জলপাই পাতার রস মিশিয়ে ১০ মিনিট জ্বাল দিন। উপকারিতা লাভের জন্য প্রতিদিন এক কাপ জলপাই পাতার রসের চা পান করুন। স্বাদ যদি তিক্ত মনে হয় তাহলে এর সাথে মধু বা লেবু মিশাতে পারেন।

কার্পেট দিয়ে যেভাবে দেয়াল সাজাবেন

ননশিল্পের এই উপকরণ দিয়ে দেয়াল রাঙাতে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা দরকার। আর সেসব বিষয়গুলোই নীচে দেওয়া হল

শুধউ কার্পেট দিয়েও ঘরের সৌন্দর্য বর্ধন করা সম্ভব। এজন্য বেছে নিতে হবে সুন্দর হাতের কাজ করা একটি কার্পেট। এই কার্পেট দেয়ালে ঝুলিয়ে তার উপর এখটি স্পটলাইট বসিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেই অন্দরসজ্জায় আসবে শৈল্পিক ছোঁয়া।

কয়েক টুকরা কার্পেঠ জোড়া দিয়ে পুরো একটি দেয়াল সাজিযে নিতে পারেন। এতে দেয়ালে নতুন করে রং করার ঝামেলা পোহাতে হবে না, খরচ বাঁচবে, রংয়ের গন্ধ সইতে হবে না বরং পাবেন রঙিন একটি দেয়াল। আবার প্রয়োজনে খুলেও ফেলতে পারবেন যখন তখন।

দেয়ালে চিত্রকর্ম ঝোলানো ক্ষেত্রেও পেছনে আলাদা রং যোগ করতে কার্পেট ব্যবহার করতে পারেন। এতে চিত্রকর্মটির সৌন্দর্য আরও বেশি আকর্ষণীয় হবে। কার্পেটে করা ছোট ছোট শিল্পকর্ম কাজে লাগাতে পারেন দেয়াল সাজাতে। দেয়ালের উপর থেকে নীচে কিংবা ডান থেকে বামে পাশাপাশি এই কার্পেটগুলো বসিয়ে মনের মতো করে দেয়াল সাজাতে পারবেন। ছোট গালিচাও ব্যবহার করতে পারেন উঁচু দেয়াল তেকে ঝোলানোর ক্ষেত্রে উঁচু থেকে ঝোলানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন মোটিফের 'বোহেমিয়ান' ছোট গালিচা ব্যবহার করলে অন্ত ছিঁড়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে।

গর্ভকালীন সময়ে কোমর ব্যথা দূর করতে করণীয় কিছু নিয়ম মায়েদের জন্য

নারী জীবনের একটি বড় স্বপ্ন হল মা হওয়া। তবে এ সময় একজন গর্ভবতী মায়ের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কোমর ব্যথা তার মধ্যে অন্যতম। বিশেষ করে তৃতীয় ট্রাইমিস্টার বা গর্ভকালীন শেষভাগে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। আমাদের মেরুদন্ডের লাম্বার রিজন বা কোমরে অংশে একটি সি আকৃতির কার্ব বা বাঁকা অংশ থাকে, যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় লাম্বার লরডোর্টিক কার্ভ বলা হয়। এটি আমাদের কোমরকে নড়াচড়া করতে সাহায্য করে। গর্ভকালীন সময়ে, বিশেষ করে শেষ তিন মাসে যখন বাচ্চার ওজন ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে তখন মায়ের পেটের আকৃতিও বাড়তে থাকে। এতে এই বাড়তি ওজন বহন করতে মায়ে মেরুদন্ডের কোমরের অংশের মাংসপেশিগুলোকে বেশি একটিভ বা সক্রিয় থাকতে হয়। পাশাপাশি গর্ভবতী মা পেটের বাড়তি ওজন বহন করে কিছুটা পিছনের দিকে বাঁকা হয়ে যায়। এতে কোমরের মাংসপেশি ও স্পাইনাল লিগামেন্টগুলো ফেটিগ বা দুর্বল হয়ে যায়, তখন ব্যথা অনুভূত হয়। যেহেতু এই সময় ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়া ঠিক নয়, তাই সাধারণত মায়েরা ব্যথা সহ্য করে থাকেন। তবে প্রসব পরবর্তী সময়ে এই ওভার একটিভ মাংসপেশিগুলো আরো বেশি শিথিল ও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ব্যথা আরো বেড়ে যায়। তবে অনেকেই ধারণা করে থাকেন সিজারিয়ান অপারেশনের জন্য একটি ইজকেশন দেওয়ার পর থেকে ব্যথা শুরু হয়েছে। তবে ইনজেকশন ব্যথার জন্য দায়ী নয়। মূলত, কোমরের মাংসপেশি, লিগামেন্ট ও লাম্বার লাইনের স্বাভাবিক বক্রতা বেড়ে যাওয়ার ফলে এই ব্যথার সৃষ্টি হয়।

করণীয়— গর্ভকালীন সময়ে কোমর ব্যথা যেহেতু ব্যথানাশক ওষুধ ব্যবহার করা যায় না, তাই ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা অনেক উপকারী। এক্ষেত্রে সুপারফিসিয়াল থার্মোথেরাপির পাশাপাশি কিছু থেরাপিউটিক ব্যায়াম করতে হয়। যেমন— স্ট্যাটিক ব্যাক মাসল এক্সসারাইজ, পেলভিক ব্রিজিং এক্সারসাইজ ইত্যাদি। এগুলো গর্ভকালীন কোমরের মাংসপেশির শক্তি বজায় রাখে এবং গর্ভকালীন কোমর ব্যথা অনেকাংশে কমায়। এসব পরবর্তী ফিজিওথেরাপি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে কোমর ও পেটের শিথিল হয়ে যাওয়া মাংসপেশিগুলো শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য কিছু থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ বা ব্যায়াম করতে হবে। যেমন পেলভিক ফ্লোর এক্সারসাইজ, ব্যাক মাসল স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ, অ্যাবডোমিনাল এক্সারসাইজ ইত্যাদি। ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যায়াম করলে প্রসব পরবর্তী কোমর ব্যথা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব।

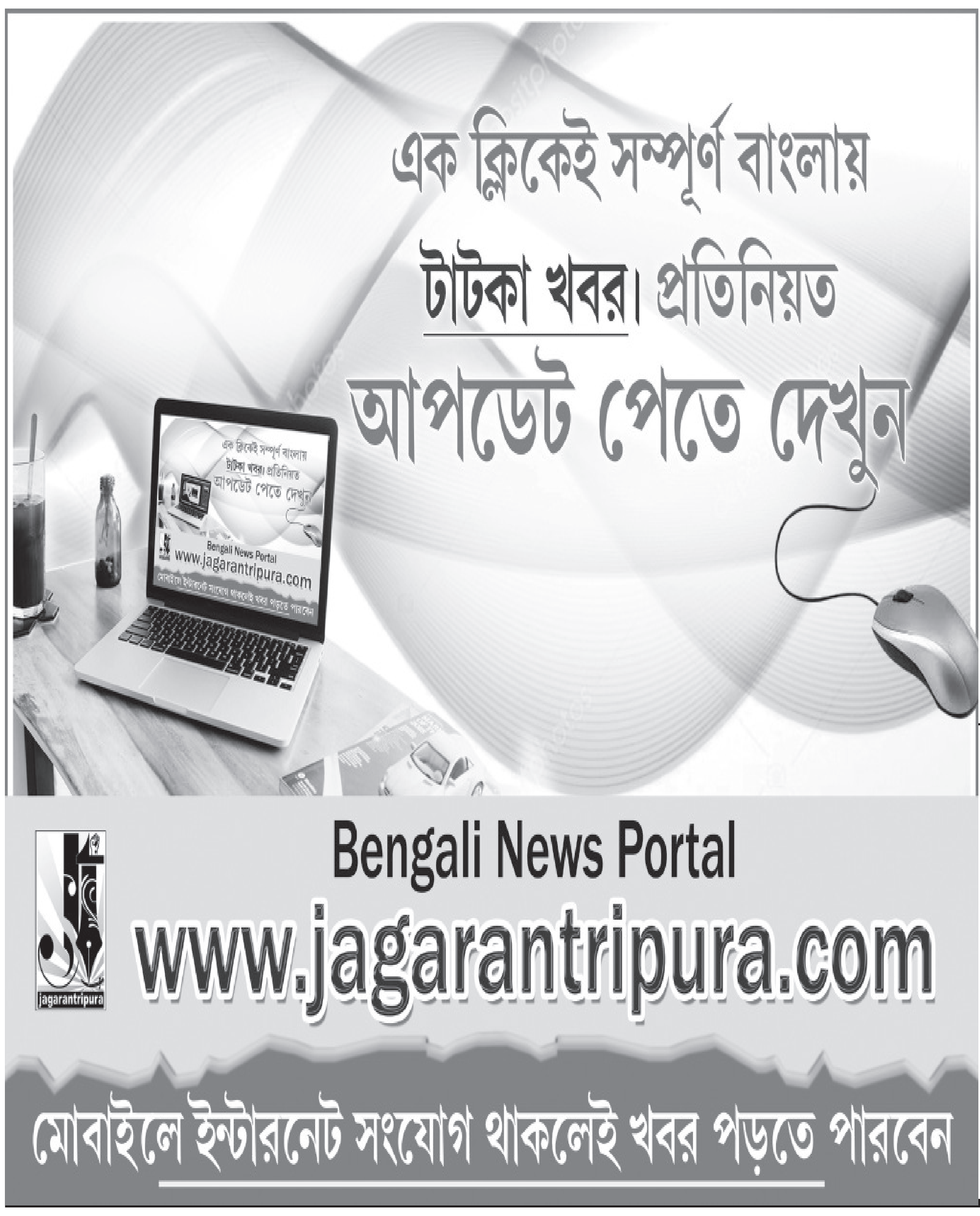

পেস্তা বাদামের পুডিং

উপরকণ: দুধ আধা লিটার। কর্নফ্লাওয়ার ৩ টেবিল -চামচ। গুঁড়া চিনি আধা কাপ। ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা-চামচ। ডিমের কুসুম ২টি। পেস্তা বাদাম গুঁড়া ১ কাপ। সবুজ খাবার রং পরিমাণ মতো। আনসল্টেড বাটার ২ টেবিল -চামচ। লবণ ১ চিমটি।

পদ্ধতি: প্রথমে একটি পাত্রে দুধ জ্বাল দিন বলক আসা পর্যন্ত। এবার এতে একে এক চিনি, ফেটানো ডিমের কুসুম, বাটার, লবণ, ভ্যানিলা এসেন্স, খাবার রং এবং পেস্তা বাদামের গুঁড়া ভালো করে মিশিয়ে নিন যাতে দলা পাকিয়ে না যায়।

এরপর একটি বাটিতে সামান্য ঠাণ্ডা দুধের সঙ্গে কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে পাত্রে দুধে ঢেলে জ্বাল দিন। ঘন হয়ে এলে চুলা তেকে নামিয়ে সার্ভিং বাটিতে ঢেলে ফ্রিজে দিয়ে দিন। ঠাণ্ডা করে পরিবেশন করুন দারুণ সুস্বাদু পেস্তা পুডিং।

ঠাণ্ডা নাকি গরম কোন কফি ভালো

উষ্ণ জলীয় হিসাবে কফি বেশি পরিচিত। তবে শীতল পলীয় হিসেবেও কফির জনপ্রিয়তা কম নয়। তাহলে এই দুটির মধ্যে কোনটি ভালো।

গরমে 'আড়স কফি' প্রাণ যেমন জুড়ায় তেমনি শীতে এক্সপ্রেসো শট কিংবা 'লাতে' দিতে পারে উষ্ণ অনুভূতি। তবে স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে পুষ্টিবিজ্ঞানের বরাত দিয়ে জানায়, গরমের চাইতে কফির শীতল জলীয় বেশি উপকারী।

গরমে শরীর শীতল করতে পছন্দের কোমল জলীয়, আইসক্রিম, লেমোনেইড বা তাজা ফলের রস পান করি। তবে পছন্দের জলীয় কফি খাওয়ার ক্ষেত্রে তাপমাত্রার পার্থক্য খুব একটা বড় বিষয় নয়। ঠাণ্ডা ও গরম নির্বিযেশে কফি পান করা হয়।

লকডাউনের দিনগুলিতে বাজারগুলিতে জনতার উপচে পড়া ভিড়। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশ-ভারত-চীন সম্পর্ক নিয়ে মিডিয়া প্রতিবেদনকে 'রাবিশ' বললেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ৩০।। সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমে বাংলাদেশ, ভারত ও চীনের সম্পর্ক নিয়ে হওয়া প্রতিবেদনকে 'রাবিশ' বলে আখ্যায়িত করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, বিভিন্ন গণমাধ্যম অবান্তর বিষয় রটাচ্ছে। তবে এটি অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে না বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমরা শান্তিপ্রিয় দেশ এবং সবার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে শত্রুতা নাই।'

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নিবিড় সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কে কে ফোন করলো, কে কি করলো, সেই ঘটনায় দ্বিপীয় সম্পর্কে প্রভাব ফেলার সুযোগ নেই বলে জানান মন্ত্রী। বাংলাদেশের অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয়নি জানিয়ে তিনি আরও বলেন, 'মিডিয়া ইচ্ছা করে অবান্তর জিনিস রটাচ্ছে, যাকে রাবিশ বলা যায়।'

চীন-ভারত সীমান্তের সাম্প্রতিক বিরোধের বিষয়ে তিনি বলেন, ভারতীয় কয়েকজন মারা গেছে একটি যুদ্ধে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কেউ এক ইঞ্চি জমিও দখল করেনি। তিনি বলেন, 'ভারতীয় সরকার আমাদের কোনও নোট ভার্বালও পাঠায়নি যে তাদের কোনও লোক মারা গেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে আমরা কোনও বক্তব্য দেই নাই।'

কোনও বিরোধ নিয়ে ভারত বা চীন কেউ আমাদের কাছে সমর্থন চায়নি জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'ভারত বা চীন কেউই আমাদের কিছু বলেনি এবং আমরা বিষয়টি ঠিক জানিও না। আমাদের মিডিয়া যখন প্রশ্ন করেছিল তখন আমরা বলেছিলাম আমরা চাই শান্তিপূর্ণ স্থিতিশীল অবস্থা। আমরা চাই আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হলে ভালো হয়। আমরা কারো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কখনও নাক গলাই না। এটি আমাদের সব বিষয়ে অবস্থান।'

ভারতীয় রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রীর স্যাাৎ পাচ্ছেন না এমন খবরের বিষয়ে তিনি বলেন, 'মিডিয়া বলেছে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চার মাস স্যাাৎ করতে পারেননি। আমার তথ্যমতে উনি ২২ জুলাই একটি স্যাাৎ চেয়েছেন এবং তিনি অনেক সময় দিয়েছেন। তিনি সম্ভবত যাবেন সেপ্টেম্বরের শেষে অথবা অক্টোবরের প্রথমে। এরমধ্যে একটি স্যাাৎ চেয়েছেন।' কোভিড-১৯-এর জন্য প্রধানমন্ত্রী এখন কারও সঙ্গে দেখা করছেন না এবং কেবিনেট মিটিংও ভার্চুয়ালি হচ্ছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'এরমধ্যে বেশ কয়েকজন বিদেশি দূত ফেরত গেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী কারও সঙ্গে দেখা করেননি। যে তথ্যটা বেরিয়েছে সেটি ডাহা মিথ্যা ও বানোয়াট।'

সিলেট ওসমানী এয়ারপোর্ট নিয়ে তিনি বলেন, প্রশ্ন উঠেছে কেন চীনকে কাজ দেওয়া হলো এবং ভারতকে দেওয়া হলো না। েএেত্র টেন্ডার প্রক্রিয়া অনুযায়ী টেকনিক্যাল ও আর্থিক দিক বিবেচনা করে কাজ দেওয়া হয়। মন্ত্রী বলেন, 'আমি যেটা শুনেছি চীনারা টেকনিক্যালি কোয়ালিফায়েড এবং আর্থিক দিক থেকে সবচেয়ে কম রেট। ভারতের আর্থিক বিষয়টি অনেক বেশি ছিল এবং এর ফলে তারা টিকতে পারেনি। কিন্তু কোনও পত্রিকা বলছে আমরা চীনকে বেশি সুবিধা দিয়েছি, যা একেবারেই অবান্তর।'

বাংলাদেশে করোনায় নতুন মৃত্যু ৪৮,নতুন আক্রান্ত ২৬৯৫

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ৩০।।মহামারি আকার ধারণ করা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ভাইরাসটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩ হাজার ৮৩ জনে। এসময় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন ২ হাজার ৬৯৫ জন। এ নিয়ে আক্রান্ত শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ২ ল ৩৪ হাজার ৮৮৯ জন।

বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। অনলাইনে বুলেটিন উপস্থাপন করেন অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা। বাংলাদেশের ৮২টি ল্যাবের তথ্য তুলে ধরে নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগৃহীত হয়েছে ১২ হাজার ৬৬৭টি। আগের কিছু নমুনাসহ পরীা হয়েছে ১২ হাজার ৯৩৭টি। এ নিয়ে দেশে মোট ১১ ল ৬৪ হাজার ১৯৫টি নমুনা পরীা করা হলো। এছাড়া একদিনে সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৬৬৮ জন। এ নিয়ে মোট ১ ল ৩২ হাজার ৯৬০ জন রোগী সুস্থ হলেন। শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৫৬ দশমিক ৬১ শতাংশ। ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ২০ দশমিক ৮৩ শতাংশ এবং এ পর্যন্ত শনাক্তের হার ২০ দশমিক ১৮ শতাংশ। তবে দেশে শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩১ শতাংশ।নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত ৪৮ জনের মধ্যে পুরুষ ৩৬ জন ও নারী ১২ জন। এদের বয়স বিশ্লেষণে তিনি জানান, মৃতদের মধ্যে ৩১ থেকে ৪০ বছর বয়সী রয়েছেন ১জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের ৪জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের ১৪ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের ১২ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের ১১ জন, ৮১ থেকে ৯০ বছরের ৫জন, এবং ৯১ থেকে ১০০ বছর বয়সসীমার রয়েছেন একজন।

এদিকে, বিশ্বজুড়ে জেঁকে বসা করোনার তাণ্ডব আরও বেড়েছে। গত একদিনে বিশ্বের ৭ হাজারের বেশী মানুষের প্রাণ কেড়েছে ভাইরাসটি। এতে করে মৃতের সংখ্যা ৬ ল ৭০ হাজার ছুঁতে চলেছে। নতুন করে আরও প্রায় ৩ ল করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। বিশ্বখ্যাত জরিপ সংস্থা ওয়ার্লমিটারের নিয়মিত পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় প্রাণ ঝরেছে বিশ্বের ৭ হাজার ৩০ জন মানুষের। এতে করে মৃতের সংখ্যা ৬ ল ৬৯ হাজার ৫৬৬ জনে ঠেকেছে। একই সময়ে ২ ল ৯০ হাজার ১৩৩ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১ কোটি ৭১ ল ৭৬ হাজার ৯৭০ জনে দাঁড়িয়েছে। তবে, আশার কথা হলো, গত ২৪ ঘণ্টায়ও ২ লাখ ৩৮ হাজার ভুক্তভোগী সুস্থ হয়েছেন। এতে করে মোট বেঁচে ফেরার সংখ্যা ১ কোটি ৬ ল ৮৯ হাজার ৩০৩ জনে দাঁড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

জাতীয় পার্টির মহাসচিব পরিবর্তন অনেকটা রুটিন ওয়ার্কের মত মসিউর রহমান রাঙ্গা এমপি

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ৩০।।বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ ও জাতীয় পার্টির সদ্য সাবেক মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গা এমপি বলেন, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান মহাসচিব পরিবর্তন করার একক মতা রাখেন। এটা আমাদের দলে মাঝে মাঝে হয় অনেকটা রুটিন ওয়ার্কের মত। তিনি আমাদের গঠনতন্ত্রের ২০ ধারা মোতাবেক এটি করতে পারেন।

মহাসচিব পদ থেকে আমাকে সরানোয় আমি পরিবহন সেক্টরসহ অন্যান্য দিকে সময় দিতে পারছি। আমার জন্য এটি ভালো হয়েছে। বুধবার রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মাসিক সমন্বয় সভায় যোগদান শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রংপুর মেডিকেল কলেজের অধ্য অধ্যাপক ডাঃ একেএম নুরুন্নবী লাইজু, হাসপাতাল পরিচালক ডাঃ ফরিদুল ইসলাম, জেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, যুগ্ম সম্পাদক খতিবার রহমান, মহানগর যুব সংহতির সভাপতি শাহীন হোসেন জাকির, জেলা যুবসংহতির সভাপতি নাজিম উদ্দিন প্রমুখ।

এসময় রাঙ্গা আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী তিস্তার ডানতীর রায় ৩০০ কোটি টাকা দিয়েছিলেন বলে রংপুর শহরে তিস্তার পানি ঢুকতে পারেনি। আমি বামতীর রায় ৩০০ কোটি টাকা চেয়েছি। যদি এটি পাওয়া যায় তবে তিস্তা নদীর ভাঙ্গনের হাত থেকে বামতীরের মানুষকে রা করা যাবে। এবার আকস্মিক উজানের পানি আসায় অনেক মানুষ তিগ্রস্থ হয়েছেন। আমি ওইসব এলাকার মানুষদের জন্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে চাল, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেটসহ খাদ্য সামগ্রী বিতরন করার উদ্যোগ নিয়েছি।

তিনি বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আজও অনেকজন বদলী হয়েছে। এর আগে যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আমরা দেখেছি তার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। এটা জনগণের জন্য ভালোই হচ্ছে।

সুশান্ত মৃত্যু-রহস্যে সিবিআই তদন্ত নয়, জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি. স.): সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর রহস্য খতিয়ে দেখতে সিবিআই তদন্ত নয় বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বলিউডের এই জনপ্রিয় অভিনেতার মৃত্যু রহস্য উদঘাটনের জন্য দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিমকোর্টে সিবিআই তদন্তের দাবিতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন অলকা প্রিয়া এবং সিধু সিং।

বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদের নেতৃত্বধীন ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে পুলিশকে তার কাজ করতে দেওয়া হোক। মামলাকারীরা এক্তিয়ার বহির্ভূত বিষয় হস্তক্ষেপ করেছে।শুনানি চলাকালীন আদালত জানিয়ে দেয় কেউ ভাল ছিল কি খারাপ সেটা মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।বিষয়টির এক্তিয়ারের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। পিটিশন দায়েরকারিদের আদালত জানায় যে যদি তাদের কাছে কোন প্রমাণ থাকে তবে তারা যেন বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। অন্যদিকে প্রয়াত অভিনেতার বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তী বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের পর পাটনায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।একই মামলার তদন্ত যাতে ভারতের দুটি পৃথক জায়গায় না চলে সেই দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রিয়া চক্রবর্তী।ইতিমধ্যেই সে পিটিশন দায়ের করেছে। এর পাল্টা সুপ্রিমকোর্টে ক্যাভিয়েট দায়ের করেছে সুশান্ত সিং রাজপুত এর বাবা। রিয়া চক্রবর্তীর দায়ের করা পিটিশনে তার বক্তব্য যেন আদালত শোনে সেই দাবি করেছেন সুশান্তের বাবা।

উল্লেখ করা যেতে পারে, পাটনা পুলিশের কাছে সুশান্তের ব্যাংক একাউন্ট থেকে টাকা হাতানো এবং প্রয়াত অভিনেতাকে আত্মহত্যার জন্য প্ররোচিত করার অভিযোগ রিয়া চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে দায়ের করেছেন তিনি। এদিকে ইতিমধ্যেই রিয়া চক্রবর্তীকে একাধিকবার জেরা করেছে মুম্বই পুলিশ।একই মামলার দুই জায়গায় তদন্ত না করে পুরোটাই মুম্বইতে করার জন্য দেশের শীর্ষ আদালতের কাছে দ্বারস্থ হয়েছেন রিয়া।

অন্যদিকে এখনো পর্যন্ত সুশান্ত সিং রাজপুত এর মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনের জন্য ৩৫ জনকে জেরা করে ফেলেছে মুম্বই পুলিশ।এর মধ্যে রয়েছে প্রযোজক আদিত্য চোপড়া, পরিচালক ও প্রযোজক মহেশ ভট্ট, সঞ্জয় লীলা বনশালি।

২৪ ঘন্টায় মৃত ১,২৬৭ জন, আমেরিকায় মৃত্যু ছাড়াল ১.৫০ লক্ষ

ওয়াশিংটন, ৩০ জুলাই (হি.স.): বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় দেড় লক্ষেরও বেশি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিল মারণ করোনাভাইরাস। আমেরিকায় ২৪ ঘন্টাতেই নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৮ হাজারের বেশি মানুষ।বুধবার সারা দিনে ৬৮ হাজারের বেশি মানুষ সংক্রমিত হওয়ার পর মার্কিন মুলুকে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৪.৪ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে।

আমেরিকায় মৃত্যু-মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। জোন্স হপকিন্স

ছয়ের পাতায়

ভারতের অর্থায়নে মন্দিরের উদ্বোধন করলেন ভারতের হাই কমিশনার

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ৩০।।বাংলাদেশের সাফল্যে ভারত গর্ববোধ করে উল্লেখ করে এদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার রিভা গাংগুলী দাস বলেছেন,ভারত -বাংলাদেশের সসপর্ক একই সংস্কৃতি,ভাঁষা ও ইতিহাসের মেল বন্ধনে আবদ্ধ এবং উন্নয়নের পথের সহযাত্রী। তিনি বলেন, ভারত বাংলাদেশের বিশ্বস্ত সঙ্গী। ৭১ থেকে আজ অবধি ভারত বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় পাশে ছিল আগামিতেও থাকবে। সোমবার দুপুরে ভারত সরকারের অর্থায়নে নির্মিত নাটোর শহরের লালবাজার এলাকার জয়কালীবাড়ি মন্দিরের পূনঃনির্মিত ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন রিভা গাংগুলী দাস।

মন্দির কমিটির পে নাটোর থেকে পূরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও স্থানীয় সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুলকে সাথে নিয়ে সরাসরি উদ্বোধনে অংশ নেন রাজশাহীতে নিযুক্ত ভারতের সহকারি হাই কমিশনার সঞ্জিব কুমার ভাট্টি। এসময় অনলাইনে আরো সংযুক্ত হন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। পলক বলেন, ভারত শুধু বিস্বস্ত বন্ধুই নয় বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগীও। ভারত সরকার বাংলাদেশের আইসিটি খাতে অনেক বিনিয়োগ করেছে। অনুষ্ঠানে নাটোর-২ আসনের সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময়ে ভারত সরকারের সহযোগিতার প্রশসংসা করে বলেন,সেই থেকে ভারত বাংলাদের পাশে অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে আছে। ৯৭ লাখ টাকা ব্যয়ে ভারত সরকারের অর্থায়নে মন্দিরটি পূনঃ নির্মাণ করা হয়।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা নেই মির্জা ফখরুল

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ৩০।।বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভঙ্গুর বলে দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, 'বাবুর (শফিউল বারী বাবু) এভাবে মৃত্যু- এটা আরেকটা সত্য উদ্ঘাটিত করেছে যে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একেবারেই ভঙ্গুর। এখানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি যে মানুষের আস্থা নেই, বাবুর অসুস্থতা ও তার চলে যাওয়া তা-ই প্রমাণ করে।'

বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) রাজধানীর নিউ ইস্কাটনে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সদ্য প্রয়াত সভাপতি শফিউল বারী বাবুর বাসায় পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানানোর পর সাংবাদিকদের কাছে ফখরুল ইসলাম এসব কথা বলেন। ফখরুল বলেন, 'অনেকে অভিযোগ করেন যে বাংলাদেশের মানুষেরা বাইরে চিকিৎসা করতে যায় কেন? এজন্য যায় যে এখানে আপনার সঠিক ডায়াগনোসিস করা সম্ভব হয় না, ডায়াগনোসিসে সমস্যা হয়, বিভিন্নভাবে এখানকার...। সমস্ত ব্যবস্থাটা ইটসেলফ রোগীদের জন্য একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।' শফিউল বারী বাবুকে 'মেধাবী' নেতা উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, 'বাবুর মতো একজন জনপ্রিয়, সচেতন রাজনৈতিক নেতা এভাবে চলে যাবে, এটা আমরা কল্পনাই করতে পারিনি। তার অল্প সময়ের জীবনের ক্যারিয়ার বর্ণাঢ্য। তাকে শুধু বিএনপির জন্য নয়, তাকে দেশের

ছয়ের পাতায়

সুশান্ত সিং রাজপুত মৃত্যুর তদন্ত করুক সিবিআই, দাবি তুললেন মায়াবতী

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি. স.): প্রখ্যাত বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্তভার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-কে দেওয়ার দাবিতে সরব হলেন বহু জন সমাজ পার্টির (বিএসপি) সুপ্রিমো তথা উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী। বৃহস্পতিবার নিজের টুইট বার্তায় মায়াবতী লিখেছেন, বিহার থেকে উঠে আসা যুবা বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু নিয়ে প্রত্যেকদিন নতুন তথ্য উঠে আসছে। প্রয়াত অভিনেতার পিতাও পাটনার একটি থানায় এফআইআর দায়ের করেছে।এখন এই মামলার তদন্তভার মহারাষ্ট্র এবং বিহার পুলিশ থেকে ভালো করতে পারবে সিবিআই। এই বিষয়ে কংগ্রেস নিজের রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে ব্যস্ত। পুলিশি তদন্তের আড়ালে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে কংগ্রেসের নেতারা।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় ইতিমধ্যেই প্রযোজক আদিত্য চোপড়া, পরিচালক ও প্রযোজক মহেশ ভট্ট, সঞ্জয় লীলা বনশালীকে জেরা করেছে পুলিশ। পুলিশের নজরে রয়েছে অভিনেতার বান্ধবী রিয়া।অন্যদিকে সামাজিক মাধ্যমে অভিনেতাকে ব্যঙ্গ করার জন্য আলিয়া ভট্ট এবং করণ জোহরের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে নেটিজেনরা। বুধবার বিহারের প্রধান বিরোধীদল আর জে ডি নেতা তেজস্বী যাদবও সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছিলেন।

প্রসঙ্গত সম্প্রতি ও টি টি প্লাটফর্মে মুক্তি পায় সুশান্ত অভিনীত দিল বেচারা। মুক্তি পাওয়ার পর নতুন নজির তৈরি করে ছবিটি।

নতুন শিক্ষানীতি নিয়ে প্রশ্ন জয়রামের

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি. স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সম্প্রতি মন্ত্রিসভার বৈঠকে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিকে মঞ্জুরি দেওয়া হয়। প্রায় ৩৪ বছর পর গোটা দেশজুড়ে নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হল। এই পরিবর্তনকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন শিক্ষাবিদেরা। কিন্তু এই পরিবর্তন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস সহ একাধিক বিরোধী দলগুলি। বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ প্রশ্ন তুলেছেন যে নতুন শিক্ষানীতিতে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান জায়গা আছে কি নেই? বৃহস্পতিবার নিজের টুইট বার্তায় জয়রাম রমেশ লিখেছেন, ”একটা কথা এখন স্পষ্ট নয় যে নতুন শিক্ষানীতির অন্তর্গত সম্পূর্ণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠক্রমে রয়েছে কি নেই? জয়রাম রমেশের মতে পরিবর্তনের নামে পুরনো ভালো জিনিসগুলিকে বাতিল করে দেওয়া উচিত নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেই পুরনো ব্যবস্থারই ভালো ফসল।

আসলে স্কুল থেকে উচ্চশিক্ষার প্রতিটি স্তরে নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়েছে।নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে দেওয়া হবে।চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং আইন বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগে একটি নিয়মই বলবৎ থাকবে।২০৩৫ সাল পর্যন্ত গ্রস এনরলমেন্ট রেশিও কে ৫০ শতাংশে নিয়ে যাওয়া হবে। স্নাতক স্তর চার বছর পর্যন্ত হবে।স্নাতকোত্তর পাশ করার পর এমফিল ছাড়াই পিএইচডি করা যাবে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে শেষ শ্রদ্ধা পুরমন্ত্রীর

কলকাতা, ৩০জুলাই (হি. স.): রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি সোমেন মিত্রর আকস্মিক প্রয়াণে শোক প্রকাশ পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের। দীর্ঘদিন একসঙ্গে রাজনৈতিক ময়দানে কাজ করার অভিজ্ঞতা চির স্মরনীয় হয়ে থাকবে বলেও এদিন জানান ফিরহাদ হাকিম। বুধবার গভীর রাতে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৮। বৃহস্পতিবার প্রথমে বিধানসভায় নিয়ে যাওয়া হয় বর্ষিয়ান রাজনীতিবীদ সোমেন মিত্রর মরদেহ।

এদিন বিধান সভায় শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে ফিরহাদ বলেন, 'একসময় বর্তমান শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে সাংসদ হয়েছিলেন সোমেন বাবু। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে নানান ওঠাপড়ার সাক্ষী রয়ে গেলেন তিনি। সোমেন বাবুর আত্মার শান্তি কামনার পাশাপাশি তার পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি'।

প্রসঙ্গত, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় সম্প্রতি সোমেন মিত্রর ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বেশি ধরা পড়ে। সেজন্য গত ২১ জুলাই তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার ওই হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। কিডনির সমস্যা উদ্বেগ বাড়াচ্ছিল। তবে তাঁর করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছিল। ডায়ালিসিসের পর শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতিও হয়েছিল। পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা। পেসমেকারের বিষয়েও ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছিল। কিন্তু তারইমধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গতরাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিধানসভায় সোমেন মিত্রকে শেষ শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি স): শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র। বুধবার গভীর রাতে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৮। বৃহস্পতিবার প্রথমে বিধানসভায় নিয়ে যাওয়া হয় বর্ষিয়ান রাজনীতিবীদ সোমেন মিত্রর মরদেহ। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে বিধান সভায় উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সোমেন মিত্রর কার্যালয় বিধান

ছয়ের পাতায়

ভারতের মৌলিক নীতিই হল অংশীদারদের সম্মান করা : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.): ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতিই হল, অংশীদারদের (পার্টনার) সম্মান করা। বৃহস্পতিবার মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী-সহ সেই দেশের বিশিষ্টজনদের সঙ্গে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবীন্দ যুগনাউথ মরিশাসের নতুন সুপ্রিম কোর্ট ভবনের উদ্বোধন করেছেন। প্রথমেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবীন্দ যুগনাউথ বলেন, ”প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি, তিনি ফের বুঝিয়ে দিলেন মরিশাস তাঁর হৃদয়েই রয়েছে।”

ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারি রুখতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি সর্বপ্রথম, মরিশাস সরকার এবং জনগণকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।....ভারত ও মরিশাস উভয় দেশই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থাকে সম্মান করে। চিত্তাকর্ষক এই নতুন বিল্ডিং, আধুনিক নকশা এবং নির্মাণ সত্যিই খ্যাতির। প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেন, ভারতের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতি হল, অংশীদারদের সম্মান করা। এটাই আমাদের একমাত্র প্রেরণা। আর তাই আমাদের ডেভেলপমেন্ট কোপারেশনে কোনও শর্ত নেই।

জিএসটি, কর্মসংস্থানসহ একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব রাহুল

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি. স.): ক্রমাগত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ করে চলেছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। কর্মসংস্থান, অর্থব্যবস্থা এবং জিএসটির উল্লেখ করে রাহুল জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশকে ধ্বংস করে চলেছেন।

বৃহস্পতিবার নিজের টুইট বার্তায় ওয়ানাডের সংসদ রাহুল গান্ধী লিখেছেন, ”মোদী দেশকে ধ্বংস করে চলেছেন। নোট বন্দি, জিএসটি, করোনা মহামারীতে দুরবস্থা এবং অর্থব্যবস্থা তথা কর্মসংস্থানকে খারাপ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পর সরকারের এখন কি ইচ্ছে? মোদী সরকারের পুঁজিবাদী মিডিয়া দেশজুড়ে মায়াজাল তৈরি করেছে।দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। প্রয়োজন দেশবাসীকে সত্যি কথাটা বলা।আশা করব শীঘ্রই এই বিভ্রান্তি কেটে যাবে।”

এদিকে দলীয় মুখপাত্র রণদীপ সিংহ সুর্যেওয়ালা নিজের টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, পরিসংখ্যানকে চেপে দিয়ে সত্যটা আড়াল করা যায় না।করোনা সংকট সরকার নিজেই মেনে নিয়েছে যে ১০ কোটি মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছে।যদিও এর আগে ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ বেকারত্বের নজির সৃষ্টি করেছে এই সরকার।

সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দায়ের সুশান্ত সিং রাজপুতের বাবার

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি. স.): সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর তদন্ত নিয়ে অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তী ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দায়ের করেছেন।এর পরেই প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের পিতা দেশের শীর্ষ আদালতে ক্যাভিয়েট দায়ের করেছেন। আদালতের কাছে তিনি দাবি করেছেন তার বক্তব্য না শুনে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যেন না নেয় বিচারপতিরা।

সুপ্রিমকোর্টে দায়ের করা নিজের পিটিশনে রিয়া চক্রবর্তী পাটনায় তার বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর মুম্বইয়ে স্থানান্তর করার আর্জি জানিয়েছেন। রিয়া চক্রবর্তীর হয়ে তার আইনজীবী সতীশ মানশিণ্ডে এই পিটিশন দায়ের করেন। পিটিশনে জানানো হয়েছে যে মুম্বাইতে ইতিমধ্যেই এই মামলা তদন্ত চলছে। নতুন করে এই মামলার তদন্ত যেন পাটনায় না শুরু হয়।একই মামলার দুই জায়গায় তদন্ত কাম্য নয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সুশান্ত সিং রাজপুতের পিতা পাটনার একটি থানায় এফআইআর দায়ের করেছে। সুশান্তের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকা টাকা নিজের একাউন্টে ট্রান্সফার করেছে রিয়া।এমনকি জনপ্রিয় এই বলিউড অভিনেতাকে আত্মহত্যার জন্য প্ররোচিত করেছে সে বলে পাটনা পুলিশকে জানান সুশান্তের বাবা। সুশান্তর মৃত্যুর তদন্তের জন্য ইতিমধ্যেই সিবিআই দাবি তুলেছে বিএসপি এবং আরজেডি। মুম্বই পুলিশ এখনো পর্যন্ত ৩৫ জন কে জেরা করেছে।এরমধ্যে রয়েছে প্রযোজক আদিত্য চোপড়া, পরিচালক ও প্রযোজক মহেশ ভট্ট, সঞ্জয় লীলা বনশালি।

পাকিস্তানে মৃত্যু বেড়ে ৫,৯২৪, নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ১,১১৪ জন

ইসলামাবাদ, ৩০ জুলাই (হি.স.): পাকিস্তানে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। আক্রান্তের পাশাপাশি মৃত্যুও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। পাকিস্তানে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ৩২ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১,১১৪ জন। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪০২-এ পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৯২,৬৫৫ জন, সিন্ধু প্রদেশে ১২,০০,৫২ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৩৩,৮৪৫, ইসলামাবাদে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪,৯৮৭, বালোচিস্তানে ১১,৭০৮, গিলগিট-বালতিস্তানে ২,০৯০, আজাদ কাশ্মীরে ২,০৬৫।

পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড কন্টোল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ১,১১৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩২ জনের। পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫,৯২৪ জনের।

বন্ধন ব্যাংক সক্ষমতা দিচ্ছে ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন ও মহিলাদের ক্ষমতায়ণে

কলকাতা, ৩০ জুলাই।। একটি ইউনিভার্সাল ব্যাংক হিসেবে পাঁচ বছর পূর্ণ করার নিকটবর্তী হতে চলা বন্ধন ব্যাংক বর্তমানে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে ভবিষ্যতের দিকে ও ভিশন ২০২৫-এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির একটি রোডম্যাপ উন্মোচন করেছে। ব্যাংকের লক্ষ্য হল একটি অ্যাফোর্ডেবল ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন হয়ে ওঠা, যা সিম্পল, কস্ট-এফেক্টিভ ও ইনোভেটিভ ফিনান্সিয়াল সলিউশন জোগাবে এক ইনক্লুসিভ ও রেস্পন্সিবল উপায়ে।

রুরাল ও সেমি-আর্বান এলাকায় অবস্থিত ৭১ ব্যাংকিং আউটলেট-সহ বন্ধন ব্যাংক ভারতের কোণে কোণে পৌঁছে যাচ্ছে আন-ব্যাংকড ও আন্ডার-ব্যাংকড ব্যক্তিবর্গের নিকটে এবং তাদের দিচ্ছে অর্গানাইজড ফাইন্যান্সের সুযোগ গ্রহণের সুবিধা, যা তার ইনক্লুসিভ ব্যাংকিংয়ের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

বন্ধন ব্যাংক তার গ্রাহকদের হাত ধরে নিয়ে চলেছে তাদের সম্পূর্ণ লাইফসাইকেলের মধ্য দিয়ে এবং তাদের সঙ্গে গড়ে তুলছে এক দৃঢ় বন্ধন। যখনই তারা ব্যাংকের সংস্পর্শে আসছেন, তারা তাদের আর্থিক সচেতনতা ও সাক্ষরতা বাড়িয়ে নিচ্ছেন। মাইক্রোলোন কাস্টমারদের আরও বেশি ক্ষমতায়ণের জন্য বন্ধন ব্যাংক 'আন্ডার রিভিউ' বৎসরে মাইক্রোক্রেডিটের উপরে ৭০ বেসিস পয়েন্টস (বিপিএস) ইন্টারেস্ট রেট হ্রাস করে ১৭.৯৫ পর্যন্ত করেছে।

বছরভর বন্ধন ব্যাংক তার বিভিন্ন প্রোডাক্টস ও সার্ভিসেসের মাধ্যমে তার গ্রাহকদের সাহায্য করে চলেছে উচ্চতর আয় নিশ্চিত করার জন্য। এইরকমই এক যাত্রায় যোগ দিয়েছেন ত্রিপুরার আগরতলার আল্পনা দাস। আল্পনার বেপরোয়া মনোভাব ও বন্ধন ব্যাঙ্কের সঙ্গে তার পার্টনারশিপ তাকে সাহায্য করেছে নিজস্ব এলাকার এক ক্ষুদ্র শাড়ি বিক্রেতা থেকে তার নিজের একটি শাড়ির দোকানের মালিকানা অর্জন করতে, যেখানে তিনি পশ্চিমবঙ্গের ফুলিয়া ও কলকাতার ম্যানুফ্যাকচারারদের সঙ্গে সরাসরি ব্যবসা করতে পারছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তার রোজগার তার পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস হয়ে পড়ে। বর্তমানে তার পুত্র একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত ও তার কন্যা পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় মেডিক্যাল শিক্ষার্থী। তিনি একা-হাতে পরিবার ও ব্যবসা দেখাশোনা করেন। বন্ধন ব্যাংকে তার প্রথম লোন ৫০০০ টাকা থেকে বর্তমান লোন ১,৫০,০০০ টাকা হয়েছে ও ব্যাংকের সঙ্গেই তার ব্যবসা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার অদম্য মনোভাব ও বন্ধনের সহযোগিতা তাকে আজ এক সফল উদ্যোগী করে তুলেছে এবং পুরো পরিবারের জীবনযাত্রাকে পরিবর্তিত করেছে।

কোভিড-১৯-এর পরবর্তীতে আর্বান-রুরাল সমীকরণ পালটে গিয়েছে। কর্মীদের অনেকে, যারা আর্বান এলাকায় জীবিকার জন্য চলে গিয়েছিলেন, তারা আবার তাদের নিজস্ব এলাকায় ফিরে এসেছেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা তাদের জীবিকা অর্জন করবেন বাড়িতে থেকে, স্থানীয়ভাবে। এই পরিস্থিতিতে, বন্ধন ব্যাংক সেমি-আর্বান ও রুরাল এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি নিয়ে এক উত্তম অবস্থায় রয়েছে, যা তাকে এলাকার বর্ধনশীল স্থানীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম করবে।

বন্ধন ব্যাংক তার ইনক্লুসিভ ব্যাংকিংয়ের লক্ষ্যের প্রতি নিবেদিত হয়ে ফর্মাল ব্যাংকিংকে অভ্যাসে পরিণত করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে এবং সেই অভ্যাসকে ভারতের অতি-প্রান্তিক এলাকাগুলিতেও পৌঁছে দিচ্ছে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের নিকটে। অতিমারীর যে প্রভাব আমরা প্রত্যক্ষ করছি, সেইসময়ে ব্যাংকের কাছে এটি একটি অধিকতর দায়িত্ব বলে জানিয়েছে বন্ধন ব্যাংক।

বন্ধন ব্যাংক যখন তার বিভিন্ন পরিষেবার দ্বারা সমাজে এক সদর্থক পার্থক্য গড়ে তুলছে, তখন সে একইসঙ্গে সৃষ্টি করছে এমন এক বাস্তব পার্থক্য যার ভিত্তি দারিদ্র দূরীকরন, স্বাস্থ্য-পরিষেবা, শিক্ষা ও আর্থিক সাক্ষরতা ক্ষেত্রে তার সোস্যাল ইম্প্যাক্ট প্রোগ্রামস। ২০২০-এর ৩১ মার্চ অবধি, বন্ধন ব্যাংক ২৫ লক্ষেরও বেশি মানুষের জীবনকে উপকৃত করেছে — ভারতের ১২,৯৯০ গ্রামে ও ১২টি রাজ্যে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

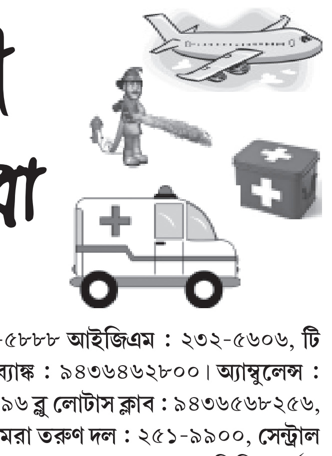

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নির্দেশ

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

তিনি জানান, সেদিনের ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরে স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসকের কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছিলাম। কর্তব্যরত অবস্থায় লাঞ্চনার শিকার হয়েছি, সে-বিষয়ে রিপোর্টে জানিয়েছি। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক পুলিশ সুপারের সাথে আলোচনাও করেছেন। স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মা বলেন, গতকাল নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় ওই ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার মানিক দাস জানিয়েছেন, করোনা অতিমারির আইন সকলকে মেনে চলতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের উপর হামলাহুজ্জুতি কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

চিকিৎসককে লক্ষ্য করে থুতু দেওয়ার ঘটনায় প্রশাসনের তরফে করোনা আক্রান্তের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। স্বাস্থ্য অধিকর্তা নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় করোনা আক্রান্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিলেন। এফআইআরের ভিত্তিতে মামলা রুজু করেছেন থানা কর্তৃপক্ষ। ওই ঘটনায় সহকারী সরকারি আইনজীবী কর্নজিত দে ত্রিপুরা হাইকোর্ট-এ আগাম জামিনের আবেদন জানান। আজ বিচারপতি অরিন্দম লোধের সিঙ্গল বেঞ্চে ওই মামলায় শুনানি হয়েছে।

এ-বিষয়ে কর্নজিত দের আইনজীবী রাজু দত্ত বলেন, আজ আদালতে আগাম জামিনের উপর শুনানি হয়েছে। সময় মত কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে তার মক্কেলের ছুটির কাগজ হাতে আসেনি, তাই আদালতে জমা দেওয়া সম্ভব হয়নি। পরবর্তী শুনানিতে ওই নথি জমা দেওয়া হবে। তার কথায়, চিকিতকের সাথে অবাঞ্চিত ঘটনায় তার মক্কেলকে ফাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে আশংকায় আগাম জামিনের আবেদন জানানো হয়েছে। কারণ, তাকে ছুটি দেওয়ার পর বাড়ি যেতে দেওয়া হয়নি। তাকে এখন সিপার্দে রাখা হয়েছে। অথচ, ছুটির কাগজে গৃহে একান্তবাসের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ওই মামলা সম্পর্কে এপিপি সম্রাট ঘোষ বলেন, আদালতে জামিনের স্বপক্ষে কোন প্রামান্য দলিল জমা দিতে পারেনি আবেদনকারীর আইনজীবী। কারণ, এজাহারে তার নাম নেই, কেনই বা তিনি গ্রেফতার হবেন ভাবছেন তার কোন প্রমান ছাড়াই আদালতে জামিনের আবেদন করেছেন। তাই, ত্রিপুরা হাই কোর্ট ওই আবেদন মঞ্জুর করেনি। সম্রাটবাবু বলেন, বিচারপতি অরিন্দম লোধ আগামী ৫ আগস্ট ওই মামলায় পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন। ওইদিন আদালতে কেইস ডায়েরি জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। সাথে ২৪ ঘন্টার মধ্যে টি আই প্যারেডে আসল অপরাধীকে শনাক্ত করার জন্য পুলিশ-কে নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি, সিআরপিসি ১৬৪ ধারায় অভিযোগকারিনি চিকিতকের জবানবন্দী রেকর্ড করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সুস্থ ২৮৪

● প্রথম পাতার পর

গোমতী জেলার ৪৬ জন, দক্ষিণ জেলার ১১ জন, সিপাহীজলার ৩৩ জন ও ধলাই জেলার ৪ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার নমুনা পরীক্ষা করা হয় উত্তর জেলার ১৫২৪ জন, ঊনকোটি জেলার ৫৪৫ জন, ধলাইয়ের ৬৭১ জন, খোয়াইয়ের ১৮০ জন, পশ্চিম জেলার ১৫৩৯ জন, সিপাহীজলা ৪২১ জন, গোমতী জেলার ৭৪৫ জন ও দক্ষিণ জেলার ৮১০ জনের অর্থাৎ সব মিলিয়ে ৭২২৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয় বৃহস্পতিবার।

সাংবাদিক

● প্রথম পাতার পর

সাংবাদিক করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। চিত্র সাংবাদিক বলেন, গতকাল থেকেই সর্দি, কাশি, সাথে গলা ব্যথা ছিল। রাতে কমে গেলেও, আজ দুপুরে প্রচণ্ড জ্বর আসে। সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করে রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁকে চিকিৎসকরা হোম আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। এখন তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা ছিলেন তাঁদের খুঁজে বের করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে

● প্রথম পাতার পর

নাগরিক এবং ১৯ জুন আরও ১২৩ জন ত্রিপুরার নাগরিক আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে ফিরে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে ৩৪ জনের দেহে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। দেবাশিসবাবু জানিয়েছেন, আগামীকাল ৭২ জন বাংলাদেশ থেকে আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে রাজ্যে ফিরবেন। এমনটাই বার্তা এসেছে।

দেবর

● প্রথম পাতার পর

রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। পারিবারিক কলহের জেরেই ঐ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে হীরালাল বর্মন খুব কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করত। তার স্ত্রী মানসিক ভারসাম্যহীন। দুই মেয়ে, এক ছেলে এবং স্ত্রীকে নিয়ে তার সংসার। পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যুতে পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়েছে।

১.৫০ লক্ষ

পাচের পাতার পর

ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বাড়তে বাড়তে মার্কিন মুলুকে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ১,৫০,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ১,২৬৭ জনের। আমেরিকায় সবথেকে বেশি উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ফ্লোরিডা। ফ্লোরিডায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ২১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, এযাবৎ ফ্লোরিডায় মৃতের সংখ্যা ৬,৩০০-রও বেশি।

মির্জা ফখরুল

পাচের পাতার পর

মানুষের জন্য প্রয়োজন ছিল। হি হেভ অল দ্য কোয়ালিটিজ, তার সম্ভাবনা ছিল।'

নিউ ইস্কাটনে শাইনপুকুর অ্যাপার্টমেন্টে প্রয়াত শফিউল বারী বাবুর বাসায় গিয়ে শফিউল বারী বাবুর স্ত্রী বীথিকা বিনতে হোসাইনের সঙ্গে কথা বলে সমবেদনা জানান ফখরুল। বাবুর ছোট দুই ছেলেমেয়ে ফাতেমা বারী তুহিন ও আয়হান বারী সাঈদকে কাছে নিয়ে আদর করেন মির্জা ফখরুল। এ সময় বিএনপি নেতা কামরুজ্জামান রতন, প্রকৌশলী ইশরাক হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের আবদুল কাদের ভুঁইয়া জুয়েল, মোস্তাফিজুর রহমান, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, গোলাম সারোয়ার, ইয়াসীন আলী, চেয়ারপারসনের প্রেস উইং সদস্য শায়রুল কবির খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

পাচের পাতার পর

ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সেখান থেকে সোমেন মিত্রর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বিধানসভায় উদ্দেশ্যে। বিধানসভা তাঁর অন্যতম কর্মভূমি হয়ে উঠেছিল। রাজনীতিবিদকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে বিধানসভায় উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। জানা যাচ্ছে ,এরপর সোমেন মিত্র মরদেহ তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে, সেখান থেকে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

প্রসঙ্গত, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় সম্প্রতি সোমেন মিত্রর ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বেশি ধরা পড়ে। সেজন্য গত ২১ জুলাই তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার ওই হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। কিডনির সমস্যা উদ্বেগ বাড়াচ্ছিল। তবে তাঁর করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছিল। ডায়ালিসিসের পর শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতিও হয়েছিল। পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা। পেসমেকারের বিষয়েও ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছিল। কিন্তু তারইমধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গতরাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বাজারগুলিতে

● প্রথম পাতার পর

বিত্তশালী মানুষ তামশা দেখছেন। ঘটনার সূত্রপাত খোয়াই সুভাষপার্ক বাজারে। এই করোনা মহামারীর মধ্যে পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের উদাসীনতায় স্থানীয় বাজার ব্যবসায়ী সমিতি উদ্যোগ নিয়ে তিনদিন সুভাষপার্ক বাজার বন্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু টানা তিনদিন বাজার বন্ধ থাকার পর পুনরায় প্রশাসন তিনদিন বন্ধের ডাক দেয়। তাও খোয়াইয়ের সচেতন জনগণ মেনে নেন। কিন্তু আজ যখন প্রশাসন লকডাউনের ঘোষনা দেয় তখনই জনগণ ক্ষেপে যায়।

সমগ্র জেলায় জনগণ থেকে ব্যবসায়ী সবাই বাজার-হাঁট, টমটম-অটো সহ সাধারন ব্যবসায়ীরা দোকান খোলে বসে। জনগণকেও দেখা যায় রাস্তায়। জনসাধারণের অভিমত হলো, প্রশাসন কেন এক বা দু”দিন সময় দেয়নি। খোয়াইতে যেহেতু আজ ৮দিন যাবত বাজার, হাঁট, ব্যবসা বন্ধ, হঠাৎ করে লকডাউনের ঘোষনা রাতে দেওয়া হল। অথচ জনগণ বিশেষ করে কৃষক, কাঁচামাল বিভিন্ন সবজি ক্ষেত থেকে তুলে নেন। তাহলে লক্ষ লক্ষ টাকার সবজি নষ্ট হয়ে যাবে। এমনিতেই কৃষক ফসলের দাম পাচ্ছে না। ধার দেনা করে কৃষককুল পথে বসে যাচ্ছে। জলের দরে বিক্রি হচ্ছে সবজি। দিন আনি দিন খাই অবস্থার মধ্যে বন্ধন ব্যাঙ্ক লোন, মহাজনী ধার নিয়ে কৃষক থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং আম জনতা দিশেহারা। জনগণ বলছেন ঋণ নিয়ে ব্যবসা করছেন খোয়াইয়ের ৮০ু ব্যবসায়ী। এরমধ্যে প্রশাসনের এই পরিকল্পনাবিহীন লকডাউনে দিন আনি দিন খাই অবস্থায় থাকা মানুষগুলোর এখন রুদ্ধশ্বাস। করুন অবস্থা। আজ খেয়ে বেঁচে থাকার লড়াইটাই বড়ো। জনগণের প্রশাসনের কাছে আবেদন, পরিকল্পিতভাবে লকডাউন দেওয়া হউক। তা না হলে ক্ষুধা আর ঋণের যন্ত্রণায় মারা যাবে অনেক। পরিণাম করুনার প্রভাব থেকেও ভয়ানক হবে বলে অভিমত জনসাধারণের।

লক ডাউনকে অপেক্ষা করে বৃহস্পতিবার গন্ডাছড়া বাজারে প্রচুর লোকের সমাগম। প্রশাসনের ভূমিকায় সচেতন নাগরিক মহলে ক্ষোভ। জানা যায় প্রথম দপায় তিন দিনের লক ডাউন শেষে ৩০ জুলাই বৃহস্পতিবার থেকে দ্বিতীয় দপার পাচঁ দিনের লক ডাউন শুরু হয়েছে। এই সময় জরুরি পরিষেবা গুলো ছাড়া রাস্তায় কোন ধরনের যানবাহন চলাফেরা করতে পারবে না। কিন্তু দেখা যায় এদিন মহকুমার প্রত্যন্ত এলাকা থেকে গাড়ি বোঝাই করে এই সব এলাকার গিরিবাসীরা তাদের উৎপাদিত ফসল বাজারে নিয়ে আসে আবার কেউবা হাট বাজার করতে বাজারে ছুটে আসে। বৃহস্পতিবার ছিল গন্ডাছড়া বাজারের সাপ্তাহিক হাটবার। স্বাভাবিক ভাবেই হাটবার দিন বাজারে ভিড় লক্ষ্য করা যায়। এদিন আগে থেকেই যদি প্রশাসন ব্যবসা গ্রহন করত তাহলে হয়তোবা বাজারে ভিড় এড়ানো সম্ভব হত। তবে এদিন গন্ডাছড়া বাজার ব্যবসায়ীরা দোকান পাট বন্ধ রাখে। বাজার ব্যবসায়ীর এক কর্মকর্তা জানান রাজ্য সরকারের নির্দেশ মত প্রথম দপায় তিন দিনের লক ডাউনের সময় এক তৃতীয়াংশ দোকান খোলা ছিল। তবে দ্বিতীয় দপার লক ডাউনে এক তৃতীয়াংশ দোকান খোলা নিয়ে কিছু কিছু ব্যবসায়ীদের মধ্যে মত বিরোধ থাকায় এদিন বাজারের সমস্ত দোকান পাট বন্ধ ছিল।

করোনা ভাইরাসে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে সরকার রাজ্য জুড়ে ফের আরো একবার ৫ দিনের সম্পূর্ণ লক ডাউনের সিদ্ধান্ত নিলেও বৃহস্পতিবার শহরের ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। সর্বত্র ছিল উন্মুক্ত। শহরের অলিগলিতে সকাল থেকে বাড়তে থাকে মানুষের আনাগোনা। শহরে রাস্তাঘাটে বের হয়ে পরে ছোট মাঝারি যান। পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। শহরে নাকাগুলিতে ছিলনা কোন পুলিশি ব্যবস্থা।

রাজ্য সরকার উদ্ভূত করোনা পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে রাজ্য জুড়ে ৫ দিনের জন্য ফের সম্পূর্ণ লক ডাউন বৃদ্ধি করা হয়। আর এক্ষেত্রে পূর্বের ন্যায় কিছু বিধি নিষেধ বেঁধে দেয় সরকার অর্থাৎ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রী যেমন মুদির দোকান, ওযুধের দোকান, শাক সব্জি, দুধ, মাছ , মাংস ইত্যাদির দোকান খোলা থাকবে। তবে এই ক্ষেত্রে একটি বাজারের তিন ভাগের এক ভাগ দোকান খোলা রাখা যাবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আর পূর্বের ন্যায় বাজার কমিটি ঠিক করে দেবে কোন দিন কোন দোকান খোলা থাকবে। আর গোটা রাজ্যে অভ্যন্তরে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকারও নির্দেশ রয়েছে। জরুরী পরিষেবা লকডাউনের আওতার বাইরের থাকবে। এমনকি লকডাউনের দিনগুলিতে বেসরকারি যান বাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শহরে যত্রতত্র ভাবেই শুরু হয় যান চলাচল। বিনা প্রয়োজনে রাস্তায় বের হয়ে পড়ে মানুষ।

আবার কিছু কিছু ব্যবসায়ী জানান, বাজার কমিটির পুনরায় যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সে মোতাবেক দোকান খোলা রাখা হবে। এদিকে শহরের বিনা বাধায় চলাচলকারী অটোচালক এবং টমটম চালকদের লকডাউনে চলাচলের কারণে জিজ্ঞাসা করতে তারা জানায়, লকডাউনে ঘরে বসে থাকলে চলবে না। পেটের তাগিদে এবং পরিবার পরিচালনার জন্য ঘর থেকে বের হতে হচ্ছে তাদের। আর এমনকি পুলিশও কোনরকম বাধা দেয় নি রাস্তায় বের হওয়া যান চালকদের। এটা সত্যি শহরে এদিন পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা ছিল না বলে চলে। পাশাপাশি আশ্চর্য বিষয় হলো বটতলা বাজারে এদিন কাপড় ব্যবসায়ীদের দোকানও খোলা থাকতে দেখা যায়। সেই সব কাপড় ব্যবসায়িদের লকডাউনের মধ্যে দোকান খোলার কারণ জানতে চাইলে ব্যবসায়িরা জানান, আগামী ১ আগস্ট ঈদ। আর এদিন মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ নতুন কাপড় পরিধান করে। তাই সরকারি নির্দেশ অবজ্ঞা করে দোকান খোলার তাগিদ দেখালেন একাংশ ব্যবসায়িরা। অবশেষে দুপুরের নাগাদ মহারাজগঞ্জ বাজারে ত্রিপুরা হোলসেল গ্রোসারি মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় লকডাউন এর দিনগুলোতে সরকারি নির্দেশ মেনে তিন ভাগের এক ভাগ দোকান খোলা রাখা হবে।তবে এদিন লকডাউনের আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের কোনরকম ধরপাকড় ছিলনা। লকডাউন নিয়ে প্রশাসন এবং শহরবাসীর এ ধরনের অসচেতনতা সচেতন মহলে সমালোচনার ঝড় বইছে।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

এলাকার পদ্ম কুমার পাড়ার ক্ষীরোদ ত্রিপুরা এবং তার স্ত্রী পুষ্পরানি ত্রিপুরা বাড়ি থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে জুম চাষ করতে যান। জুম চাষ এ গিয়ে বাড়িতে ফিরে না আসায় ১৯জুলাই নিখোঁজ ক্ষীরোদ ত্রিপুরার ছোট ভাই এ ব্যাপারে থানায় একটি মিসিং ডায়েরি করেন।

পুলিশ মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। স্বামী-স্ত্রী নিখোঁজের ৫ দিন পর একটি টিলা থেকে প্রায় ৫০০ মিটার নিচে লুঙ্গা থেকে স্ত্রী পুষ্প রানীর পচা-গলা মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।মৃতদেহটি পচে যাওয়ায় সেখানেই ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহ সৎকার করা হয়। স্ত্রীর পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হলেও নিখোঁজ স্বামীর কোনো সন্ধান এখন পর্যন্ত পায়নি পুলিশ। স্বাভাবিক কারণ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রহস্য ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে।

প্রকাশ

● প্রথম পাতার পর

শেষে ২৩ জুন সমস্ত অসমাপ্ত পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।

এখন দেশের বিভিন্ন পর্ষদের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি পর্যালোচনা করে ফলাফল ঘোষণার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাতে নির্দিষ্ট ফর্মুলা ধরে ফলাফল ঘোষণা হবে। এতে যে বিষয়ে পরীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে সেই বিষয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বরের গড় হিসাব করে অসমাপ্ত পরীক্ষার নম্বর স্থির করা হবে। এক্ষেত্রে ফলাফলে অসন্তুষ্ট হলে ছাত্রছাত্রীরা বছর বাঁচাও প্রকল্পের অধীন তিন মাস পর পুনরায় পরীক্ষা দিতেপারবেন। তবে ওই পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে, এমন লিখে দিতে হবে।

উল্লেখ্য, এ বছর দ্বাদশে ২৭,১৪২ জন ছাত্রছাত্রী নথিভুক্ত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞানে ৩,১৯৮ জন, বাণিজ্যে ৬৮৮ জন এবং কলা বিভাগে ২৩,২৪৫ জন রয়েছেন। আগামীকাল সকাল ৯-টায় পর্ষদের মিলনায়তনে দ্বাদশের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হবে। ১১ কেন্দ্র থেকে ওই দিনই সমস্ত স্কুলে মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট পৌঁছে দেওয়া হবে।

অ্যাম্বুলেন্স চালক

আটের পাতার পর

পরবর্তী সময়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক কর্মীদের খবর দেয় তারা ছুটে গিয়ে আহত এম্বুলেন্স চালককে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

বিশালগড়ে করোনা সংক্রমিত কোভিড-১৯ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ জুলাই।। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতাল এন্টিজেন এর মাধ্যমে করোণা শিকার হন খোঁদ সিপাহীজলা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোভিড-১৯ এর ওসি অবিরাম দেববর্মা। তিনি সিপাহীজলা জেলার সমস্ত কোভিড -১৯ এর যতগুলি সেন্টার, উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মহকুমা হাসপাতাল রয়েছে সবকিছু দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশালগড় হাসপাতালের এসডিএমও জানান অবিরাম দেববর্মা করোণা সংক্রমনের খবরটি। মোটকথা হচ্ছে সিপাহীজলা জেলার সমস্ত আধিকারিকরা এখন করোনা সংক্রমণের শিকার। তাতে করে গোটা জেলার মানুষ আতঙ্ক রয়েছেন।

চারজন

● প্রথম পাতার পর

নারায়ন শীল এবং তার ছেলে বিশ্বজিৎ শীলের অবস্থা গুরুতর। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার পর থেকে এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে পুলিশের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

এদিকে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার রুপাইছড়ি ব্লক এলাকার লুধুয়ার দাসপাড়ায় বুধবার রাতে সঙ্ঘবদ্ধ হামলায় এক ব্যক্তি গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। আহতের নাম সঞ্জয় আচার্য। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আহতের স্ত্রী পুতুল আচার্য থানায় অভিযুক্তদের নাম-ধাম উল্লেখ করে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করেছেন। অভিযুক্তরা হল বলরাম দাস, রতন দাস, নেপাল দাস এবং মানিক দাস। জানা গেছে পূর্ব বিরোধের জের ধরে লাঠি দিয়ে তার ওপর হামলা চালানো হয়। রাত দশটা নাগাদ সঙ্ঘবদ্ধ হামলায় পরিবারের লোকজন হতবিহবল হয়ে পড়েন। কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের ওপর লাঠি ইত্যাদি দিয়ে হামলা চালানো হয় বলে আক্রান্ত পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এসপি

● প্রথম পাতার পর

বাজারবারকে কেন্দ্র করে বাজারে ব্যাপক হারে লোকসমাগম ঘটে।লকডাউন বৃদ্ধীর কথাজেনেও শান্তির বাজারে সমস্ত মুদি দোকান, সব্জী, মাছ, মাংস ও কিছুসংখ্যক অন্যান্য দোকান খুলে বসেন শান্তির বাজারের ব্যাবসায়ীরা।

রাস্তায় অটোথেকে শুরু করে ছোটখাটো যানবাহন চলছে এমনটাই লক্ষ্যকরাযায়। আজকের দিনে শান্তির বাজারের এই চিত্র দেখলে কেউ বলবেনা ত্রিপুরারাজ্যে লকডাউন চলছে। এককথায় বলাচলে সকলে এই লকডাউনকে অমান্যকরে চলছে। আজকে লকডাউনের চতুর্থদিনে লোকসমাগমদেখে শান্তির বাজারের ব্যাবসায়ী কমিটির প্রেসিডেন্ড ধনঞ্জয় ভৌমিক ব্যাবসায়ীদের মনোভাবনিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে একরাশ ক্ষোভ উবরেদেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় শান্তির বাজারে এই পরিমানে লোকসমাগম দেখেও প্রসাশন নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় লকডাউনকে সফল করতে প্রসাশন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহনকরছেন কিন্তু আজকের দিনে শান্তির বাজারে প্রসাশন নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে এমনটাই চিত্র লক্ষ্যকরাযায়। এইভাবে চলতে থাকলে মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াস বিফলেযাবে বলে তীব্র গুঞ্জন চলছে অভিজ্ঞমহলে।

শিক্ষক

● প্রথম পাতার পর

ছবি বিক্রি করছে, আবার অনেকে ছোটখাটো ব্যবসা লিপ্ত হয়েছেন। জাতির সামনে বিকল্প কোন পথ খোলা নেই তারা রীতিমতো দিশেহারা। সরকার তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে বলে আশ্বাস দিলেও এখনো পর্যন্ত সে আশ্বাস বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা বিভ্রান্ত হয়ে নানা কাজে যুক্ত হচ্ছে।

ভগবাননগরে

● প্রথম পাতার পর

বসবাসকারী জনগণ দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আটক তিন যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে এ বিষয়ে তথ্য উদ্ধার এবং ঘটনার আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য তৎপরতা শুরু করেছে।

রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

থেকে ৫০ জন করোনা আক্রান্তের কাউন্সেলিং করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১০০০-র অধিক করোনা আক্রান্তের কাউন্সেলিং করা হয়েছে।

চড়িলামে

● প্রথম পাতার পর

থেকেই দিদার বাইক কিনে দেওয়ার জন্য শ্বশুরবাড়িতে চাপ দেয়। বেশ কয়েকবার এই গ্রাম্য সালিশি সভায় মীমাংসা করা হয়েছিল মারধোরের ব্যাপারেন প্রায় সময়ই রুবিকে মারধোর করতো বলে অভিযোগ করেন বাপের বাড়ির লোকজন। বৃহস্পতিবার সকালে রুবিকে প্রচন্ডভাবে মারধোর করে শ্বশুরবাড়ির লোকজন শশুর শাশুড়ি ননদ মিলে রুবি কে মারধর করে বলে বিশালগড় মহিলা থানায় মামলা করেন। সকালে রুবিকে যখন মারধোর করে সেই খবর যায় রুবির বাপের বাড়িতে।

ছুটে আসেন রবির ছোটভাই ফারুক ইসলাম। তাকেও মারধর করে বলে অভিযোগ করেন। বৃহস্পতিবার সকালে রুবি বেগমকে তার স্বামী দিদার ননদ শাশুড়ি মিলে মারধোর করে বলে অভিযোগ এনে বিশালগড় থানায় মামলা করেন। রুবি কে মারধর করার খবর শুনে এলাকার প্রতিবেশীরা ছুটে গিয়ে রুবি বেগম কে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে জিবিপি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। রুবির মুখ গলায় প্রচন্ড দাগ রয়েছে বৃহস্পতিবার দুপুরে রুবির পরিবারের পক্ষ থেকে বিশালগড় থানায় মামলা করা হয়।

সংবাদ লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি বিশালগড় থানা পুলিশ। পরবর্তি সময়ে রুবির ছেলেকে চাইল্ড লাইনের এক আধিকারিক তুলে দেয় তার কুলে। এই ঘটনায় এলাকায় ছি ছি রব ওঠে। এলাকাবাসীর অভিযোগ সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

প্রয়াত

● প্রথম পাতার পর

মিত্র। ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বেশি হওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কিডনি, হার্টের সমস্যাও ছিল। কিন্তু, মঙ্গলবার রাত থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল। সোমেনবাবুর পরিবার সূত্রের বক্তব্য, বুধবার নার্সিংহোমে হাঁটাচলা করেছিলেন সোমেন মিত্র। কিন্তু, গভীর রাতে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন তিনি। রাতেই প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে টুইট করে সোমেন মিত্রর প্রয়াণের দুঃসংবাদ জানানো হয়।

শিয়ালদহ কেন্দ্র থেকে বেশ কয়েক বার বিধায়ক হয়েছিলেন সোমেন মিত্র। ২০০৭-'০৮ সালে কংগ্রেস ছেড়ে প্রথমে প্রগতিশীল ইন্দিরা কংগ্রেস গঠন করেন সোমেনবাবু। তারপরে যোগ দেন তৃণমূলে। ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের সাংসদ হয়েছিলেন ২০০৯ সালে। আবার ২০১৪ সালে লোকসভা ভোটের আগে কংগ্রেসে ফিরে আসেন তিনি। সোমেন মিত্র প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদে ফেরেন কুড়ি বছর পরে, ২০১৮-র সেপ্টেম্বরে।

হাসপাতালে

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গান্ধী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। রুটিন চেক-আপ এবং টেস্টের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল আছে। এদিন সকালে দলের রাজ্যসভার সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন সনিয়া। বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদের মধ্যে বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং।

সময়ের ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা নিজেদের জন্যই খেলত বিস্ফোরক ইনজামাম

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): তিনি যে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে খেলেছেন, তাঁরা দলের কথা না ভেবে নিজেদের জন্যই খেলতেন। কিন্তু পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা দলের জন্যই খেলতেন। এমনই বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ইনজামাম উল হক।

ভারতের বিরুদ্ধে সব সময়ই নানা মিথ্যা অপবাদ আসতেই থাকে পাকিস্তানের তরফে। এবার ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ইনজামাম উল হক। তাঁর দাবি, তিনি যে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে খেলেছেন, তাঁরা দলের কথা না ভেবে নিজেদের জন্যই খেলতেন। কিন্তু পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা দলের জন্যই খেলতেন।

ইউটিউব চ্যানেলে প্রাক্তন সতীর্থ রামিজ রাজার সঙ্গে কথোপকথনের সময় ইনজামাম বলেছেন, 'আমরা যখন ভারতের বিরুদ্ধে খেলতাম, ওদের ব্যাটিং বিভাগ কাগজে-কলমে আমাদের চেয়ে শক্তিশালী ছিল। কিন্তু আমাদের ব্যাটসম্যানরা যদি ৩০-৪০ রানও করত, সেটা দলের কাজে লাগত।

অন্যদিকে, ভারতের ব্যাটসম্যানরা ১০০ রান করলেও, সেটা নিজের জন্যই করত। সেটাই দু'দলের মধ্যে পার্থক্য ছিল।'

'পিটারসেনের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল দলের অনেকে'

রাতারাতি ফুলেফেঁপে উঠল একজনের ব্যাংক ব্যালান্স, তাতে পাল্টে গেল ড্রেসিং রুমের আবহ। ইংল্যান্ড দলের সেই সময়টার কথা বলছেন মাইকেল ভন। সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়কের দাবি, মোটা অঙ্কের চুক্তিতে আইপিএলে দল পাওয়ার পর কেভিন পিটারসেনের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন ইংলিশ ক্রিকেটারদের অনেকে। এতদিন পর সেই প্রসঙ্গ উঠে আসায় অবশ্য বেশ বিরক্ত পিটারসেন।২০০৯ আইপিএলে দামী ক্রিকেটারদের একজন ছিলেন পিটারসেন। ৯ কোটি ৮০ লাখ রুপিতে তাকে দলে নিয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু।ফক্স স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভন জানালেন, পিটারসেনের বিশাল অঙ্কের চুক্তি ইংল্যান্ড দলের অনেকে স্বাভাবিকভাবে নেয়নি।"আমার মনে হয়, তারা অনেক ঈর্ষান্বিত ছিল। সেই ক্রিকেটাররা এখন তা পুরোপুরি অস্বীকার করবে। তবে ব্যাপারটা এরকমই ছিল, যখন কেভিন বড় অঙ্কের একটা চুক্তিতে ছিল।"

ক্রিকেটারদের আইপিএলে অংশ নেওয়ার অনুমতি দিতে তখন অনীহা ছিল ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি)। কিন্তু পিটারসেন চাইতেন আইপিএলে খেলতে। পিটারসেনের সঙ্গে ততালীন অধিনায়ক অ্যান্ড্রু স্ট্রাউসের সম্পর্কের টানপোড়েন নিয়ে সেসময় আলোচনা হয়েছে অনেক। ভনের দাবি, সবকিছুর শুরু আইপিএলে খেলতে চাওয়া নিয়েই।

"কেভিনের আইপিএল খেলতে যেতে চাওয়া ছাড়া আর কোনো ব্যাপার সেখানে ছিল না। ওই সময় থেকেই এসবের শুরু এবং দলে বিরোধও ফুটে ওঠে।"

পিটারসেনের যদিও আইপিএল খেলতে চাওয়ার যুক্তি ছিল। তার বিশ্বাস ছিল, আইপিএলে বিশ্বমানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে খেলে ইংলিশ ক্রিকেটারদের উন্নতি হবে। তবে তার সতীর্থদের ভাবনা ছিল ভিন্ন, জানালেন ইংল্যান্ডের ২০০5 অ্যাশেজ জয়ী অধিনায়ক ভন।

"সে (পিটারসেন) দলকে বলতো, সে খেলতে চায় কারণ ওয়ানডে দলের উন্নতিতে কাজে লাগবে এবং নিজেদের খেলায় উন্নতির জন্য ওয়ানডে দলের সব খেলোয়াড়দের এই সুযোগ পাওয়া উচিত।"

" কিন্তু তারা (দলের অনেকে) মনে করত, কেভিন শুধু অর্থের জন্যই সেখানে খেলতে যেতে চায়। সে এত টাকা পাচ্ছে, কিন্তু অন্য অনেকেই সামান্য কিছুও পাচ্ছিল না। ওই ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এমন দাঁড়িয়েছিল যেন, কেভিন বনাম গোটা দল!"

ভনের এই খবর দেখে বৃহস্পতিবার টুইটারে জবাব দেন পিটারসেন। তা লুকাননি নিজের বিস্ময় ও বিরক্তি। করোনাভাইরাসের এই সময়ে সবাইকে ইতিবাচক থাকার অনুরোধও জানান সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক।

"বিস্ময়কর! এই গল্পগুলো এখনও শিরোনাম হচ্ছে! আমি কী বিনয়ের সাথে অনুরোধ করতে পারি, এসব নিয়ে আর কথা না বলতে! আমরা সবাই অনেকটা পথ পেরিয়েছি এবং কথা বলার মতো আরও অনেক দারুণ কিছুই আমার ক্যারিয়ারে আছে!"" এখন আমরা বিচ্ছিন্ন এক পৃথিবীতে বাস করছি, প্রয়োজন এখন ইতিবাচকতা!"

'নেইমার ফুটবলকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিলে বিশ্বকাপ জিতবে ব্রাজিল'

বিশ্বকাপের বাছাই পর্বই শুরু হয়নি এখনও, তারপরও কাতার বিশ্বকাপে ব্রাজিলের খুব ভালো সম্ভাবনা দেখছেন রাফায়েল। এক সময়ের সতীর্থ নেইমারের উপস্থিতিই আশা দেখাচ্ছে তাকে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক এই ডিফেন্ডার মনে করেন, ফুটবলের বাইরের বিতর্কিত বিষয়গুলো নেইমার বাদ দিলে কাতারে শিরোপা জিততে পারে ব্রাজিল।২০১২ লন্ডন অলিম্পিক ফুটবলে দেশের হয়ে খেলেন তারা। সেবার রূপা জিতেছিল ব্রাজিল। দুজনই এখন খেলেন ফরাসি লিগ ওয়ানে। নেইমার সম্পর্কে তাই ভালো করেই জানেন লিওঁর ডিফেন্ডার রাফায়েল। ইএসপিএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, দেশকে বিশ্বকাপ জেতাতে নেইমারের নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে।"অবশ্যই নেইমারকে আমাদের দরকার। আমাদের তাকে অনেক বেশি প্রয়োজন। মাঠের বাইরে তার অনেক বিষয়ে উন্নতি প্রয়োজন। একজন ফুটবলারের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ। মাঠে ভালো খেলার জন্য তার মাঠের বাইরে অনেক উন্নতি প্রয়োজন। আশা করি, সে এটা করতে পারবে। যদি পারে, তাহলে আমাদের জেতার ভালো সুযোগ থাকবে।"নেইমারের মধ্যে নেতৃত্বগুণ নেই বলে মনে করেন রাফায়েল। তবে আরেকটু মনোযোগী হলে বিশ্বের সবচেয়ে দামি ফুটবলার সময়ের সেরা খেলোয়াড় হতে পারবেন বলে বিশ্বাস তার।

"নেইমার নেতা নয়। আমার মনে হয় না, সে একজন নেতা। তার মধ্যে বিষয়টা নেই... যদি সে লক্ষ্যে স্থির ও মনোযোগী হয়, তাহলে সে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় হতে পারে।"২০১৭ সালের অগাস্টে ২২ কোটি ২০ লাখ ইউরো ট্রান্সফার ফিতে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে বারবার চোটে পড়েছেন নেইমার। এসময় নানা নেতিবাচক খবরের শিরোনামও হয়েছেন

জিম্বাবুয়ের সর্বনাশের শুরুটা এই দিনে

শ্রীলঙ্কার সামনে নতজানু হওয়া নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নয় জিম্বাবুয়ের জন্য। ২০০১ সালে বিশ্ব ক্রিকেটকে স্তব্ধ করে দেওয়া এক স্পেল দেখিয়েছিলেন চামিন্দা ভাস। ওয়ানডেতে ৮ উইকেট নেওয়ার অবিশ্বাস্য এক কীর্তি গড়ার রেকর্ড সেদিনই প্রথম দেখেছিল ক্রিকেট। ভাসের এই তাণ্ডবের পর মাত্র ৩৮ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল জিম্বাবুয়ে। পূর্ণশক্তির জিম্বাবুয়ে, হিথ স্ট্রিক,অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারদের জিম্বাবুয়ে।

সে তুলনায় ২০০৪ সালের এই দিনে দুর্বল এক দল নিয়ে নেমেছিল জিম্বাবুয়ে। বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ শেষ হওয়ার পরই বিদ্রোহ করে বসেন জিম্বাবুয়ের মূল খেলোয়াড়েরা। ২০০৩ বিশ্বকাপে স্বৈরাচার সরকারপ্রধানের বিপক্ষে কথা বলে অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার ও হেনরি ওলোঙ্গা যে সলতেতে আগুন ধরিয়েছিলেন, সেটাই যেন বারুদের স্পর্শ পেয়েছিল ২০০৪ সালে। ফলে হঠাৎ করেই প্রায় জিম্বাবুয়ে "বি" দলকে সামনে পেয়েছিল শ্রীলঙ্কা।

দলের সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় তখন ডগলাস হোন্ডো। ২৪ বছর বয়সী পেসার সেদিন একটি উইকেটও পেয়েছিলেন। তাঁর কাছাকাছি বয়সের ছিলেন ডিওন ইব্রাহিম ও এমলুলেকি এনকালা। তবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আগের লজ্জার স্বাদ হিসেব করলে এ দুজনই অভিজ্ঞতায় এগিয়ে ছিলেন। ২০০১ সালে ৩৮ রানে গুটিয়ে যাওয়ার ম্যাচেও যে ছিলেন এঁরা। আড়াই বছর আগের সেই দুঃসহ স্মৃতি এ ম্যাচেও ফিরে এসেছিল আরও একজনের কাছে। ২০০১-এ কলম্বোতে গোল্ডেন ডাকের স্বাদ পাওয়ায় ডিওন ইব্রাহিমের সঙ্গী টাটেন্ডা টাইবু।

২০০১ সালের কিশোর টাইবু এদিন নেমেছিলেন অধিনায়ক্ত্বের গুরুদায়িত্ব নিয়ে। তাতে অবশ্য ভাগ্যে কোন হেরফের হয়নি। এবারও প্রথম বলেই ফিরেছেন শূন্য হাতে। ইব্রাহিম অবশ্য দলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন। সমস্যাটা হলো, দলের সর্বোচ্চ রান ছিল ৭। আরও ৭ রান এসেছিল অতিরিক্ত থেকে। দলীয় ৫ রানে অযথা রান আউট হয়ে মাতসেকিনেয়েরির ফেরার পর ব্রেন্ডন টেলরের সঙ্গে ১১ রানের জুটি গড়েছিলেন ইব্রাহিম। ১ উইকেটে ১৮ রানকে তখন খুব একটা খারাপ দেখাচ্ছিল না। কিন্তু দিলহারা ফার্নান্দোর বলে উইকেটের পেছনে ইব্রাহিম ক্যাচ দেওয়ার পরই আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। পরের বলেই গেলেন টাইবু।

ফার্নান্দর সঙ্গে ভাস ও অভিষিক্ত ফারভিজ মাহারুফও যোগ দিলেন উইকেট উৎসবে। কী হচ্ছে বুঝে ওঠার আগেই স্কোরবোর্ড ১ উইকেটে ১৮ থেকে ৮ উইকেটে ২৮ হয়ে গেল! এরপরই "বয়স্ক" দুই যোদ্ধা এনকালা ও হোন্ডো লড়াই চালালেন। যোগ করলেন আরও ৭টি রান। ক্ষণিকের জন্য মনে হয়েছিল এ যাত্রায় হয়তো সবচেয়ে কম রানে গুটিয়ে যাওয়ার রেকর্ড আর ফিরে পেতে হবে না তাদের।

বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে SUPER 30 নামে একটি বিশেষ স্কীম চালু হচ্ছে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিক উত্তীর্ণ তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি এবং সাধারণ ক্যাটাগরির (১০০ পয়েন্ট সংরক্ষণ কোটা অনুসারে) মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সর্বমোট ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে (যাদের পারিবারিক বার্ষিক আয় ৮(আট) লাখ টাকার নিচে) রাজ্যের বাইরে স্বনামধন্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত কোচিং ইনস্টিটিউশনে থেকে JEE (Joint Entrance Examination) এবং NEET (National Eligibility-cum-Entrance Test) প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করবে।

মাধ্যমিক পরীক্ষা-২০২০ এর ফলাফলের চূড়ান্ত মেধা তালিকায় তপশিলি জাতিভুক্ত যে সকল ছাত্র-ছাত্রীর নাম প্রথম ২০ এর মধ্যে, তপশিলি উপজাতিভুক্ত মেধা তালিকায় প্রথম ৩০ এর মধ্যে এবং সাধারণ মেধা তালিকায় প্রথম ৫০ এর মধ্যে স্থান হয়েছে তাদের মধ্যে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রী যারা রাজ্যের বাইরের স্বনামধন্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত কোচিং ইনস্টিটিউশন থেকে JEE (Joint Entrance Examination) এবং NEET (National Eligibility-cum-Entrance Test) পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কোচিং নিতে ইচ্ছুক সেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ৩১-০৭-২০২০ ইং তারিখের মধ্যে অধিকর্তা, মধ্যশিক্ষা অধিকার এর নিকট দরখাস্ত জমা দিতে বলা হয়েছিল। বর্তমানে রাজ্যব্যাপী লক-ডাউন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে দরখাস্ত জমা নেওয়ার তারিখ আগামী **২০শে আগস্ট,২০২০ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।**

বিস্তারিত জানার জন্য www.schooleducation.tripura.gov.in অথবা স্ব-স্ব জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়ে অথবা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

স্বাঃ (ইউ. কে. চাকমা)
অধিকর্তা
মধ্যশিক্ষা অধিকার

ICA-D/327/20

Ref:- Santirbazar P.S.Case No.2020STBO42 dated 17/07/2020 U/S 363/34 IPC

পাশের ছবিটি কুমারী অরপিতা দাস, যার আনুমানিক বয়স ১৪ বৎসর, পিতা - অমল দাস, সাং-পূর্ব বগাফা, থানা - শান্তিরবাজার, জেলা - দক্ষিণ ত্রিপুরা, উচ্চতা - ৫ ফুট, গায়ের রঙ - ফর্সা, পরা ছিল সাদা ও নীল রং এর শার্ট ও পেন্ট। গত ১১-০৭-২০২০ (ইং) বিকালবেলা আনুমানিক ৩টা বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়, সে আর বাড়িতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ মেয়েটিকে এখন পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লিখিত নিখোঁজ মেয়েটির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

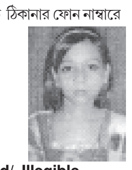

(যোগাযোগের ঠিকানা)
১) এস পি (ডি আই বি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
ফোন নম্বর ঃ- 03823-222052
7628007079
২) শান্তিরবাজার থানা ঃ ফোন নম্বর ঃ- 9436773607

Sd/- Illegible
Superintendent of Police
South Tripura District

ICA-D/324/20

MEMORANDUM

Ref: PNIeT No. 06/NIeT/EE/DWS/AGT-11/2020-21

Due to unavoidable circumstances, the date of online bidding and date of opening of online technical bid extended up to 15.00 hrs. on 07.08.2020 instead of 29.07.2020 respectively for this office PNIeT No. 06/NIeT/EE/DWS/AGT-11/2020-21 vide communicated Memo No. F 7(26)/EE/DWS/AGT-II/2139-81 Dated 09.07.2020. All other terms & conditions are remaining unchanged.

ICA/C-1188/2020-21

(Er. A.Debnath)
Executive Engineer DWS Division,
Agartala-II Agartala, Tripura west

রূপকথার শচীন, শচীনের রূপকথা

সৌরভের কল্যাণে দুই-একটা বাংলা শব্দ শিখেছেন। তাই বলে বাংলায় একটা আস্ত বই পড়ে ফেলতে পারার প্রশ্নই ওঠে না। আমার বই পড়ার জন্য অনুবাদক ভাড়া করেছেন বা করবেন বলেও মনে হয় না। এমন কিছু হয়েছে শুনলে আমি নিজেই অজ্ঞান হয়ে যাব। যতটা না আনন্দে, তার চেয়ে বেশি বিস্ময়ে। আমরা তাই ধরে নিতে পারি, আমার লেখা "শচীন রূপকথা" বইটি শচীন টেন্ডুলকার পড়েননি।

তবে না পড়লেও বইটা যে শচীন টেন্ডুলকারের কাছে আছে, এটা আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে পারি। কীভাবে? আমি নিজেই যে সেটি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছি। শচীন নিজে না বললে অবশ্য তা প্রমাণ করতে পারব না। দুটি বই শচীনকে উপহার দিয়েছি, আর দুটিতে অটোগ্রাফ নিয়ে সযত্নে রেখে দিয়েছি আমার কাছে। তাতে অবশ্য বইটি যে শচীন টেন্ডুলকার দেখেছেন, বড় জোর এটি প্রমাণ হয়। বইটা তাঁর কাছে আছে, এর প্রমাণ কী? না, আসলেই কোনো প্রমাণ নেই। আমি শুধু আমাকে বিশ্বাস করতে অনুরোধই করতে পারি। শচীনের মুম্বাইয়ে বান্দ্রায় পেরি ক্রস রোডের ফ্ল্যাটে বইটি দেখে এসে আমার এক বন্ধু সাংবাদিক আমাকে তা জানিয়েছেন। এখন বিশ্বাস করা না-করা আপনার ব্যাপার।

শচীন রূপকথা হাতে শচীন টেন্ডুলকারের একটা ছবি তুলে রাখলে প্রমাণটা আরও অকাট্য হতো। বইটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখছেন, কাভার-ব্যাক কাভার দেখার পর পৃষ্ঠাসংখ্যাও। ভিনদেশি এক সাংবাদিক তাঁকে নিয়ে ২১৪ পৃষ্ঠার একটা বই লিখে ফেলেছেন জেনে চোখেমুখে একটু যেন খুশির আভাও। সংগ্রহে রাখার মতো একটা ছবিই হতো। কিন্তু ছবি তোলার কথা যে আমার মনেই আসেনি। যা নিয়ে এখনো আমার একটু আফসোস হয়। এই "বদভ্যাস" নিয়েই। এত সব কিংবদন্তির সঙ্গে কথা বলেছি, সাক্ষাৎকার নিয়েছি, বলতে গেলে কারও সঙ্গেই ছবি তোলা হয়নি। শুরুর দিকে "মহৎ" একটা কারণ ছিল। বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়ার অনেক আগে থেকেই বড় বড় ইন্টারভিউ করেছি। শচীন টেন্ডুলকারের প্রথম ইন্টারভিউও এর চার বছর আগে। বাংলাদেশের সাংবাদিক হিসাবে অকারণ একটা বাড়তি দায় অনুভব করতাম তখন। নিজেকে এবং বৃহত্তর অর্থে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের পেশাদার প্রমাণ করার দায়। মনে হতো, ইন্টারভিউ শেষ করে ছবি তুলতে চাইলেই পেশাদার সাংবাদিক থেকে ভক্তে রূপান্তরিত হয়ে যাব! যে কারণে তারকাদের সঙ্গে আমার ছবি নেই বললেই চলে। শচীনের সঙ্গেও নেই। নইলে বিস্ময়-বালকের জন্মদিনে তাঁর সঙ্গে একটা ছবি পোস্ট করে শচীনকে শুভেচ্ছা জানানো যেত। বিস্ময়-বালক! শচীন টেন্ডুলকারের আজ ৪৭ হলো, আর তাঁকে কি না বলছি বিস্ময়-বালক! শচীনকে নিয়ে আমার এটা পুরনো সমস্যা। বেবি ফ্যাট মুখে নিয়ে ১৬ বছর ২০৫ দিন বয়সে টেস্ট অভিষিক্ত বালকের বয়স কীভাবে যেন সেখানেই থমকে আছে। এর একটা কারণ হতে পারে, টেস্ট অভিষেকের বছর তিনেক আগে থেকেই শচীন টেন্ডুলকার প্রসঙ্গে বিস্ময়-বালক কথাটা শুনতে শুনতে সেটিই মনে গেঁথে গেছে। দাড়ি-গোঁফেও চেহারাছবিতে ভারিক্কি ভাব না আসাও হয়তো আরেকটা কারণ। টেস্ট অভিষেকের পরের বছর প্রথম যখন তাঁকে দেখি, বয়স মনে হয়েছিল আরও কম। সেই প্রথম দেখা ১৯৯০ সালে ঢাকায় আজহার একাদশ ও ইমরান একাদশের মোড়কে ভারত-পাকিস্তান দুটি প্রদর্শনী ম্যাচের কল্যাণে। শেরাটন হোটেলের দোতলায় কপিল দেব-রবি শাস্ত্রী-দিলীপ ভেংসরকারদের আড্ডার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। শচীন সেখানে নেই। একটু পর দেখি, টি শার্ট-জিন্সে ফুলবাবু সেজে তিনি আসছেন। পাকিস্তানে ইমরান-আকরাম-ওয়াকারের আগুনে বোলিংয়ের বিপক্ষে অভিষেকের পর নিউজিল্যান্ড সফরও করে ফেলেছেন ততদিনে। নেপিয়ারে সবচেয়ে কম বয়সে টেস্ট সেঞ্চুরি করার রেকর্ডটা হাত ফসকে গেছে মাত্র ১২ রানের জন্য। সবকিছু জানা থাকার পরও শচীনকে প্রথম দেখার বিস্ময়টা এখনো মনে করতে পারি। মুখে বেবি ফ্যাট তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে তখনো, ঘাড়ে রেশমের মতো রোয়া রোয়া চুল। এই পিচ্চিই আরও এক বছর আগে ওয়াকার ইউনুসের বাউন্সারে রক্তাপ্লুত নাক মুছে পরের বলটিই পাঠিয়েছে বাউন্ডারিতে! মিনিট পাঁচেকের কথাবার্তায় এই প্রসঙ্গটাও এসেছিল। ছেলেমানুষী একটা প্রশ্নও করেছিলাম, "ইমরান-আকরাম-ওয়াকারকে খেলতে ভয় লাগেনি?" উত্তরটাও ছিল বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, "শুরুতে একটু লেগেছিল। একটা বাউন্ডারি মারার পর আর লাগেনি।"

এরপর আরও কত স্মৃতি! আমার অনুল্লেখ্য সাংবাদিক জীবন আর শচীনের রূপকথার মতো ক্যারিয়ার একই সমান্তরালে এগিয়েছে। শচীনকে নিয়ে আড্ডায় যেটিতে একটু মশলা মিশিয়ে আমি বলি, আমার আর শচীনের মধ্যে বড় একটা মিল আছে। আমাদের দুজনের ক্যারিয়ার একই বছরে শুরু। শচীনকে নিয়ে এত হইচই আর আমাকে নিয়ে কিছুই নাএ নিয়ে কৃত্রিম আক্ষেপও প্রকাশ করেছিলাম একটি লেখায়। একটি ভারতীয় ওয়েবসাইটে ইংরেজিতে লেখা বলে শচীনের সেটি চোখে পড়তে পারে বলেও অনুমান করি। তা পড়ুক না পড়ুক, ওই ওয়েবসাইটের সম্পাদক কথাটাতে খুব মজা পেয়েছিলেন।

শচীন যদি রেকর্ডের বরপুত্র হন, শচীন সম্পর্কিত আমারও একটা রেকর্ড আছে বলেও দাবি জানিয়েছিলাম ওই লেখাটিতে। এটি অবশ্য রসিকতা ছিল না। কী সেই "রেকর্ড"? প্রেসবক্সে বসে শচীন টেন্ডুলকারের প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরি ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর শততম সেঞ্চুরি দেখা একমাত্র সাংবাদিক আমি। এটিকে রেকর্ড বলবেন কি না, সেটি অবশ্য আপনার ব্যাপার।

শচীনের ওয়ানডে সেঞ্চুরি না পাওয়া নিয়ে কোটি কোটি শব্দ লেখা হয়ে যাওয়ার পর শেষ পর্যন্ত সেটি এসেছিল ৭৯তম ম্যাচে, ৭৬তম ইনিংসে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেই সেঞ্চুরির সময় আমি কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের প্রেসবক্সে। এর ১৮ বছর পর মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শচীনের শততম সেঞ্চুরি।

যেটি নিয়ে প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরির চেয়ে বেশি বই কম কথা হয়নি। এশিয়া কাপের সেই ম্যাচে শচীনের ইতিহাস গড়া সেঞ্চুরির পরও বাংলাদেশের জয়ের গল্পটা আমি লিখিনি। না লেখার পেছনের গল্পটা বলি। আমার বড় ছেলে স্বপ্ন খুব খেলাপাগল। অথচ মাঠে বসে শচীন টেন্ডুলকারের ব্যাটিং দেখেনি কখনো। এই সুযোগ আর আসবে না বুঝতে পেরে সেদিন মাঠে নিয়ে গেছি ওকে। সহকর্মীদের বলে দিয়েছি, আজ ম্যাচ রিপোর্ট তো করবই না, কিছু লিখবও না। ল্যাপটপও নিইনি সঙ্গে। তারপরও ঠিকই লিখলাম। লেখাটার শিরোনাম থেকেই বিষয়টা অনুমান করে নিতে পারবেন "এটাও কি একটা রেকর্ড নয়!" লেখার সিদ্ধান্তটা হুট করেই। স্বপ্নকে নিয়ে প্রেসবক্সের পাশের একটা রুম বসে খেলা দেখছি আর প্রেসবক্সে যাওয়া-আসা করছি। শচীনের সেঞ্চুরি হয়ে যাওয়ার পর আবারও চক্কর দিলাম প্রেসবক্সে। সেখানে গিয়েই মনে হলো, আরে, শচীনের প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরির সময় প্রেসবক্সে যে সাত/আটজন সাংবাদিক ছিলেন, আমি ছাড়া আর কেউই তো এখানে নেই। আত্মপ্রচারের সংকোচ ঝেড়ে ফেলে কার কাছ যেন ল্যাপটপ ধার করে সেটি সবিস্তারে সবাইকে জানিয়েও দিলাম।

আত্মপ্রচার যখন হচ্ছেই, আরেকটু করি। এসব খুচরো ব্যাপার-স্যাপারকে "রেকর্ড" ধরলে তেমন রেকর্ড আমার আরেকটি আছে। শচীন টেন্ডুলকারের শেষ টেস্ট ম্যাচ কাভার করা বাংলাদেশের একমাত্র সাংবাদিক আমি। সেই ম্যাচে অ্যাক্রিডিটেশন পেতে জান বেরিয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় সাংবাদিকদের প্রেসবক্সে জায়গা দিতেই আয়োজকেরা হিমশিম খাচ্ছেন, বিদেশি সাংবাদিকদের তাই পত্রপাঠ "না"। একে-তাকে ধরে শেষ পর্যন্ত শচীনের বিদায়বেলায় ওয়াংখেড়ের প্রেসবক্সে থাকতে পারাটাকে আমি আমার সাংবাদিকতা জীবনের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যের একটি বলে মানি। এই আবেগময় অভিজ্ঞতার কোনো তুলনা হয় না। টেস্ট ম্যাচ শেষে আনুষ্ঠানিক বিদায় সংবর্ধনার সময় গ্যালারি থেকে "সাচিন-সাচিন" বলে গগনভেদী কোরাস, শচীনের ওই অবিশ্বাস্য বক্তৃতা, শচীন ভক্ত সুধীর গৌতমের নেচে নেচে শঙ্খ বাজিয়ে যাওয়া, ভারতের টিম বাস মাঠ ছেড়ে চলে যাওয়ার দুই-তিন ঘণ্টা পরও স্টেডিয়ামের বাইরে ভক্তদের জটলা....সব কিছু এমন একটা ঘোরের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল যে, স্টেডিয়াম থেকে হাঁটা দূরত্বের হোটেলে ফেরার পরও দেখি, সবকিছু কেমন যেন আধিদৈবিক বলে মনে হচ্ছে!

স্টেডিয়ামের বাইরে যে জটলার কথা বলছিলাম, তার একটির কথা আলাদাভাবে মনে আছে। ওয়াংখেড়ের মূল ফটকের বাইরে হাতে বিশাল একটা ব্যানার হাতে দাঁড়িয়ে দশ-পনের জনের একটা দল। বহুবর্ণ সেই ব্যানারের নিচে লেখা, "ক্রিকেট উইল নট বি দ্যা সেম অ্যানি মোর"। ওপরে ক্রিকেট ইতিহাসকে দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছেবিএস: বিফোর শচীন, এএস: আফটার শচীন। পাশেই একটা দাঁড়িপাল্লার ছবি। যেটির এক দিকে হাস্যমুখ শচীন টেন্ডুলকার, অন্যদিকে ভারতীয় দলের বাকি সবাই। টেন্ডুলকারের পাল্লাটা প্রায় মাটি ছুঁয়ে অন্য পাল্লাটাকে তুলে দিয়েছে আকাশে। ভারতীয় জনমনে শচীনের অধিষ্ঠানের আদর্শ প্রতীকি উপস্থাপনা মনে হয়েছিল ছবিটাকে। রিপোর্টটা লিখতে কেমন কষ্ট হয়েছিল, সেটিও মনে আছে। "মুম্বাই থেকে উৎপল শুভ্র" লেখার পর এক ঘণ্টারও বেশি সময় কি-বোর্ডে নিশ্চল হয়ে আছে আঙুল। বুঝতে পারছি না, লেখায় কীভাবে ফুটিয়ে তুলব আবেগবন্যার এই অভূতপূর্ব প্রদর্শনী!

শচীনকে নিয়ে আস্ত একটা বই লিখে ফেলার সিদ্ধান্তটা তখনই নেওয়া। তা সিদ্ধান্ত তো নিলাম, কিন্তু লিখবটা কী? দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে শচীন টেন্ডুরকারকে নিয়ে যত লেখা হয়েছে, ক্রিকেট ইতিহাসে আর কোনো ক্রিকেটারকে নিয়েই তা হয়নি। নতুন আর কী লেখার আছে! বই লেখার জন্য অফিস থেকে ছুটি নিয়েছি। কিন্তু নয়-দশ দিন চলে গেছে, শুরুই করতে পারিনি। রীতিমতো উদভ্রান্ত লাগছে নিজেকে। শেষ পর্যন্ত বই একটা হলো, ভালো না মন্দ সেই বিচার পাঠকের হাতে ন্যস্ত। শুধু এটুকু বলি, বইয়ের প্রস্তুতিপর্বে শচীনের ক্যারিয়ার, রেকর্ড এসব ঘাঁটতে ঘাঁটতে এমন অবিশ্বাস্য কিছু জিনিস আবিস্কার করেছি যে, নিজেই রীতিমতো চমকে গেছি।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শচীন টেন্ডুকারের অভিষেক ১৯৮৯ সালের ১৫ নভেম্বর। কী বিস্ময়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেষবারের মতো তাঁকে ব্যাটিং করতে দেখল ২৪ বছর পর আরেক ১৫ নভেম্বরেই। শুরুটা যেমন তাঁর হাতে ছিল না, শেষটাও তো নয়। কত ভ্যারিয়েবলসজড়িয়ে এর সঙ্গে! হুট করে আয়োজিত তাঁর শেষ সিরিজটার শেষ টেস্টের সঙ্গে প্রথমটার মিলে যাওয়া দিয়ে যেটির শুরু। এরপরও তো আরও কত কিছু! টসজয়ী দলের সিদ্ধান্ত, ইনিংসের দৈর্ঘ্য, অন্য ব্যাটসম্যানের আউট হওয়ার ওপর নির্ভরশীল শচীনের নিজের ব্যাটিংয়ে নামার সময়, উইকেটে তাঁর নিজের স্থিতিকাল...। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংসে না হেরে ভারতকে আবার ব্যাটিং করাতে পারলেই তো ১৫ নভেম্বরের মহিমা শেষ হয়ে যায়। শুরু আর শেষের এই মিল আমার আবিস্কার নয়। ভুতুড়ে মনে হওয়া এই অবিশ্বাস্য মিল নিয়ে মুম্বাই টেস্টের সময়ই সবিস্ময় আলোচনা হয়েছে। বইয়ের জন্য আমার গবেষণায় নতুন যা পেলাম, সেটি বলি। মুম্বাইয়ে শেষবারের (শেষবারটা তখন ছিল অনুমান) মতো যখন ব্যাটিং করতে নামছেন, সময়টা দেখে রেখেছিলাম। ভারতীয় সময় বিকেল তিনটা বেজে ৩৪ মিনিট। শুরু আর শেষের তারিখটা মিলে গেছে দেখে কৌতূহল, নিছকই কৌতূহলভরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম ব্যাটিং করতে নামার সময়টা উদ্ধার করার অভিযানে নামলাম। করাচি টেস্টের স্কোরকার্ড যা বলছে, সেটিও দিনের শেষ সেশনেই হবে। সেই টেস্ট কাভার করেছেন, এমন ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে "তিনটা নাগাদ"-এর চেয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু পেলাম না। কৌতূহলটা তাতে আরও বেড়ে গেল। বইপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে বৈভব পুরান্ডারের লেখা শচীন টেন্ডুলকার জীবনীতে সময়টা পেলাম এবং বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। করাচিতে শচীন ব্যাট করতে নেমেছিলেন বিকেল ৩টা ৪ মিনিটে। পাকিস্তানে ৩টা ৪ মানে ভারতে তখন ৩টা ৩৪! যার অর্থ, শচীন টেন্ডুলকার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম ও শেষ ইনিংসে ব্যাটিং করতে নেমেছেন একদিন আগে-পরের একই সময়ে!

কাকতালীয় মিলের এখানেই শেষ নয়। শচীনের মোট আন্তর্জাতিক ম্যাচ হিসাব করুন। ২০০ টেস্ট, ৪৬৩ ওয়ানডে, ১টি টি-টোয়েন্টি...যোগফল ৬৬৪। এই "৬৬৪" সংখ্যাটাই তো শচীন টেন্ডুকারের আগমনী বার্তা শুনিয়েছিল বিশ্ব ক্রিকেটকে। স্কুল ক্রিকেটে বিনোদ কাম্বলির সঙ্গে ৬৬৪ রানের রেকর্ড জুটিটিই ছড়িয়ে দিয়েছিল তাঁর নাম। সেটি ১৯৮৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। ২২ বছর পর আরেক ২৪ ফেব্রুয়ারিতেই শচীনের ব্যাট থেকে ওয়ানডেতে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি!

"কাকতালীয়" শব্দটাকেও আসলে অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। শচীনের টেস্ট আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মোট সেঞ্চুরির সংখ্যাই দেখুন না! ২০০ টেস্ট আর ১০০ সেঞ্চুরিকল্পনার ঘোড়া ছোটানো ঔপন্যাসিকও তো বড় বেশি নাটকীয় হয়ে যায় ভেবে এমন কিছু লেখার সাহস পাবেন না। শুনতে ভালো শোনায় জেনেও সংখ্যা দুটিকে একটু কম-বেশি করে দেবেন।

মণিপুরে আধাসেনা জওয়ানদের ওপর হামলার দায় স্বীকার তিন জঙ্গি সংগঠনের, শহিদরা অসম-মণিপুর ও নাগাল্যান্ডের বাসিন্দা

গুয়াহাটি, ৩০ জুলাই (হি.স.) : মণিপুরে আধাসেনা আসাম রাইফেলস-এর ওপর হামলার দায় স্বীকার করেছে তিন জঙ্গি সংগঠন। সংবাদ মাধ্যমে এক যৌথ বিবৃতি পাঠিয়ে গতকাল রাতে মণিপুরের রাজধানী ইমফল থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে চান্দেল জেলার ভারত মায়ানমার সীমান্তবর্তী সাজিকতামপাক এলাকায় হামলার দায় স্বীকার করেছে মণিপুর নাগা পিপলস ফ্রন্ট (এমএনপিএফ), পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) এবং ইউনাইটেড লিবারেশেন ফ্রন্ট অব অসম স্বাধীন (আলফা-স্বা)। যৌথ বিবৃতিতে তারা 'ভারতীয় সম্রাজ্যবাদ'-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, গতরাতে গুলি ও বোমা হামলায় আসাম রাইফেলস-এর চতুর্থ ব্যাটালিয়নের প্রণয় কলিতা (নম্বর ৪১২১৬০, এইচএভি/জিডি), রতন সালাম (নম্বর ৫০০৯৫৭৪, আরএফএন/জিডি) এবং মেথনা কন্যাক (নম্বর ৫০০৫৮৩৯, আরএফএন/জিডি) শহিদ হয়েছেন। এছাড়া গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘায়েল হয়েছেন পাঁচজন। তাঁরা সুবেদার এস হাওকিপ, হাবিলদার নিতুল শর্মা, রাইফেলম্যান বিবেকানন, রাইফেলম্যান সন্দির কুমার এবং সেপাই আনিস কুমার (আর্ময়)। আহত পাঁচ ঘায়েল জওয়ানকে ইমফলে অবস্থিত সেনা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট এলাকায় আসাম রাইফেলস-এর চতুর্থ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা নিয়মিত টহল দিচ্ছিলেন। রাস্তায় পোঁতা ছিল উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আইইডি। আইইডিটি বিস্ফোরণের আগেই সম্মিলিত জঙ্গিরা সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করতে থাকে। জবাবি হামলা করে সেনাও। কিন্তু অতর্কিত হামলায় ততক্ষণে আট জওয়ান গুলিবিদ্ধ হয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে যান। গোলাগুলি চলে বেশ কিছুক্ষণ। এরই মধ্যে ঘায়েলদের নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তাররা তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে বাকি ঘায়েল পাঁচজনের চিকিৎসা শুরু করেন। এদিকে মণিপুরে জঙ্গি হামলায় শহিদদের মধ্যে প্রণয় কলিতা (৩৭) নামের জওয়ানের মূল বাড়ি নিম্ন অসমের বরপেটা জেলার পাঠশালার ঘটবর-হালগিরিঘাট এলাকায়। পত্নী সহ সাত এবং দেড় বছর বয়সি দুই সন্তান রেখে গেছেন প্রণয়। জানা গেছে, প্রণয়ের পরিবারকে তাঁর শহিদ হওয়ার খবর ইতিমধ্যে দিয়েছেন আসাম রাইফেলস কর্তৃপক্ষ। এই দুঃসংবাদ পেয়ে গোটা এলাকা শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে শহিদ রতন সালাম মণিপুর এবং মেথনা কন্যাকের বাড়ি নাগাল্যান্ডে বলে জানা গেছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের বক্তব্য, এই ঘটনা উত্তরপূর্বে গত তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় হামলা। এদিকে আতর্কিত জঙ্গি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকায় অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। চলছে জোরদার চিরুনি তালাশি।চান্দেল জেলার ভারত মায়ানমার সীমান্তবর্তী সাজিকতামপাক এলাকায় হামলার দায় স্বীকার করে এমএনপিএফ, পিএলএ এবং আলফা-স্বা তাদের যৌথ বিবৃতিতে 'ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ'-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেছে, আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটলেও ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটেনি। সমগ্র বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যখন জোটবদ্ধ তখন পশ্চিম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জনসাধারণ ভারতের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে। পশ্চিম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মানুষ এখনও আমাদের স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবা এমএনপিএফ, আরপিএফ এবং আলফা স্বাধীনের যৌথ সামরিক শক্তি গত ২৯ জুলাই আইওএফ (ভারতীয় দখলদারী শক্তি)-এর বিরুদ্ধে মণিপুরের সাজিকতামপাক এলাকায় হামলা করেছে। তবে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে পশ্চিম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নাগরিকরা নিহত এবং আহত হওয়ায় সংগঠনগুলি দুঃখ প্রকাশ করেছে।

অকালেই প্রয়াত সোমেন মিত্র শোকস্তব্ধ রাজনৈতিক মহল

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি.স.): অকালেই প্রয়াত হলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র। বুধবার গভীর রাত ১.৩০ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে আমহার্স্ট স্ট্রিটের 'ছোড়দা'-র বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। হাসপাতাল সূত্রের খবর, পুরনো পেসমেকার বদল করার জন্য নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন সোমেন মিত্র। ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বেশি হওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কিডনি, হার্টের সমস্যাও ছিল। কিন্তু, মঙ্গলবার রাত থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল। সোমেনবাবুর পরিবার সূত্রের বক্তব্য, বুধবার নার্সিংহোমে হাঁটাচলা করেছিলেন সোমেন মিত্র। কিন্তু, গভীর রাতে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন তিনি। রাতেই প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে টুইট করে সোমেন মিত্রর প্রয়াণের দুঃসংবাদ জানানো হয়।

শিয়ালদহ কেন্দ্র থেকে বেশ কয়েক বার বিধায়ক হয়েছিলেন সোমেন মিত্র। ২০০৭-'০৮ সালে কংগ্রেস ছেড়ে প্রথমে প্রগতিশীল ইন্দিরা কংগ্রেস গঠন করেন সোমেনবাবু। তারপরে যোগ দেন তৃণমূলে। ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের সাংসদ হয়েছিলেন ২০০৯ সালে। আবার ২০১৪ সালে লোকসভা ভোটের আগে কংগ্রেসে ফিরে আসেন তিনি। সোমেন মিত্র প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদে ফেরেন কুড়ি বছর পরে, ২০১৮-র সেপ্টেম্বরে।

রেকর্ড বৃদ্ধি! ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৪.৪৬ লক্ষেরও বেশি করোনা-পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.): ভারতে দ্রুততার সঙ্গে চলছে কোভিড-১৯ পরীক্ষা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪.৪৬ লক্ষের বেশি কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে এক দিনে (বুধবার সারা দিনে) ৪,৪৬,০০০-রও বেশি কোভিড-১৯ টেস্ট করা হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ৪,৪৬, ৬৪২টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে, মঙ্গলবারের তুলনায় অনেকটাই বেশি।

করোনা-সংক্রমণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ২৯ জুলাই পর্যন্ত ভারতে মোট ১,৮১,৯০, ৩৮২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ২৯ জুলাই ৪,৪৬, ৬৪২টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

মৃদু ভূমিকম্পে কাঁপল পঞ্জাব তরন তারনে তীব্রতা ৩.১

চন্ডীগড়, ৩০ জুলাই (হি.স.): হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পঞ্জাবের তরন তারন জেলা। বৃহস্পতিবার ভোররাতে মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয় তরন তারন জেলায়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল মাত্র ৩.০। মৃদু তীব্রতার ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোররাত ২.৫০ মিনিট নাগাদ ৩.০ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে পঞ্জাবের তরন তারন জেলা। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১১ কিলোমিটার গভীরে। মৃদু ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

নাগাল্যান্ডে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে করোনা, বিধানসভা সচিয়াবালয় ও বিধায়ক সহ সংক্রমিত নয়, পিছলো অধিবেশন

কোহিমা, ৩০ জুলাই (হি.স.) : নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওর সরকারি বাসভবনে কয়েকজনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। ফলে সরকারি আবাসে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় ৪৮ ঘণ্টার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী দফতরের জনৈক আধিকারিক এক টুইট বার্তায় এই খবর জানিয়েছেন। তিনি জানান, সমস্ত এসওপি বাস্তবায়িত করা হয়েছে। পাশাপাশি সরকারি আবাস সম্পূর্ণ স্যানিটাইজ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, নাগাল্যান্ড বিধানসভার একদিবসীয় বর্ষাকালীন অধিবেশন ৩০ জুলাইয়ের বদলে ১৩ অগাস্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কারণ, বুধবার বিধানসভা সচিবালয়ের ছয়জন কর্মচারীর দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে।

বিধানসভার কমিশনার ও সেক্রেটারি পিজে অ্যান্টনি জানিয়েছেন, করোনা-র প্রকোপে অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ৩০ জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে নয়টায় নির্ধারিত ১৩ তম নাগাল্যান্ড বিধানসভার ষষ্ঠ অধিবেশন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, বিধানসভার ছয় কর্মচারীর দেহে কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। করোনা সংক্রমিতরা শনাক্ত হওয়ায় কোহিমা জেলা টাস্কফোর্স তাৎক্ষণিকভাবে ৪৮ ঘণ্টার জন্য বিধানসভা সচিবালয় সিল করার নির্দেশ দিয়েছে।

এদিকে, বুধবার বিধায়ক মহাথুং ইয়াস্থান করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। সাথে তাঁর দেহরক্ষী এবং গাড়ি চালকের দেহেও করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। অন্যদিকে বিধায়ক আর খিঙের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। কিন্তু তাঁর দুই সহযোগী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। করোনা পরিস্থিতির জন্য বিধানসভা অধিবেশনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সকলের কোভিড-১৯ পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতির চূড়ান্ত নথি উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কেয়া নাইডুর হাতে তুলে দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক। ছবি- পিআইবি।

সোনামুড়ায় দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। সোনামুড়ার রবীন্দ্রনগরে ইটভাট্টা সংলগ্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ একটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। দোকানের মালিকের নাম জসিম উদ্দিন। জানা যায়, দুপুর ১২টা নাগাদ দোকান বন্ধ করে বাড়িতে যায় জসিম উদ্দিন। তিনটা নাগাদ পুনরায় বাড়ি থেকে ফিরে এসে দোকান খোলে। দোকান খুলে লক্ষ্য করে দোকান থেকে ৫৭৩০০ টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই ব্যাপারে সোনামুড়া থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা করা হয়েছে।

বাইদ্যাদীঘিতে বিলেতি মদ সহ আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ জুলাই।। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশালগড় থানাধীন বাইদ্যদীঘি এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে বিলেতি মদ সহ আটক করা হয় এক যুবককে। আটক হওয়া যুবকের নাম রাজীব দাস। বাবা অনিল দাস। পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় গৌতম দেব। পিতা মৃত হরেন্দ্র দেব। বৃহস্পতিবার দুপুরে গোপন খবরের ভিত্তিতে বিশালগড় থানার পুলিশের এ এস আই তপন দেবনাথ এবং এস আই বিশ্বপতি চক্রবর্তী। রাজীব দাসের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১৫০ টি বিলিতি মদের বোতল উদ্ধার করেছে। যার বাজারমূল্য ৩০ হাজার টাকা হবে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বিভিন্ন ব্রেন্ডের বিলেতি মদ। তাদের বিরুদ্ধে একটি পি আর মামলা নেওয়া হয়েছে। পুলিশের এ এস আই জানান লকডাউন চলাকালীন সময়ে প্রচুর পরিমাণে অবৈধভাবে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে নেশা কারবারিরা। এই ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানান তিনি।

তাৎক্ষণিক তিন তালাক বিরোধী আইনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি. স.): বিবাহিত মুসলমান মহিলাদের অধিকার রক্ষার জন্য এক বছর আগে তাৎক্ষণিক তিন তালাক বিরোধী আইন কার্যকর করা হয় গোটা দেশজুড়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই বড় পদক্ষেপের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে স্মরণীয় করে রাখতে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রের পাশাপাশি দল হিসেবে বিজেপির তরফ থেকেও একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।সেই লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাংবাদিক সম্মেলন করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকভি বৃহস্পতিবার নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, তিন তালাক বিরোধী আইনের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ এবং মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি "মুসলিম মহিলা অধিকার দিবস" কর্মসূচি অনুযায়ী ৩১ জুলাই, শুক্রবার সকালে ১০টা ৪৫ মিনিট নাগাদ ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে গোটা দেশের মুসলিম মহিলাদের সম্বোধন করবেন। মুক্তার আব্বাস নাকভি আরও জানিয়েছেন, দিল্লির উত্তর নগর ও বাটলা হাউস, উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডা, লখনউ, বারানসি, রাজস্থানের জয়পুর, মহারাষ্ট্রের মুম্বাই, মধ্যপ্রদেশের ভোপাল, তামিলনাড়ুর কৃষ্ণাগিরি, হায়দরাবাদ সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় থাকা মুসলিম মহিলাদের সংযুক্ত করা হবে। এছাড়াও ২৮ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত গোটা দেশজুড়ে মুসলমান মহিলাদের জন্য ক্ষমতায়নের অভিযান চালানো হবে।বিজেপির সংখ্যালঘু সেল এবং মহিলা মোর্চা এর তত্ত্বাবধান করবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় ২৯ জুলাই ২০১৯ সালে তাৎক্ষণিক তিন তালাক বিল রাজ্যসভায় পাশ হয়।লোকসভায় এই বিল আগেই পাশ হয়ে গিয়েছিল।রাষ্ট্রপতি সইয়ের পর ওই বছরের আগস্ট থেকে এটি আইন রূপে কার্যকর করা হয়।

কাপড়ের দোকানের ট্রায়াল রুমে গলায় ছুরি চালিয়ে আত্মঘাতী যুবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩০ জুলাই।। ধারালো ছুরি দিয়ে শ্বাস নালি কেটে কিশোরীর রহস্যজনক আত্মঘাতীর প্রচেষ্টাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করেছে পার্শবর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জের মুল্লাগঞ্জ এলাকায়।বাড়ি থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরত্বে মামার বাড়ি মুল্লাগঞ্জ বাজারের এক বস্ত্র প্রতিষ্টানের ট্রায়াল রোমের ভিতরে ধারালো ছুরি দিয়ে নিজের গলার শ্বাস নালি কেঁটে কিশোরীটি বর্তমানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।এ কান্ডে অসম পুলিশ তদন্তে নেমে প্রাথমিক জিঙ্গাসাবাদের জন্য বস্ত্র বিপনির মালিক সহ আরেক ব্যবসায়িকে সাময়িক আটক করে থানায় নিয়ে গেছে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে রক্তাক্ত একটি ধারালো ছুরি সহ একটি ব্যগ।চাঞ্চল্যকর এ ঘটনা নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ অসমের নিলামবাজার পুলিশ।জানা গেছে বুধবার দুপুর অনুমানিক পৌনে দু''টা নাগাদ নিলামবাজার থানা এলাকার মুল্লাগঞ্জ বাজারে থাকা আব্দুল হকের বস্ত্র প্রতিষ্টানের ট্রায়াল রোমেই ঘটনাটি সংঘটিত হয়।অন্যান্য গ্রাহকের সঙ্গে ওই কিশোরীও আব্দুল হকের বস্ত্র প্রতিষ্টানে গিয়ে নিজের জন্য জামা-কাপড় দেখা শুরু করে।এক পর্যায়ের তার পছন্দ হওয়া জামা গায়ে লাগিয়ে দেখার জন্য ট্রায়াল রুমে গিয়ে দীর্ঘ সময় পরও বের হয়নি।এরই মধ্যে হঠাৎ গলার গোঙ্গানির শব্দ পেয়ে দোকান মালিক ট্রায়াল রুমের দিকে লক্ষ করে দেখেন কিশোরীটি মেঝোতে রক্তাক্ত অবসায় পড়ে রয়েছে।তা দেখে তিনি চিৎকার দিলে উপস্থিত থাকা অন্যান্য গ্রাহক ও স্থানীয়রা এগিয়ে গিয়ে রক্তালুপ কিশোরীটিকে উদ্ধার করে বাহিরের ব্রেঞ্চের মধ্যে নিয়ে আসেন।শুরু হয় আহতের পরিচয় খোজাখুজি।মুহুর্তেই স্থানীয়রা জড়ো হয়ে রক্তাক্ত কিশোরীর পরিচয় নাম ঠিকানা জানতে চাইলে গলার খাদ্যনালী কাটা থাকায় সে কথা বলতে অক্ষম হওয়ায় তাকে দেওয়া হয় কাগজ-কলম। তখন সে কোন মতে তার নাম ও ফোন নম্বর লিখে দিলে শেষ পর্যন্ত পরিচয় পাওয়া যায় তার।জানাগেছে ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হিজিম গ্রামের বাসিন্দা পেশায় স্কুল শিক্ষক ফুজাইল আহমদের কন্যা সাজিদা আক্তার (১৬) প্রতিদিনের মত টিউশন ক্লাস করতে ব্রাম্মনশাসনে যাচ্ছে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে অনুমানিক বারোটা নাগাদ। পরে খবর নিয়ে জানা গেছে এদিন সে টিউশনে যায়নি। ঘটনার পর খবর দেওয়া হয় নিলামবাজার পুলিশে।স্থানীয়রা তাৎক্ষণিক ভাবে রক্তাক্ত গলা কাঁটা কিশোরীকে উদ্ধার করে নিলামবাজার হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক অবস্থা বেগতিক দেখে তাকে করিমগঞ্জ সরকারি হাসপাতালে প্রেরণ করেন।কিন্ত সেখানে গলার অপারেশনের ব্যবস্থা না থাকায় তাকে সেখান থেকে পাঠানো হয়েছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে।শেষ খবরে জানা গেছে বেশ সঙ্কটজনক অবস্থায় এসএমসিতে জীবন যুদ্ধ শুরু হয়েছে দশম শ্রেণীর অধ্যায়নরত গান্ধাই হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্রী সাজিদা আক্তারের।এদিকে , নিলামবাজার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে ঘটনাস্থল থেকে একটি ধারালো চুরি ও একটি স্কুল বেগ বাজেয়াপ্ত করেছে এবং বস্ত্র প্রতিষ্টানের মালিক আব্দুল হক সহ একই সময়ে ঘটনাসলে উপসিত থাকা আব্দুস সুফান নামের আরেক ব্যবসায়িকে জিঙ্গাসাবাদের জন্য সাময়িক আটক করেছে।এ ঘটনার নেপথ্যে প্রেম জনিত কারন রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।একি সাথে দোকানের ভিতর কিশোরীটিকে অন্য কেহ আক্রমন করেছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।এ ঘটনায় স্থানীয় জনমনে চাঞ্চল্য সহ নানা প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে।

বিশালগড়ে গ্রেপ্তার হল নেশা কারবারি তপন দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ জুলাই।। অবশেষে বিশালগড় থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হল নেশা কারবারি অমন তারন দাস। তার বাড়ি বিশালগড়ের শিতলটিলা এলাকায়। উল্লেখ্য, চলতি মাসের তিন তারিখ রাতে এই অমন তারনের এলাকা থেকেই গ্রামবাসী জোয়েল নামের এক যুবককে ঘুরাফেরা করতে দেখে সন্দেহের তীরে আটক করে উত্তম - মাধ্যম দেয়। এবং তার সাথে থাকা একটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় নেশার ট্যাবলেট। এবং বহু জেরার পর এই অমনের নাম বেরিয়ে আসে। পুলিশ জোয়েল নামের ওই কারবারিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এবং অমনের বিরুদ্ধেও এনডিপিএস মামলা নথিভুক্ত করে। এতদিন সে পুলিশের খাতায় পলাতক থাকলেও বৃহস্পতিবার সকালে বিশালগড় থানার পুলিশ অমন তারনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে।

মেলাঘরে পুড়িয়ে দেয়া হল গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। সিপাহী জলা জেলার মেলাঘর থানা এলাকায় একের পর এক যানবাহন পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। গতকাল রাতেও মেলাঘর থানা এলাকার বড়ুয়া চৌমুহনী এলাকায় একটি অটোরিকশা পুড়িয়ে দিয়েছে দুস্কৃতিকারিরা। ওই অটো রিস্কার মালিকের নাম জীবন দাস। অটো চালিয়েই জীবন দাস পরিবারপ্রতি পালন করত।

তার বিকল্প রোজগারের কোনো ব্যবস্থা নেই। গতকাল রাতে অটোরিকশাটি পুড়িয়ে দেওয়ায় জীবন দাস অসহায় হয়ে পড়েছে। জীবন-জীবিকা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছে ওই অটোচালক। বৃহস্পতিবার সকালে এ ব্যাপারে মেলাঘর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। মেলাঘর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে অটো রিস্কা পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় জড়িতদের টিকির নাগাল পায়নি পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এ ধরনের নাশকতামূলক কার্যকলাপ জড়িতদের খুঁজে বের করে ওর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য স্থানীয় জনগণ প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত অটোচালককে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদানের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

পদ্মবিলে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। খোয়াইয়ের পদ্মবিল ব্লক সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এক ব্যক্তি। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত ব্যক্তির নাম সঞ্জু দেববর্মা। জানা যায় বাড়িতে বিদ্যুতের লাইন ছাড়াই করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয় ওই ব্যক্তি। পরিবারের লোকজনদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহতদের জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অসাবধানতার কারণেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে ওই ব্যক্তি। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেও অল্পেতে প্রাণে গেছে বেঁচে গেছে সঞ্জু।

অঞ্জন পুরকায়স্থকে সংবর্ধনা দিল ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ জুলাই।। বিশালগড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বারের মতো সিপাহীজলা জেলার উত্তরাংশের বিজেপি সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থকে বিশালগড় পৌর পরিষদ হলঘরে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি মিষ্টিমুখ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাবুল সাহা রতন দেব, বিপ্লব রায় সহ অন্যান্যরা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক। জানান বিগত দিনগুলোতে ও ব্যবসায়ী সমিতির সুখ দুঃখের সাথী হয়ে ছিলেন অঞ্জন বাবু আগামী দিনেও ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষে থাকবেন। আশা ব্যক্ত করেন উল্লেখ্য গত ২৭ জুলাই ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বারের মতো সিপাহীজলা জেলা উত্তরাংশের বিজেপির সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ কে করা হয়।

করোনা রোগীকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে অসুস্থ অ্যাম্বুলেন্স চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ জুলাই।। গোমতী জেলার চেলাগাঙ থেকে করোনা রোগী নিয়ে আগরতলা হাপানিয়া কোভিদ কেয়ার সেন্টারে রোগী নামিয়ে চেলাগাঙ যাবার পথে সেকেরকোট চা বাগান এলাকায় এম্বুলেন্স চালক অসুস্থ হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে। আমতলী থানায় খবর পাঠালে ১ ঘন্টা অতিক্রান্ত হলেও পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেনি। অ্যাম্বুলেন্সের চালক এতটাই অসুস্থ ঠিকভাবে কথা বলতে পারছে না

ছয়ের পাতায় দেখুন

মৃত্যু আরও ৭৭৫ জনের, ভারতে করোনা-মুক্ত ১০.২০ লক্ষেরও বেশি : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.): ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। নতুন করোনা-সংক্রমিতের পাশাপাশি মৃত্যুও বাড়ছে রোজই। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৭৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৫২,১২৩ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৪,৯৬৮ জন এবং সংক্রমিত ১৫,৮৩,৭৯২ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১০,২০,৫৮২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ২৮ হাজার ২৪২।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৩৪,৯৬৮ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ১,২১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৩ জন, অসমে ৯২ জন, বিহারে ২৭৮ জনের, চন্ডীগড়ে ১৪ জন, ছত্তিশগড়ে ৪৮ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৩,৯০৭ জনের, গোয়া ৩৯ জন, গুজরাটে ২৩৯৬ জনের, হরিয়ানায় ৪১৩ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১৪ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৩৪৮ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৯৮ জনের, কর্ণাটকে ২,১৪৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৬৮ জন, লাদাখে ৬ জন, মধ্যপ্রদেশে ৮৪৩ জন, মহারাষ্ট্রে ১৪,৪৬৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে ৫ জন, নাগাল্যান্ডে ৫ জন, ওড়িশায় ১৫৯ জনের, পুদুচেরিতে ৪৭ জন, পঞ্জাবে ৩৬১ জন, রাজস্থানে ৬৫০ জনের, সিকিমে একজন, তামিলনাড়ুতে ৩,৭৪১ জন, তেলেঙ্গানায় ৪৯২ জন, ত্রিপুরায় ২১ জন, উত্তরাখণ্ডে ৭৩ জন, উত্তর প্রদেশে ১,৫৩০ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১, ৪৯০ জন প্রাণ হারিয়েছেন।ভারতে দ্রুততার সঙ্গে চলছে কোভিড-১৯ পরীক্ষা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪.৪৬ লক্ষের বেশি কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ২৯ জুলাই পর্যন্ত ভারতে মোট ১,৮১,৯০, ৩৮২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ২৯ জুলাই ৪,৪৬,৬৪২টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।